ওঁ তৎসৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

তাৎপর্য্য সহিত।

প্রথম খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৭৯৮ শক।

২২ ভাদ্র।

ब्राह्मधर्म्मबीजम् ।

१ ओँ ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत् । तदिदं सर्व्वमसृजत् ।

२ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवाद्वितीयं सर्व्वव्यापि-सर्व्वनियन्तृ-सर्व्वाश्रय-सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद् ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति ।

३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति ।

४ तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव ।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ।
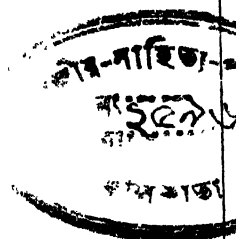
১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনা।

প্রার্থনা।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার; আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জনা কর। যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

[illegible]

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

[illegible]

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব-সুখ-দাতা—যিনি আমাদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর—আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন; যাঁহার

প্রসাদে বুদ্ধি, বল; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি,—যিনি আমাদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ओँ सपर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्। कविर्म्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्य्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्व्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य्यः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ-রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা;

তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ध्यानम्।

ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ओ३म् ।

ओं नमस्ते सते ते जगत्कारणाय
नमस्ते चिते सर्व्वलोकाश्रयाय ।
नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय
नमोब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं
त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् ।
त्वमेकं जगत्कर्त्तृ पातृप्रहर्त्तृ
त्वमेकं परं निश्चलं निर्व्विकल्पम् ॥
भयानां भयं भीषणं भीषणानां
गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम् ।
महोच्चैः पदानां नियन्तृ त्वमेकं
परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम् ॥
वयन्त्वां स्मरामो वयन्त्वाम्भजामो-
वयन्त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः ।
सदेकं निधानं निरालम्बमीशं
भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণি-গণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক-দিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ, আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া

এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর ; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यो-र्माऽमृतं गमय। आविराविर्म्मएधि रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ओं एकमेवाद्वितीयम्।

স্বাধ্যায়

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতোভবতি। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্ এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্বেতাশ্বতরঃ।

ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

উপনিষৎ

ओं तत्सत् ।

ब्राह्मधर्म्मः ।

प्रथमखण्डम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ १ ॥

'ओं ब्रह्मवादिनः वदन्ति' ॥ १ ॥

ব্রহ্মবাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত

করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-রূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। অতএব ইহার প্রথমেই আছে, যে "ব্রহ্ম-বাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

२

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ २ ॥

'यतः' यस्मात् 'वै' 'इमानि भूतानि जायन्ते' 'येन' च तानि 'जातानि' 'जीवन्ति' प्राणान् धारयन्ति अन्ते च 'यत्' ब्रह्म 'प्रयन्ति' प्रतिगच्छन्ति 'अभिसंविशन्ति' तमेव प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । 'तत्' 'विजिज्ञासस्व' विशेषेण ज्ञातुमिच्छस्व 'तत् ब्रह्म' । २ ।

যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এককণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই আমাদের প্রভু। সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সেই সমুদায় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহাদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি, অথবা এক রেণু

বালুকাকে ধ্বংস করিতে পারি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে ॥ ২ ॥

৩

आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ ३ ॥

'आनन्दात् हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति' । ३ ।

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে ॥ ৩ ॥

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত মঙ্গলময় পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দ-রসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি ॥ ৩ ॥

৪.

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ৪॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'॥ ৪॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না॥ ৪॥

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে কেবল মনের মন বলিয়া, বাক্যের বাক্য বলিয়া, সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্ব্ব ক্ষণ সাক্ষাৎ

পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞা পালন-জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, সর্ব্ব-সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

५

रसो वै सः। रसꣳ ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ॥ ५ ॥

'रसः' आनन्दकरस्तृप्तिहेतुः 'वै' 'सः' पर आत्मा। 'रसं हि एव' 'अयं' जीवः 'लब्ध्वा' प्राप्य 'आनन्दी' सुखी 'भवति' ॥ ५ ॥

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন॥ ৫ ॥

যে মঙ্গলময়ের প্রেম-রস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া উঠে ॥৫॥

६

कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाशआनन्दोन स्यात् । एषह्येवानन्दयाति ॥ ६ ॥

'कः हि एव' लोके 'अन्यात्' चेष्टां कुर्य्यात् 'कः' वा 'प्राण्यात्' प्राणनं कुर्य्यात् 'यत्' यदि 'एषः' 'आकाशे' 'आनन्दः' आनन्दरूपः परः आत्मा 'न स्यात्'। 'एषः' परमात्मा 'हि एव' 'आनन्दयाति' आनन्दयति सुखयति लोकं धर्म्मानुरूपम् ॥ ६ ॥

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং জীব-সকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণিসঙ্গম, কোথায় বা তাহাদিগের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা সুখ-সৌভাগ্য থাকিত, যদি সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বাশ্রয়, মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই জগৎসংসার সৃজন না করিয়া এ প্রকার সুনিয়ম প্রণালী সংস্থাপন না করিতেন। তিনিই

লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতা আমারদিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাতে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতামাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান শিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার সুখ লাভ করি, সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ; আহা! তাঁহার কি করুণা! তিনি কেবল বিষয় দ্বারা নানা প্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা বিষয়-সুখে তৃপ্ত না হইয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরাৎ হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারদের নয়ন-যুগলের শোকসন্তপ্ত অশ্রু সকল মার্জ্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃত-বারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয়-পদ্মকে বিকসিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণ-কালের নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ পাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা জানিয়াছেন॥ ৬॥

ॐ

यदा ह्येवैषएतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयं गतोभवति ॥ ७ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'হি এব' 'এষঃ' সাধকঃ 'এতস্মিন্' 'অদৃশ্যে' অবিষয়ভূতে 'অনাত্ম্যে' অশরীরে 'অনিরুক্তে' অনির্ব্বাচ্যে বিশেষোহি নিরুচ্যতে অবিশেষশ্চ ব্রহ্ম তস্মাদনিরুক্তম্ 'অনিলয়নে' অনাধারে তস্মিন্ 'প্রতিষ্ঠা' স্থিতম্ 'অভয়ং' যথা স্যাৎ তথা 'বিন্দতে'। 'অথ' তদা 'সঃ' 'অভয়ং গতঃ ভবতি' অভয়ং প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন ; তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্ব্বত্র প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয়, পরমেশ্বরকে একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করি, এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি ॥ ৭ ॥

৮

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ ৮ ॥

'यतः वाचः निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
आनन्दं ब्रह्मणः विद्वान् न बिभेति कदाचन' ॥ ८ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়; সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময় আগার-স্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হন; কিন্তু যিনি পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্ব-সংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

५

एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो-लोकएषोऽस्य परमआनन्दः। एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ५ ॥

'अस्य' जीवस्य 'एषा' 'परमा गतिः' आनन्दरूपः परमात्मैव परमा गतिः। सर्वासां सम्पदां विभूतीनां मध्ये 'एषा अस्य परमा सम्पत्'। येऽन्ये कर्म्मफलाश्रया लोकास्तेऽस्यापरमा 'एष'

परमात्मा तु 'अस्य परमः लोकः'। यान्यन्यानि विषयेन्द्रिय-सम्बन्धजनितानि आनन्दजातानि तान्यपेक्ष्य 'एषः अस्य परमः आनन्दः'। 'एतस्य एव' 'आनन्दस्य' 'मात्रां' कणां अंशं 'अन्यानि भूतानि' 'उपजीवन्ति' अनुभवन्ति ॥ ८ ॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব-সকল উপভোগ করে ॥ ৯ ॥

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ্ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদের পরম সম্পদ্; এ সম্পদ্ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদ্‌কে সম্পদই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পর-মেশ্বর-লাভ আমারদিগের পরমানন্দের বিষয়; এই ব্রহ্ম-লাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদয় আনন্দ এক কণা-মাত্র, তথাপি সেই কণা-মাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ ॥ ১ ॥

'ইদং' জগৎ 'বৈ' 'অগ্রে' পূর্ব্বং 'ন এব কিঞ্চিৎ আসীৎ'। 'সৎ' অস্তিতামাত্রং বস্তু নির্ব্বিশেষং নিরবয়বম্ 'এব' হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন 'ইদম্ অগ্রে' অস্যাগ্রে জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ 'আসীৎ' 'একম্ এব' তস্য একস্য সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ম্ অনাদিবস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে 'অদ্বিতীয়ম্' ইতি। যত্তৎ সৎ 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ' ॥ ১ ॥

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎ পদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; সৃষ্টির পরেও চেতনাচেতন সমুদয় বস্তু

কেবল এক মাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে; এ নিমিত্তে তিনি এক-মাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি সৎ-স্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; তিনি আপনাকে আপনি জানিতেছেন; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমারদের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন; ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক, তাবৎ সে জীবিত রহিবে; পরমাত্মার স্বরূপ সে রূপ নহে; তিনি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র এবং নিত্য ও পরিপূর্ণ ॥ ১ ॥

২২

स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च ॥ २ ॥

'सः' अज आत्मा 'तपः अतप्यत' जगत्सृष्टिविषयामालोचनामकरोत्। 'सः' आत्मा 'तपः' तप्त्वा' एवमालोच्य प्राणिकर्मादिनिमित्तम्, 'इदं सर्वं' जगत् देशतः कालतो नाम्ना रूपेण च 'असृजत' सृष्टवान् 'यत् इदं किञ्च' यत्किञ्चेदमविशिष्टम् ॥ २ ॥

তিনি বিশ্ব-সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন,

তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ম্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া-বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎ-পাষাণ-লৌহাদি দ্বারা দ্রব্য-বিশেষ নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমারদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়া দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च।

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

'एतस्मात्' पुरुषात् 'जायते' उत्पद्यते 'प्राणः' एवं 'मनः' 'सर्वेन्द्रियाणि च' सर्वाणि च इन्द्रियाणि। तथा 'खं' आकाशः 'वायुः' 'ज्योतिः' अग्निः 'आपः' उदकं 'पृथिवी' 'विश्वस्य' सर्वस्य 'धारिणी'। ३।

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন্ ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥

জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিশ্ব-নির্ম্মাণের সকল উপকরণ এবং প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, কেবল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষই আপন ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

। ४

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ४॥

'भयात्' भीत्या 'अस्य' परमेश्वरस्य 'अग्निः तपति' भयात् तपति सूर्य्यः'। 'भयात् इन्द्रः च वायुः च मृत्युः धावति पञ्चमः' ॥ ४ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, ও বায়ু, ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। কোন পদার্থ

তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন, অতিক্রম করিতে পারে না; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ধাবমান হইতেছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১৪

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১ ॥

নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন ধ্রুবেণার্থী সন্ 'সঃ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ অভয়ং শিবমমৃতং ব্রহ্ম যৎ 'তদ্বিজ্ঞানার্থং' তস্য বিশেষেণাধিগমার্থং 'গুরুম্' আচার্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠং শমদমাদিসম্পন্নং 'এব' 'অভিগচ্ছেৎ'। 'তস্মৈ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে 'সঃ বিদ্বান্' গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ 'উপসন্নায়' উপগতায় 'সম্যক্' 'প্রশান্তচিত্তায়' উপরতকামক্রোধাদিদোষায় 'শমান্বিতায়' শমেন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-রহিতেন চ যুক্তায় 'যেন' বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া পরয়া 'অক্ষরং' অক্ষয়ত্বাৎ 'পুরুষং' পূর্ণত্বাৎ 'সত্যং' পরমার্থস্বাভাব্যাৎ 'বেদ' জানাতি 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'তত্ত্বতঃ' যথাবৎ 'প্রোবাচ' প্রব্রূ-য়াৎ ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত-চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন ॥ ১ ॥

সকলের কর্ত্তব্য, মনকে সংযত করিয়া প্রশান্ত হইয়া পরব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন; এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন ॥ ১ ॥

अपरा ऋग्वेदोयजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पोव्याकरणं निरुक्तं छन्दोज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ २ ॥

'अपरा' अश्रेष्ठा विद्या 'ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः' इत्येते चत्वारो वेदाः । 'शिक्षा कल्पः व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषम् इति' अङ्गानि षट् । 'अथ' 'परा' श्रेष्ठा विद्या 'यया' 'तत् अक्षरं' ब्रह्म 'अधिगम्यते' ज्ञायते ॥ २ ॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ্; এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ॥ ২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞানলাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা—তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর আর সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ কারণ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ্; এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষণীয় ॥ ২॥

২৫

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৩ ॥

তদক্ষরং বিশিনষ্টি 'যৎ তৎ' ইতি বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশতি। 'অদ্রেশ্যম্' অদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং

न ग्राह्यम् 'अग्राह्यं' कर्म्मेन्द्रियाविषयं 'अगोत्रं' अनन्वयं 'अवर्ण' शुक्लादयोऽविद्यमाना वर्णा यस्य तत्। चक्षुश्च श्रोत्रञ्च नाम-रूपविषये करणे सर्व्वजन्तूनां ते अविद्यमाने यस्य तत् 'अचक्षुः-श्रोत्रम्'। 'तत्' 'अपाणिपादं' कर्म्मेन्द्रियरहितं 'नित्यं' अजम-विनाशि 'विभुं' व्यापिनं 'सर्व्वगतं' आकाशवत् 'सुसूक्ष्मं' रूपादिरहितत्वात् 'तत्' न व्येतीति 'अव्ययं' न ह्यनङ्गस्य स्वाङ्गा-पचयलक्षणो व्ययः सम्भवति शरीरस्येव। नापि पूर्णस्वभावस्य गुणद्वारको व्ययः सम्भवति मनसइव। 'यत्' एवम्भूतलक्षणं 'भूतयोनिं' भूतानां कारणं 'परिपश्यन्ति' सर्व्वतः पश्यन्ति 'धीराः' धीमन्तः ॥ ६ ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম-রহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিহীন; সেই হস্ত-পদ-শূন্য, জন্ম-মৃত্যু-বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস-রহিত, সর্ব্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সৃষ্টির অতীত পদার্থ, চক্ষু দ্বারাও দৃশ্য হন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হন না, তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন; তথাপি ব্রহ্মপরায়ণ ধীরেরা সেই সর্ব্ব ভূতের কারণকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন ॥ ৩ ॥

१७

एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति । अस्थूल-मनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वना-काशमसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्क-मप्राणममुखममात्रम् ॥ ४ ॥

'एतत् वै तत्' न क्षरतीति 'अक्षरं' हे 'गार्गि' गार्गी नाम काचित् ब्रह्मजिज्ञासुः तस्याः सम्बोधनं यत् 'ब्राह्मणाः अभि वदन्ति'। 'अस्थूलं' तत् स्थूलादन्यत् तर्हि अणु न तत् 'अनणु' अस्तु तर्हि ह्रस्वं न 'अह्रस्वं' एवं तर्हि दीर्घं नापि दीर्घं 'अदीर्घं' एतैश्चतुर्भिर्विशेषणैः परिमाणं प्रतिषिद्धम्। अस्तु तर्हि लोहित-गुणविशिष्टं ततोऽप्यन्यत् 'अलोहितं' भवतु तर्हि अपां स्नेहनं न 'अस्नेहं' अस्तु तर्हि छाया सर्वथाप्यनिर्देश्यत्वात् छायाया अप्यन्यत् 'अच्छायं' अस्तु तर्हि तमः 'अतमः' भवतु वायुस्तर्हि 'अवायुः' भवे-त्तर्हि आकाशः 'अनाकाशं' भवतु तर्हि सङ्गात्मकं 'असङ्गं' रसोऽस्तु तर्हि 'अरसं' तथा 'अगन्धम्' अस्तु तर्हि चक्षुष्कं 'अचक्षुष्कं' न हि चक्षुरस्य करणं विद्यते पश्यत्यचक्षुरिति तथा 'अश्रोत्रं' स शृणो-त्यकर्ण इति। भवतु तर्हि सवाक् 'अवाक्' तथा 'अमनः' 'अतेजस्कम्' अविद्यमानं तेजोऽस्य न ह्यग्न्यादितेजोवदस्य तद्विद्यते। शारी-रिकः प्राणवायुः प्रतिषिध्यते 'अप्राणं' न ह्यस्य मुखमिति 'अमुखं'। मीयते येन तन्मात्रं न तेन किञ्चिन्मीयते 'अमात्रम्' ॥ ४ ॥

হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক-প্রাণবিহীন, মুখবিহীন, কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না ॥ ৪ ॥

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু, বায়বীয় পদার্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এ সকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেই রূপ আমারদিগের ন্যায় জড়-শরীর বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমারদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন, সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্। তিনি

মনোবিহীন, তিনি দেহশূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না, তিনি ছায়া কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন; তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি অনন্ত-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ, তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান, সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি-শক্তি আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহার সেই মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, প্রীতি, তাঁহা হইতে বহমান হইয়া জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; তিনি আমারদিগের মানসিক বৃত্তি ন্যায়, দয়া স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন; আমারদিগের প্রেম অনন্ত প্রেমের কণামাত্র ॥ ৪ ॥

১৮

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ ৫ ॥

यथा राज्ञः प्रशासने राज्यमस्फुटितं नियतं वर्त्तते एवं 'एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने' हे 'गार्गि' सूर्य्यश्च चन्द्रमाश्च 'सूर्य्याचन्द्रमसौ' अहोरात्रयोर्लोकप्रदीपौ लोकप्रयोजनविज्ञान-वता निर्म्मितौ 'विधृतौ' 'तिष्ठतः' वर्त्तेते ॥ ५ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি । সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৫ ॥

তাঁহার শাসনে সূর্য্য সৌর জগতের মধ্য-স্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জ সকল সজীব রাখিয়াছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে ॥ ৫ ॥

१९

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः ॥ ६ ॥

'एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने' हे 'गार्गि' द्यौश्च पृथिवी

চ 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' 'বিধৃতে' 'তিষ্ঠতঃ'। এতদক্ষরং সর্ব্বব্যবস্থা-সেতুঃ সর্ব্বমর্য্যাদাবিধরণম্। অতোনাক্ষরস্য প্রশাসনং দ্যাবা-পৃথিব্যাবতিক্রমিতুং শক্নুতঃ॥ ৬॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে॥ ৬॥

ভূলোক ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক, সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমারদের পদতলে যে এই ভূলোক, এবং মস্তকের উপর যে দ্যুলোক, সকলই সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণা-মাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না॥ ৬॥

৭

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তা-অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসাঋতবঃ সংবৎসরাইতি বিধৃতা-স্তিষ্ঠন্তি॥ ৭॥

'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' 'নিমেষাঃ মুহূর্ত্তাঃ অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ সংবৎসরাঃ ইতি' এতে কালাবয়বাঃ 'বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি'॥ ৭॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি ! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর ; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে, তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্প-মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না ॥ ৭ ॥

२१

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योन्यानद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्याः ॥ ८ ॥

तथा 'एतस्य वै अक्षरस्य प्रशासने' हे 'गार्गि' 'प्राच्यः' प्रागञ्चनाः पूर्वदिग्गमनाः 'नद्यः' 'स्यन्दन्ते' स्रवन्ति 'श्वेतेभ्यः' हिमवदादिभ्यः 'पर्वतेभ्यः' गिरिभ्यः 'प्रतीच्यः' प्रतीचिदिग्गमनाः 'अन्याः' नद्यः स्यन्दन्ते बहुभ्यः पर्वतेभ्यः । ताश्चानद्योयथा प्रवर्त्तिता एवं नियताः प्रवर्त्तन्ते ॥ ८ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি ! অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত-সকল হইতে স্যান্দমান হইতেছে ॥ ৮ ॥

পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী-সকল তুষারাবৃত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য জীব জন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি-বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জল-রাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি॥ ৮॥

২২

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥ ৯॥

'যঃ বৈ' 'এতদক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা' অবিজ্ঞায় 'অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে' যদ্যপি 'বহূনি বর্ষসহস্রাণি' তথাপি 'অন্তবৎ এব অস্য' 'তৎ' ফলং 'ভবতি'॥ ৯॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না॥ ৯॥

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোক-রঞ্জন বৃথা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান মর্য্যাদা যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা-সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত-ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ৯ ॥

२१

योवाएतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात् प्रैति सकृपणः । अथ यएतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

'यः वै एतत् अक्षरं' हे 'गार्गि' 'अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति' 'सः' 'कृपणः' पण्यक्रीत इव दासः । 'अथ यः एतत् अक्षरं' हे 'गार्गि' 'विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति' 'सः ब्राह्मणः' ॥ १० ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ॥১০॥

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য-নামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম প্রীতিভাজন পরমেশ্বরকে উপ-লব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদ-গ্রহেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্ ব্যক্তি! তিনি কৃপা-পাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশু-জন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন; তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ॥ ১০॥

२॥

तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतꣳ श्रोतमतं मन्त-विज्ञातं विज्ञात्रे तस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाशओतश्च प्रोतश्च ॥ ११ ॥

'तत् वै एतत् अक्षरं' हे 'गार्गि' 'अदृष्टं' न केनचित् दृष्टम् अविषयत्वात् स्वयन्तु 'द्रष्टृ' तथा 'अश्रुतं' श्रोत्रस्या-विषयत्वात् स्वयन्तु 'श्रोतृ' तथा 'अमतं' मनसोऽविषयत्वात् स्वयन्तु 'मन्तृ' तथा 'अविज्ञातं' बुद্ধेरविषयत्वात् स्वयन्तु 'विज्ञातृ'। 'एतस्मिन् उ खलु अक्षरे' हे 'गार्गि' 'आकाशः' 'ओतः च प्रोतः च' सर्वतोव्याप्त इत्यर्थः ॥ ११ ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি-গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন; এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপ-

নাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না; অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষর পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই ॥ ১১ ॥

২৫.

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১২ ॥

'ভীষা' ভয়েন 'অস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'বাতঃ পবতে' 'ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ'। 'ভীষা অস্মাৎ অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'। নিয়মেনাস্য ব্রহ্মণোমহাভীতাঃ বাতাদয়ঃ পবনাদিকার্য্যেষু নিরন্তরং প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার-সাধনে নিরন্তর প্রবৃত্ত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতম্।

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১২ ॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে নিয়মেন চেষ্টতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতম্। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহদ্ভয়ং' মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ বিভেত্যস্মাদিতি 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিব বজ্রম্। যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যানিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে তথেদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রাদিলক্ষণং জগৎ নিয়মেনাবিশ্রান্তং বর্ত্ততে ইত্যুক্তং ভবতি। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতম্ একং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' বিজানন্তি 'অমৃতাঃ' অমরণধর্মাণঃ 'তে ভবন্তি' ॥ ১২ ॥

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন

হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি পাপে আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসেতু লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

७१

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसोमनोयद्वाचोहवाचम्। सउ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः ॥ २ ॥

'श्रोत्रस्य श्रोत्रं' अस्ति विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थमजरममृतमभयमजं श्रोत्रस्यापि श्रोत्रं तत्सामर्थ्यनिमित्तमिति तथा 'मनसः' 'मनः' 'यत्' ब्रह्म। 'वाचः ह' 'वाचं' वाक् तथा 'सः उ प्राणस्य प्राणः' तथा 'चक्षुषः चक्षुः' ॥ २ ॥

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য; তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ॥ ১ ॥

পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আপন আপন শক্তি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহারা সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেছে; অতএব তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং মন নহেন। তিনি অপরিমিত-জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি সকলের কারণ, ও আশ্রয় ॥ ১ ॥

७८

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्। अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे॥ २ ॥

यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि ब्रह्म अतः 'न' 'तत्र' तस्मिन् ब्रह्मणि 'चक्षुः गच्छति' तथा 'न वाक् गच्छति' अभिधेयं प्रति वाग्गच्छति ब्रह्म तु अनभिधेयमतोन वाक् गच्छति 'नो मनः' गच्छति। इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनोविज्ञानं तदगोचरत्वात् 'न विद्मः' तत् ब्रह्म। इत्यतः 'न विजानीमः' 'यथा' येन प्रकारेण 'एतत्' ब्रह्म 'अनुशिष्यात्' उपदिशेत् शिष्याय। 'अन्यत्' पृथक् 'एव' 'तत्' प्रकृतं ब्रह्म 'विदितात्' ज्ञातात् वस्तुनः

'অথো' অপি 'অবিদিতাৎ' অজ্ঞাতাৎ 'অধি' ইত্যুপর্য্যর্থে অন্যৎ, 'ইতি' 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তো বয়ং 'পূর্ব্বেষাং' আচার্য্যাণাং বচনং 'যে' আচার্য্যাঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'তৎ' ব্রহ্ম 'ব্যাচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ ॥ ২ ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না; এবং ইহাও জানি না, যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি ॥ ২ ॥

যিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়াও চক্ষুর অগোচর, বাক্যের বাক্য হইয়াও বাক্যের অগোচর, মনের মন হইয়াও মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ এই মাত্র, যে তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। আমাদিগের নিকটে যত বস্তু বিশেষ-রূপে বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন এবং যত পরিমিত সৃষ্ট বস্তু অবিদিত আছে, তাহারও তিনি কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি

অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, আশ্রয়-দাতা ও নির্ব্ব-হিতা ও সকলের অন্তর্গত, এবং সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের এই উপদেশ ॥ ২ ॥

২৫.

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

'यत्' ब्रह्म 'वाचा' 'अनभ्युदितं' अप्रकाशितं 'येन' ब्रह्मणा 'वाक्' विवक्षितेऽर्थे 'अभ्युद्यते' प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतत्। 'तत् एव' भूमाख्यं 'ब्रह्म' 'विद्धि' विजानीहि 'त्वम्'। 'न इदं' ब्रह्म 'यत्' 'इदं' इन्द्रियमनोग्राह्यं देशकालपरिच्छिन्नं 'उपासते' ॥ ४ ॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে ॥ ৩ ॥

বাক্য যাঁহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। লোকে এই বলিয়া নির্দ্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ

জল বায়ু, অগ্নি শিলা, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার উপাসনা করে, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে, কেহ মনঃকল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা করে, কত লোকে অসামান্য-ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে; কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহারদের উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না ॥ ৩ ॥

২০

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

'यत्' मनसोऽवभासकं ब्रह्म 'मनसा' 'न' 'मनुते' सङ्कल्पयति 'मनः' 'येन' ब्रह्मणा 'मतं' विषयीकृतं 'आहुः' कथयन्ति ब्रह्मविदः। 'तत् एव' मनसोमनः 'ब्रह्म' 'विद्धि' 'त्वं'। 'न' 'इदं' ब्रह्म 'यत् इदं' परिच्छिन्नं 'उपासते' ॥ ४ ॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন; লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে ॥ ৪ ॥

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন্ করিতে পারে; কিন্তু অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করিবে? তিনি মনের বিষয় নহেন; সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ মনন করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষি-স্বরূপ; তাঁহার নিকটে অন্ধকার কুকর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না এবং অপবাদও সৎ কর্ম্মকে ম্লান করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ॐ

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणोरूपम् ॥ ५ ॥

अहं सुष्ठु वेद ब्रह्मेति प्रतिपत्तिः मिथ्यैव तदेवेह प्रतिपादितं 'यदि' कदाचित् 'मन्यसे' 'सुवेद इति' अहं ब्रह्म सुष्ठु वेदेति 'दभ्रं' अल्पं 'एव अपि नूनं' 'त्वं' 'वेत्थ' जानीसे 'ब्रह्मणः रूपम्' ॥ ५ ॥

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ ॥ ৫ ॥

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন; কারণ ইহা তাঁহার জানা

হয় নাই, যে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানা যায় না। তিনি হয় তো ব্রহ্মকে কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ-তুল্য বোধ করিয়া তৃপ্ত আছেন; কিম্বা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকেন, তবে দেহ-শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই, যে তাঁহার শরীরও নাই, এবং মনও নাই। তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমন আছেন, যে ব্রহ্মের যে, শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই শুদ্ধ-মুক্ত-অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপে পরিমিত মনের বৃত্তি-সকল আরোপ করেন; তাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানা যাইত; সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, যে তাঁহাকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম্ম, এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অতি সূক্ষ্ম বস্তু; ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দর-রূপে জানিতে পারি। এই সমুদয় জগৎ-কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান কি আমারদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং

অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, যে তাঁহার স্বজন ও রক্ষণের শক্তি আছে; কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত? তাঁহার সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি? যিনি এই সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায়? সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলস্বরূপের দুরবগাহ গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে॥৫॥

२

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ २ ॥

'न अहं मन्ये सुवेद' ब्रह्म 'इति' नैवं तर्हि विदितं त्वया ब्रह्मेत्युक्तआह 'नो न वेद इति' वेदैवेति 'वेद च' नो । 'यः' कश्चित् 'नः' अस्माकं मध्ये 'तत्' उक्तं वचनं तत्त्वतः 'वेद' सः 'तत्' ब्रह्म 'वेद' । किं पुनस्तद्वचनमित्याह 'नो न वेदेति वेद च' इति ॥ २ ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের

মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন ॥ ৬ ॥

“আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে” অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই, এমত নহে; আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত-পূর্ণ-ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ-জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ-ভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম্ম সম্যক্-রূপে বুঝিয়াছেন ॥ ৬ ॥

২২

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥ ৩ ॥

‘यस्य’ ब्रह्मविदः ‘अमतं’ अविज्ञातम् अविदितं ब्रह्मेति ‘तस्य’ ‘मतं’ ज्ञातं सम्यक् ब्रह्मेत्यभिप्रायः। ‘यस्य’ पुनः ‘मतं’ ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयः ‘न’ ब्रह्म ‘वेद’ विजानाति ‘सः’। ‘अविज्ञातं’ अमतम् अविदितमेव ब्रह्म ‘विजानतां’ सम्यक् विदितवतामित्येतत्। ‘विज्ञातं’ विदितं ब्रह्म ‘अविजानतां’ असम्यग्दर्शिनाम् ॥ ৩ ॥

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয়, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই, যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমারদের পরিমিত ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না, ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ জানা হইল। যে জ্ঞানবান্ পুরুষ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের পূর্ণ-ভাব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে তাঁহার ভাবের অন্ত পাওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

१४

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृताभवन्ति ॥ ८ ॥

'इह' एव 'चेत्' यदि मनुष्यः 'अवेदीत्' विदितवान्

यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 'अथ' तदा 'अस्ति' 'सत्यं' परमार्थतः। 'इह' जीवन् 'चेत्' यदि 'न' 'अवेदीत्' विदितवान् 'महती' दीर्घा 'विनष्टिः' विनशनम्। तस्मादेवं गुणदोषौ विजानन्तः 'भूतेषु भूतेषु' 'स्थावरेषु' चरेषु च एकं ब्रह्म 'विचिन्त्य' विज्ञाय साक्षात्कृत्य 'धीराः' धीमन्तः 'प्रेत्य' उपरम्य 'अस्मात् लोकात्' 'अमृताः भवन्ति' ॥ ८ ॥

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন ॥ ৮ ॥

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, তথাপি আমরা বুদ্ধির ভূমি সহজ জ্ঞান দ্বারা সকল কারণের কারণ ও সকল আধারের মূলাধার এবং সকল মঙ্গলের নিদান-ভূত বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল-ভাবকে নিঃসংশয়রূপে প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সকলের আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে এই পৃথিবীতেই থাকিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমাদিগের

জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। জগৎ-কৌশল দেখিয়া কৌশল-কর্ত্তার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শুভোদ্দেশ্য নিয়ম সকল দেখিয়া নিয়ন্তার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইতেছি, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্মাকে উন্নত করিতেছি এবং আমারদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমারদের কি হইল। কতকগুলিন স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, কি বিপুল যশো-মান লাভ করিয়া, অথবা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া কি মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে? ভঙ্গুর মৃণ্ময় পদার্থে বা দোষ-গুণ-বিশিষ্ট অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া—তাঁহার সহবাসজনিত নিত্য ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্য-লোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্দীপন করিবেক এবং আত্ম-প্রত্যয়কে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই

কৌশল; তাহারা তাঁহারই মঙ্গল-ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, কি চিকিৎসা-বিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। এই সমুদায় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক ॥ ৮ ॥

पञ्चमोऽध्यायः।

— ॐ

ईशावास्यमिदꣳ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥ १॥

ईष्टे इति ईट् तेन 'ईशा' परमेश्वरेण 'आवास्यं' आच्छादनीयं 'इदं सर्वं' 'यत् किञ्च' यत् किञ्चित् 'जगत्यां' ब्रह्माण्डे 'जगत्' तत् सर्वम्। 'तेन त्यक्तेन' पापैषणात्यागेन 'भुञ्जीथाः' परमात्मानं 'मा गृधः' गृधिमाकाङ्क्षां मा कार्षीः त्वं 'धनं' 'कस्यस्वित्' कस्यचित्॥ १॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না॥ ১॥

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বরের দ্বারা এই সমুদায় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা, পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; পাপ-চিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। যেমন শরীরের বিকার রোগ; তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না, তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগেরও ইচ্ছা হয় না; অতএব পাপ-চিন্তা পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধী ও অসৎ পুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না এবং আপনার প্রতি তাঁহার প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ম্লানই থাকে; তাঁহার

শান্ত-স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র-স্বরূপ তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ও অপবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র করিবে! অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিবেন; তিনি সর্ব্বতোভাবে পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন—তিনি অন্যের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না॥ ১॥

ওঁ

अनेजदेकं मनसोजवीयोनैनद्देवाआप्नुवन् पूर्वमर्षत्।
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमातरिश्वा दधाति ॥२॥

'अनेजत्' न एजत् एजृ कम्पने कम्पनं चलनं स्थिरत्व-प्रच्युतिः तद्विवर्ज्जितम्। 'एकं' प्रज्ञानघनं 'मनसः' 'जवीयः' जववत्तरं मनसा तदप्राप्यमित्यर्थः। द्योतनात् 'देवाः' चक्षु-रादीनि इन्द्रियाणि 'एनत्' एतत् प्रकृतं ब्रह्म सर्वस्थं 'न' 'आप्नुवन्' प्राप्तवन्तः 'पूर्वं अर्षत्' पूर्वमेव गतं जवनात् मन-सोऽपि। 'तत्' ब्रह्म 'धावतः' द्रुतं गच्छतः 'अन्यान्' मनो-वागिन्द्रियप्रभृतीन् 'अत्येति' अतीत्य गच्छतीव 'तिष्ठत्' स्वय-मविक्रतमेव सत्। 'तस्मिन्' ब्रह्मणि सति 'मातरिश्वा' मातरि अन्तरीक्षे श्वयति गच्छतीति वायुः सर्वप्राणभृत् 'अपः' कर्माणि

प्राणिनां चेष्टालक्षणानि दधाति विभजतीत्यर्थः । सर्वा हि विक्रियाः सर्वात्मभूते नित्ये ब्रह्मणि सत्येव भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

পরব্রহ্ম এক-মাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগবান্; ইন্দ্রিয়-সকল সেই অগ্রগামী পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে॥ ২ ॥

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই এক-মাত্র পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র-সমান-রূপে ও পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা নাই; অতএব তিনি অচল তিনি চলেন না। তিনি অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহাকে ধরিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়-সকল তাঁহাকে ধরি-বার জন্য যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকিয়াও যেন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্প কাল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে; কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে সে আর কাহা হইতে শক্তি

পাইয়া তদ্দারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত ; অতএব উক্ত হইয়াছে, যে "তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা-সকল বিধান করিতেছে" ॥ ২ ॥

১৩

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ३ ॥

'तत्' ब्रह्म यत् प्रकृतम् 'एजति' चलति 'तत्' एव च 'न एजति' नैव चलति अचलमेव सत् चलतीत्यर्थः। किञ्च तत् दूरे' 'तत् उ अन्तिके' समीपेऽत्यन्तमेव। न केवलमन्तिके 'तत्' 'अन्तः' अभ्यन्तरे 'अस्य सर्वस्य' जगतः। 'तत्' 'उ' अपि 'सर्वस्य अस्य बाह्यतः' व्यापकत्वात् आकाशवत् ॥ ३ ॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন ; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৩ ॥

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে, তিনি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; অতএব উক্ত হইয়াছে, "তিনি চলেন" অর্থাৎ

তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি জড়ের ন্যায় অচল নহেন, তিনি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট নহেন—তিনি অমৃত, তিনি প্রাণ-স্বরূপ; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; তিনি মুক্তস্বভাব, মহানাত্মা। কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলেন না; কারণ তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণ-রূপে বিদ্যমান আছেন—তিনি অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য সনাতন। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তিনি আছেন। তিনি কেবল দূরেতে নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন, এত নিকটে যে আমারদের অন্তরে আছেন এবং যেমন আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন। যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে আপনার রাজ্য শাসন করেন; তদ্রূপ তিনি পরিমিত কোন এক-স্থান-স্থায়ী নহেন। তিনি একই সময়ে সর্ব্ব-স্থানে সমান-রূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विजुगुप्सते ॥ ४ ॥

'यः तु' मुमुक्षुः 'सर्वाणि भूतानि' परमे 'आत्मनि' ब्रह्मणि 'एव अनुपश्यति' 'सर्वभूतेषु च' परमम् 'आत्मानं' निर्विशेषम् ब्रह्म पश्यति । सः 'ततः' तस्मात् एव दर्शनात् 'न विजुगुप्सते' जुगुप्सां घृणां न करोति ॥ ४ ॥

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না॥ ৪ ॥

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে; তিনি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয়-স্বরূপ, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যিনি পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ জানেন এবং সর্ব্ব-ভূতেতে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। তিনি দেখেন, যে আমরা সকলেই সেই অমৃত পুরুষের পুত্র; কেহই সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিশ্ব-পাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে; অতএব তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন না। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাই তিনি করেন॥ ৪ ॥

৩৫

स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरꣳ शुद्धमपापविद्धम्। कविर्म्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ५ ॥

'सः' परमात्मा 'पर्य्यगात्' परि समन्तात् अगात् गतवान् आकाशवत् व्यापीत्यर्थः 'शुक्रं' शुक्लः शुद्धः 'अकायम्' अकायः अशरीरः 'अव्रणम्' अव्रणः अक्षतः 'अस्नाविरम्' अस्नाविरः

स्नावाः शिराः यस्मिन् न विद्यन्ते इति 'शुद्धं' शुद्धः निर्मलः 'अपापविद्धम्' अपापविद्धः। 'कविः' क्रान्तदर्शी सर्वदृक् 'मनीषी' मनसईषिता सर्वज्ञ ईश्वरइत्यर्थः 'परिभूः' सर्वेषामुपर्युपरि भवतीति। स्वयमेव भवतीति 'स्वयम्भूः'। सः नित्यमुक्तईश्वरः यथातथाभावो याथातथ्यं ततः 'याथातथ्यतः' यथाभूतकर्मसाधनतः 'अर्थान्' फलानीत्यर्थः 'व्यदधात्' विहितवान् यथानुरूपं व्यभजदित्यर्थः 'शाश्वतीभ्यः' नित्याभ्यः 'समाभ्यः' संवत्सराख्येभ्यः प्रजाभ्यः प्रजापतिभ्यइत्यर्थः ॥ ५ ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন; তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত, কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; সুতরাং তিনি শিরারহিত, তাঁহার শিরা নাই; এবং ব্রণ ও ক্ষতরহিত, তাঁহার শারীরিক কোন পীড়া বা যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীরবিহীন, তদ্রূপ মনোবিহীন; সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তাহাও তাঁহাতে নাই। আমরা যেমন রোগ

আতুর, শোকে ব্যাকুল, পাপে তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন; তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই, পাপ নাই; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপ-বিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি কবি। কি সৌর জগতের পরিপাটি শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণ চন্দ্রের রমণীয় শোভা; কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম-রূপ রত্নের অপূর্ব্ব মনোরম ভাব; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি মনের নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুদিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু অবিভাগে সেই সমুদায় নিয়ম স্থাপনের এই একই উদ্দেশ্য যে তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাহার আত্মার উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের আত্মা তাঁহার অতি যত্নের ধন; তিনি অতি নিপুণ-রূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে মোহ-তরঙ্গ হইতে—দুঃখ শোক হইতে—পাপ তাপ হইতে—মৃত্যু-মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান, ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, এমত ধর্ম্মনিয়ম-সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং দণ্ড পুরস্কার নিয়ত বিধান করিতেছেন। তিনি পরিভূ, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি স্বপ্রকাশ; যাবতীয় জন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি জন্মরহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্ত্তৃক সৃষ্ট হন নাই এবং প্রকাশিত হন নাই; তিনি চির কালই স্বয়ং প্রকাশবান্ আছেন। তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা; মৎস্য, কচ্ছপ,

কুম্ভীর ; পশু, পক্ষী, মনুষ্য ; অনন্ত কোটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর গহ্বর, পরিপূর্ণ ; তিনি সেই সকলকেই তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী যথা-উপযুক্ত-রূপে অতি ন্যায্য-রূপে চির কাল বিধান করিতেছেন, তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব । ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥ ১ ॥

'তপসা' মনসঐকায়নতয়া 'ব্রহ্ম' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব । 'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি' 'পরং' ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের জ্ঞান-লাভার্থে অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক ; এবং শান্ত সমাহিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব প্রতীতি করিবেক ; তবেই তাঁহাকে লাভ করিয়া তোমরা আপ্তকাম হইবে। পরব্রহ্ম অন্তর বাহিরে

সর্ব্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। এ লোক হইতে লোকান্তরে যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, ততই উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হই ॥ ১ ॥

४१

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ २ ॥

'सत्यं' ब्रह्म 'ज्ञानं' ब्रह्म 'अनन्तं' ब्रह्म 'यः' 'वेद' विजानाति 'निहितं' स्थितं 'परमे' 'व्योमन्' व्योम्नि देहाकाशे 'गुहायां' आत्मनि। 'सः' एवं ब्रह्म विजानन् 'अश्नुते' भुङ्क्ते 'सर्वान्' 'कामान्' भोगान् 'ब्रह्मणा' 'विपश्चिता' मेधाविना सर्वज्ञेन 'सह' ॥ २ ॥

যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর মূল সত্য, তাঁহা হইতে আর সকল সত্য নিঃসৃত হইয়া তাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করিতেছে। তিনি আদি সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এ হেতু তাঁহারা জ্ঞান-পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অপরিমেয় স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে এবং ভ্রম, প্রমাদ মোহ আছে, কিন্তু ভূমা পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই—তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ; তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, মঙ্গল ভাবে অনন্ত,—দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ দেন; তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎ দৃষ্টি করেন এবং ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন; তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও

ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা এবং তাহাই তাঁহার কার্য্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন, এবং আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये। तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ३ ॥

'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' 'यस्य' 'एष' प्रसिद्धः 'महिमा' 'भुवि' लोके 'दिव्ये' द्युलोके; योऽसौ महिमा स्थावरं जङ्गमञ्च यस्य प्रशासने नियतमस्ति। तथार्त्तवोऽयनेऽब्दाश्च यस्य प्रशासनं नातिक्रामन्ति। तथा कर्त्तारः कर्माणि फलञ्च यच्छासनात् स्वं स्वं कालं नातिवर्त्तन्ते। 'तत्' ब्रह्म 'विज्ञानेन' विशिष्टेन ज्ञानेन 'परिपश्यन्ति' सर्वतः पूर्णं पश्यन्ति उपलभन्ते 'धीराः' विवेकिनः 'आनन्दरूपं' सुखस्वरूपं 'अमृतं' 'यत्' विभाति विश्वेषु अन्तर्बाह्ये सर्वत्र भाति ॥ ३ ॥

যিনি সামান্য-রূপে ও বিশেষ-রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই

মহিমা, যিনি আনন্দ-রূপ, অমৃতরূপে প্রকাশ পাই-তেছেন; জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদায়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং যথার্থ তত্ত্ব জানিতেছেন, এবং আমরাও যে পদার্থকে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও তিনি জানিতেছেন। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্র লোক, এখানে এই আশ্চর্য্য ভূলোক; এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে তাঁহারই এই মহিমা। তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃত-রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন। ধীরেরা তাঁহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে, সূর্য্যের প্রকাশে, চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমে, অন্তর্ব্বাহে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

ॐ

हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलम् :
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो विदुः॥

'हिरण्मये' ज्योतिर्मये विज्ञानप्रकाशे आत्मनि 'परे' परम् अभ्यन्तरत्वात् तस्मिन् 'कोषे' कोष इव असेः ब्रह्मोपलब्धिस्थान-त्वात् तस्मिन् 'विरजं' अविद्यादिदोषरजोमलवर्जितं 'ब्रह्म' सर्वमहत्त्वात् 'निष्कलं' निर्गताः कलाः यस्मात् तत् निरवयव-

मित्यर्थः । 'तत्' 'शुभ्रं' शुद्धं 'ज्योतिषां' सर्वप्रकाशात्मनां आदि-त्यादीनामपि 'ज्योतिः' अवभासकम् । 'तत्' हि परं ज्योतिः परं ब्रह्म 'यदात्मविदः' आत्मानं शब्दादिविषयबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणं ये विवेकिनो विदुः जानन्ति ते 'यत्' 'विदुः' जानन्ति ॥ ४ ॥

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের যে আত্মা, তাহাতে তিনি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন; এ নিমিত্তে আমাদের আত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি নির্ম্মল ও শুভ্র। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি আত্মার জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি পরব্রহ্ম। সে জ্যোতির রূপও নাই এবং অবয়বও নাই। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সেই সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

४४

न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ५ ॥

'न' 'तत्र' तस्मिन् आत्मनि सर्वावभासकोऽपि 'सूर्यः' 'भाति' तद्ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यर्थः। 'न चन्द्रतारकं' 'न इमाः विद्युतः भान्ति' 'कुतः अयं अग्निः'। अस्मद्गोचरः यदिदं जगत् भाति तत् 'सर्वं' 'तम् एव' परमेश्वरं 'भान्तं' दीप्यमानं 'अनुभाति' अनुदीप्यते। 'तस्य' 'भासा' दीप्त्या 'सर्वम् इदं' सूर्यादि जगत् 'विभाति' ॥ ५ ॥

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে ; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

সূর্য্য চন্দ্রের আলোকে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না ; আমাদের আত্মার জ্যোতিতে, অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি প্রকাশিত হয়েন। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরি প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইলে এ সকলই বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

४५

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी। आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ६ ॥

'प्राणः हि' 'एषः' परमेश्वरः 'यः' 'सर्वभूतैः' सर्वभूतस्थः 'विभाति'। तं 'विजानन्' 'विद्वान्' 'अतिवादी' ब्रह्म अतीत्य वदितुं शीलमस्येति 'न' भवते भवति। यतः प्राणस्य प्राणं ज्ञात्वा तेन सोऽतिवादी न भवतीत्यर्थः। किन्तु परमात्मन्येव क्रीडा क्रीडनं यस्य सः 'आत्मक्रीडः' परमात्मन्येव रतिः रमणं यस्य सः 'आत्मरतिः' शुभक्रिया विद्यते यस्य सः 'क्रियावान्'। यः एवं नातिवाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् ब्रह्मनिष्ठः सः 'एषः' 'ब्रह्मविदां' सर्वेषां 'वरिष्ठः' प्रधानः ॥ ६ ॥

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্ব ভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥৬॥

সর্ব্ব-স্রষ্টা সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই

থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য্য কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ-রূপে, সকলের আশ্রয়-রূপে, সকলের প্রাণ-রূপে, সর্ব্ব ভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি সেই প্রিয় সুহৃদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া সদাই আনন্দিত থাকেন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্যমনা হইয়া তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পূজনীয়; তাঁহারি আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তিনি তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়; তাহার আন্দোলন করেন, তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন; তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তাঁহাতেই তাঁহার নিত্য আমোদ; অতএব উক্ত হইয়াছে, ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। কিন্তু ইহাঁরদের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রীতি করিয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না; কিন্তু তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। আমারদিগের

মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত কর্ম্ম করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক এবং ততই তাঁহার মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদের কার্য্য, এই আমারদের লক্ষ্য ॥ ৬ ॥

৫৫

बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं
सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति ।
दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च
पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥

'बृहत् च' महत् सर्वव्यापित्वात् 'तत्' प्रकृतं ब्रह्म 'दिव्यं' स्वयम्प्रभं 'अचिन्त्यरूपं' सर्वेन्द्रियाणामगोचरत्वात् 'सूक्ष्मात् च' मनसोऽपि 'तत् सूक्ष्मतरं विभाति'। किञ्च 'दूरात् सुदूरे' वर्त्तते अविदुषामत्यन्तागम्यत्वात् 'तत्' ब्रह्म 'इह' 'अन्तिके च' समीपे च 'पश्यत्सु' चेतनावत्सु 'इह एव' 'निहितं' स्थितं 'गुहायां' आत्मनि ॥ ७ ॥

তিনি মহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য-স্বরূপ, এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান; তিনি এ

খানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন ॥ ৭ ॥

তিনিই বৃহৎ এবং তিনিই মহৎ; তাঁহার নিকটে আর কিছুই বৃহৎ নহে, আর কেহই মহৎ নহেন; সেই দীপ্যমান পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। অতি দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও তিনি দূরে আছেন এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে তিনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি সাক্ষি-স্বরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
नान्यैर्देवैस्तपसा कर्म्मणा वा।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥

'न चक्षुषा गृह्यते' केनचिदप्यरूपत्वात् 'न अपि' 'गृह्यते' 'वाचा' अनभिधेयत्वात् 'न अन्यैः देवैः' इतरेन्द्रियैः न 'तपसा' गृह्यते 'कर्म्मणा वा' न गृह्यते। किं पुनस्तस्य ग्रहणसाधनमित्याह 'ज्ञानप्रसादेन' ज्ञानस्य प्रसादः तेन 'विशुद्धसत्त्वः' विशुद्धान्तः-करणः योग्यो ब्रह्म द्रष्टुं यस्मात् 'ततः तु' तस्मात् 'तम्' ईश्वरं

'निष्कलं सर्व्वावयववर्ज्जितं' पश्यते उपलभते 'ध्यायमानः' चिन्तयन् । ब्रह्मावबोधनसमर्थमपि स्वभावेन सर्व्वमनुष्याणां ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोषकलुषितम् अप्रसन्नम् अशुद्धं सत् नावबोधयति ॥ ८ ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান-যুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন ॥ ৮ ॥

জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগ-যজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নিসেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। জ্ঞান-রূপ পথই তাঁহার পথ ॥ ৮ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ১ ॥

'তম্' 'ঈশ্বরাণাং' প্রভূনাং 'পরমং মহেশ্বরং' 'তং' 'দেবতানাং' জ্ঞানাত্মকানাং 'পরমঞ্চ দৈবতং' 'পতিং' 'পতীনাং' প্রজাপতীনাং 'পরমং' 'পরস্তাৎ' পরতঃ 'বিদাম' 'দেবং' দ্যোতনাত্মকং প্রকাশস্বরূপং 'ভুবনেশং' ভুবনানামীশ্বরম্ 'ঈড্যং' স্তুত্যম্ ॥ ১ ॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই ॥ ১ ॥

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য্য আছে, সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য; যত ঐশ্বর্য্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু; সকলের তিনি মহেশ্বর। তিনি এই পৃথিবীর রাজ্যেশ্বরদিগেরও

ঈশ্বর এবং এই ভূ-লোক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ-লোক-নিবাসী দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব শব্দের বাচ্য; সেই সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং নিয়ন্তা। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার পর আর কেহ নাই। তিনি আমারদিগের সেবনীয়, তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় হয়েন ॥ ১ ॥

৫৫

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

'তস্য' 'কার্য্যং' শরীরং 'করণঞ্চ' চক্ষুরাদি 'বিদ্যতে' 'ন' [illegible] 'অভ্যধিকঃ' 'চ' 'দৃশ্যতে'। [illegible] 'শক্তিঃ' 'বিবিধা' বিবিধা 'এব শ্রূয়তে' অস্য জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া চ 'জ্ঞানবলক্রিয়া চ' 'স্বাভাবিকী' ॥ ২ ॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও

তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না; ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাবসিদ্ধ ॥ ২॥

শরীর এক যন্ত্র বিশেষ, এক কার্য্য বিশেষ; পরমেশ্বরের শরীর-রূপ যন্ত্র নাই; তিনি কোন শরীর-রূপ যন্ত্রের অধীন নহেন, তিনি কাহারও কার্য্যও নহেন। তাঁহারি কার্য্য সমুদায়, তিনি এক-মাত্র-কারণ-স্বরূপ; তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন। তিনি একমাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলের স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্ব-রূপ মহারাজ্যের রাজা, আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইতেছে এবং তাঁহারি নিয়মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল-পর্য্যবেক্ষণ-কারী জ্যোতির্ব্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূ-তত্ত্ব-বেত্তা, কি শারীরিক-নিয়ম-নিরূপক শারীর-বিধান-বেত্তা, কি ভৌতিক-পদার্থ-তত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য অচিন্ত্য-শক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারদের সকলের নিকট হইতেই সর্ব্বত্র তাঁহার মহীয়সী শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির যুক্তি পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া সে রূপ নহে। আমরা যেমন শরীরের মাংসপেশী দ্বারা বল প্রকাশ করি, তাঁহার বল-ক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ আপনারই প্রভাবে সমুদায় জানিতেছেন, এবং কেবল আপনার এক ইচ্ছার বলে স্বীয় মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না এবং স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাঁহার অন্য কোন উপকরণও আবশ্যক করে না। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহা হইতে জ্ঞান-বিশিষ্ট এই অসংখ্য জীব-সকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞান এবং যাঁহা হইতে এই বস্তু-সকল সৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি ॥ ২ ॥

* *

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चि-ज्जनिता न चाधिपः ॥ ३ ॥

'न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके' अतएव 'नच' तस्य 'ईशिता' नियन्ता 'नैव च तस्य लिङ्गं' यद् दृश्यते। 'सः' सर्वस्य 'कारणं' 'करणाधिपाधिपः' करणानामधिपोमनः तस्या-

स्थितः परमेश्वरः 'न च अस्य कश्चित्' 'जनिता' जनयिता 'न च अधिपः' ॥ ३ ॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইহাঁর কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই ॥ ৩ ॥

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম-রহিত, মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

४।१

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ४ ॥

'एषः' 'देवः' द्योतनात्मकः परमेश्वरः। विश्वं जगत् क्रियते अनेनेति 'विश्वकर्मा' महांश्चासौ आत्मा चेति 'महात्मा' सदा सर्वदा 'जनानां हृदये' 'सन्निविष्टः' सम्यक् स्थितः। 'हृदा' हृत्स्थया 'मनीषा' मनसः सङ्कल्पादिरूपस्य ईशे नियन्तृत्वेनेति मनीट् तया विकल्पवर्जितया 'मनसा' मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन 'अभिक्लृप्तः' ज्ञातुं प्रकाशितश्चेतत्। 'ये' 'एतत्' ब्रह्म 'विदुः' जानन्ति 'अमृताः' अमरणधर्माणः 'ते भवन्ति' ॥ ४ ॥

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা ; ইনি লোক-দিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্-রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন॥ ৪ ॥

এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অতএব ইনি বিশ্বকর্ম্মা। ইনি মহাত্মা, ইনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন। ইনি সকল লোকের হৃদয়ে প্রাণের প্রাণ-রূপে সদাই স্থিতি করিতেছেন। ইনি সংশয়-রহিত নির্ম্মল জ্ঞানে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহারা ইহাঁর সহবাস-জনিত ভূমানন্দ নিত্য কাল উপভোগ করেন॥ ৪ ॥

५

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति॥ ५॥

तं 'दुर्दर्शं' दुःखेन दर्शनमस्येति दुर्दर्शः अति-सूक्ष्मत्वात् तं गूढं गहनम् 'अनुप्रविष्टं' विषयविकारैः प्रच्छन्न-मित्येतत् 'गुहाहितं' गुहायाम् आत्मन्याहितं स्थितम्। गह्वरे

स्थाने विषमे अनेकानर्थसङ्कटे तिष्ठतीति 'गह्वरेष्ठं' 'पुराणं' पुरातनम्। 'अध्यात्मयोगाधिगमेन' विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य आत्मनः परमात्मनि समाधानम् अध्यात्मयोगः तस्य अधिगमेन 'मत्वा' 'देवं' द्योतनात्मकं 'धीरः हर्षशोकौ जहाति' ॥ ५ ॥

তিনি দুর্জ্জেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন ; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম-যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জ্জেয়, বিষয়-মোহে হত-চেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না ; তিনি দর্শন-শাস্ত্রই পড়ুন, আর তর্ক-শাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কথনই হয় না, তাঁহার জ্ঞান কদাপি তৃপ্ত হয় না। সত্যের সত্য তাঁহার নিকটে ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। কাষ্ঠেতে যেমন গূঢ়-রূপে অগ্নি আছে, সেই রূপ তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন ; বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নির্ম্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমাদের আত্মাতে

সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তিনি পর্ব্বতের গুহা-গহ্বরে, তিনি হিমবৎ কৈলাস-শিখরে, তিনি বিস্তীর্ণ দাবানলে, তিনি ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গে, তিনি নির্জ্জন, দুর্গম, সঙ্কট স্থানে স্থিতি করেন এবং নিত্য হয়েন। তিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমারদের পুরাতন পিতামহ। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই দুর্জ্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহে। অধ্যাত্ম যোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়; তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিয়া আনন্দ-সাগরে লীন হয় এবং বিষয়-কামনা-জনিত হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়; ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয়, ॥ ৫ ॥

ॐ

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मन-सो ये मनो विदुः। ते निचिक्युर्ब्रह्मपुराणमग्र्यम् ॥ ६ ॥

'प्राणस्य प्राणम्' 'उत' तथा 'चक्षुषः चक्षुः उत श्रोत्रस्य

'श्रोत्रं' 'मनसः' 'मनः' 'ये' 'विदुः' जानन्ति 'ते' 'निचिक्युः' निश्चयेन ज्ञातवन्तः 'ब्रह्म' 'पुराणं' चिरन्तनम् 'अग्र्यं' श्रेष्ठम् ॥ ६ ॥

তাঁহারা নিশ্চয় রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥

যাঁহারা ইহাঁকে সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা ইহাঁকে নিশ্চয় রূপে জানেন ॥ ৬ ॥

७ ॥

एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवम् ।
विरजः पर आकाशादज आत्मा महान् ध्रुवः ॥ ७ ॥

'एकधा एव' एकेनैव प्रकारेण विज्ञानघनैकरसप्रकारेण आकाशवन्निरन्तरेण 'अनुद्रष्टव्यम्' 'एतत्' ब्रह्म । अनेन हि अन्यत् प्रमीयते इदन्तु 'अप्रमेयं' 'ध्रुवं' नित्यं कूटस्थम् । 'विरजः' विगतरजः अधर्मादिमलरहितं 'परः' सूक्ष्मः 'आकाशात्' अपि । 'अजः' न जायते 'आत्मा' 'महान्' महत्तरः सर्वस्मात् 'ध्रुवः' अविनाशी ॥ ७ ॥

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা-রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী॥৭॥

ইনি একমাত্র এবং উপমা-রহিত; এমন কোন বস্তু নাই, যে তাহার সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত এবং আকাশের মধ্যে থাকিয়া তিনি সমস্ত ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছেন॥ ৭ ॥

৫৫

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥ ৮॥

'যস্মাৎ' ঈশ্বরাৎ 'অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ' সংবৎসরাবচ্ছিন্নঃ কালঃ 'অহোভিঃ' স্বাবয়বৈরহোরাত্রৈঃ 'পরিবর্ত্ততে'। 'তৎ' জ্যোতিষাং 'জ্যোতিঃ' 'আয়ুঃ' 'অমৃতং' ব্রহ্ম 'দেবাঃ' 'হি আ উপাসতে'॥ ৮॥

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন॥ ৮॥

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত যে সকল উৎকৃষ্ট জীব আছে, তাঁহারা পরব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে; ইহা আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে॥ ৮ ॥

ॐ

सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः । स न साधुना कर्म्मणा भूयान् नो एवं असाधुना कनीयान् ॥९॥

'सर्वस्य वशी' सर्वमस्य वशे वर्त्तते 'सर्वस्य ईशानः' 'सर्वस्य अधिपतिः' 'सः' य एषो विज्ञानमयः 'न साधुना कर्म्मणा' 'भूयान्' भवति वर्द्धते 'नो एव असाधुना' कर्म्मणा 'कनीयान्' अल्पतरोभवति । सर्वसंसारधर्म्मवर्जितः सः पुरुषः पूर्व्वावस्थातो न हीयते न च वर्द्धते इत्यर्थः ॥ ९ ॥

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অসাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না॥ ৯ ॥

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে

পারে না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন সদসৎ কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এ রূপ উৎকৃষ্ট, যে তদপেক্ষায় তাহা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং এ প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, যে কদাপি তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

१०

एष सर्व्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय ॥ १० ॥

'एषः सर्व्वेश्वरः' 'एषः' 'भूताधिपतिः' भूतानामधिपतिः 'एषः' 'भूतपालः' भूतानां पालयिता रक्षिता 'एषः सेतुः' 'विधरणः' सर्व्वसंसारधर्म्मव्यवस्थाया विधारयिता 'एषां लोकानां' भूरादिलोकानाम् 'असम्भेदाय' असम्भिन्नमर्य्यादायै। लोकाः सर्व्वे सम्भिन्नमर्य्यादाः स्युरतो लोकानामसम्भेदाय सेतुभूतोऽयं परमेश्वरः ॥ १० ॥

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্ব ভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার দৃঢ়-বদ্ধ নিয়মপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর "লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন" ॥ ১০ ॥

५८

अस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरीक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैषसेतुः ॥ ११ ॥

'अस्मिन्' अक्षरे पुरुषे 'द्यौः पृथिवी च अन्तरीक्षम्' 'ओतं' समर्पितं 'मनः सह' 'प्राणैः' करणैः 'च सर्वैः'। 'तम् एव' सर्वाश्रयम् 'एकम्' अद्वितीयं 'जानथ' जानीत 'आत्मानम्' अजम् एवं ब्रह्म 'अन्याः वाचः' 'विमुञ्चथ' विमुञ्चत परित्यजत। यतः 'अमृतस्य' अमृतत्वस्य मोक्षप्राप्तये 'एषः सेतुः' संसारमहोदधेरुत्तरणहेतुत्वात् ॥ ११ ॥

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত-লাভের সেতু ॥ ১১ ॥

ইনি সকলেরি রক্ষক এবং সকলেরি আশ্রয়। ইহাঁকে জান এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য্য করিবে না, সম্যক্ রূপে ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে; তবে পাপ, তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে, ইনি অমৃতের সেতু-স্বরূপ ॥ ১১ ॥

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ॥ १२ ॥

एषपरमात्मा 'न जायते' नोत्पद्यते 'म्रियते वा' न म्रियते 'विपश्चित' मेधावी सर्वज्ञः अपरिलुप्तचैतन्यस्वभावत्वात् किञ्च 'न' 'अयम्' आत्मा 'कुतश्चित' कारणान्तरात् बभूव 'न' अपि एषआत्मा 'बभूव कश्चित्' अर्थान्तरभूतः ॥ १२ ॥

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই ॥ ১২ ॥

জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা

রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই এবং জীবও হন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক ॥ ১২ ॥

ওঁ

यदर्च्चिमद्यदणुभ्योऽणु यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च। तदेतत् सत्यं तदमृतं तत् वेद्धव्यं सौम्य विद्धि ॥ १२ ॥

'यत्' ब्रह्म 'अर्च्चिमत्' दीप्तिमत् 'यत् अणुभ्यः अणु' यस्मिन्' 'लोकाः' भूरादयः 'निहिताः' स्थिताः 'लोकिनः च' लोकनिवासिनो मनुष्यादयः। 'तत् एतत्' सर्वाश्रयं 'सत्यं' 'तत्' 'अमृतम्' अविनाशि 'तत् वेद्धव्यं' मनसा ताड़यितव्यं तस्मिन् मनःसमाधानं कर्त्तव्यमित्यर्थः। यस्मादेवं तस्मात् हे 'सौम्य' 'विद्धि' तस्मिन् मनः समाधत्स्व ॥ १२ ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী জীব-সকল

স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়! তোমার আত্মাকে সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না, তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীন-ভাবে মুহ্যমান হইও না; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাও, একাগ্র-চিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর, এবং অধ্যাত্ম-যোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর ॥ ১৩ ॥

ॐ

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥ १४ ॥

'प्रणवः' ओंकारः 'धनुः' 'शरः हि' 'आत्मा' जीवात्मा 'ब्रह्म तल्लक्ष्यम् उच्यते'। 'अप्रमत्तेन' प्रमादवर्ज्जितेन जितेन्द्रियेण एकाग्रचित्तेन तल्लक्ष्यं ब्रह्म 'वेद्धव्यं' ततस्तद्वेधनादूर्द्ध्वं 'शरवत् तन्मयः भवेत्' यथा शरो लक्ष्यमयो भवति तथा तस्य साधकस्य आत्मा ब्रह्ममयो भवेत् ॥ १४ ॥

প্রণব ধনুঃ-স্বরূপ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব

ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা-রূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত হইবেক ॥ ১৪ ॥

ওঁকারকে প্রণব বলে। ওঁকারের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা; ইহা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ। জীবাত্মাকে শর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া এবং ওঁকার শব্দকে ধনুঃস্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান হইয়াছে যে, যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপ করিবার নিমিত্তে তৎপ্রতিপাদক শব্দ আশু উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন, যে যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেই রূপ সমুদায় জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

१०

समे शुचौ शर्करावह्निवालुका-

विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः ।

मनोऽनुकूले न तु चक्षु-पीड़ने
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥

'समे' निम्नोन्नतरहिते देशे 'शुचौ' शुद्धे 'शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते' शर्कराः क्षुद्रोपलाः वह्निवालुकाः तप्तवालुकाः ताभ्योविवर्जिते 'शब्दजलाश्रयादिभिः' विहङ्गादीनां शब्दः जलम् आश्रयोमण्डपम् इत्यादिभिः 'मनोऽनुकूले' मनोरमे स्थाने 'न तु' 'चक्षुपीड़ने' चक्षुःपीड़ने प्रतिवाद्यनभिमुखे 'गुहानिवाताश्रयणे' गुहायामेकान्ते निवाते प्रचण्डवायुवर्जिते आश्रयणे आश्रये 'प्रयोजयेत्' प्रयुञ्जीत चित्तं परमे ब्रह्मणि ॥ १५ ॥

কঙ্করশূন্য, তপ্ত-বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুন্দর বায়ু-সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক ॥ ১৫ ॥

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয়, এবং পবিত্র পুরুষেতে অনায়াসে আত্মার সংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত, অশুচি স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মে এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভিনিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল,

পবিত্র, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, যেখানে উত্তম জল, যেখানে বায়ুর উপদ্রব নাই, যেখানে বিহঙ্গমদিগের সুশ্রব্য শব্দ শ্রুত হয়, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়ার কোন বিষয় নাই, সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন্ স্থানে অধিক মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এই রূপ পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করা ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত। যে স্থানে মন প্রশস্ত, পবিত্র ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্ত্তব্য; কারণ, মন উদ্বিগ্ন ও উত্ত্যক্ত ও মলিন হইলে পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয় না॥ ১৫ ॥

१६

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य। ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ १६ ॥

त्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन् शरीरे तत् 'त्रिरुन्नतं' 'शरीरं' 'समं' 'स्थाप्य' संस्थाप्य 'हृदि' 'इन्द्रियाणि' चक्षुरादीनि 'मनसा' 'संनिवेश्य' संनियम्य 'ब्रह्मोडुपेन' ब्रह्मैव उडुपं तरणसाधनं तेन 'प्रतरेत' अतिक्रामेत् 'विद्वान्' 'स्रोतांसि सर्वाणि' संसारस्रोतांसि 'भयावहानि' ॥ १६ ॥

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করত সম-ভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি-

ইন্দ্রিয়-সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সংসারার্ণ-বের ভয়াবহ স্রোত-সকলকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবেক॥ ১৬॥

পূর্ব্বে যে রূপ উপাসনার উপযুক্ত স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই রূপ উপাসনা-কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে। বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শরীর ও মনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; অতএব উপাসনা-কালে এই প্রকারে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও তাবৎ মনোবৃত্তিকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক—তাহার-দিগকে নানাপ্রকার বাহ্য-বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে না দিয়া মনের সহিত আত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করিবেক এবং হৃদয়ের প্রীতি তাঁহাতে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেক॥ ১৬॥

अष्टमोऽध्यायः।

१॥

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखोविश्वतोबाहुरुत विश्व-तस्पात्। संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देवएकः॥ १॥

सर्वत्र चक्षूंषि विद्यन्ते अस्येति 'विश्वतश्चक्षुः' 'उत' तथा सर्वत्र मुखानि विद्यन्ते अस्येति 'विश्वतोमुखः' सर्वत्र बाहवो-विद्यन्ते अस्येति 'विश्वतोबाहुः' 'उत' सर्वत्र पादा विद्यन्ते अस्येति 'विश्वतस्पात्'। सः परमेश्वरः 'बाहुभ्यां' 'सं धमति' संधमति संयोजयति मनुष्यान् 'पतत्रैः' पतनैः संधमति पक्षिणः 'द्यावाभूमी' द्यावापृथिवी 'जनयन्' सृष्टवान् 'देव एकः' ॥ १ ॥

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্ব্বাহ্য তিনি সমান-রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; তামসী নিশার ঘোর অন্ধকারও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ; পাপীরা তাঁহার রুদ্র মুখ দেখিতে পায়, পুণ্যাত্মারা তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু, এই বিশ্ব সংসারে সকল কার্য্যেতে তাঁহারই বল ও তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি

সর্ব্বত্রই পূর্ণ-রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহ ও সুখ সাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১ ॥

३५

सर्वतः पाणिपादन्तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ २ ॥

सर्वतः पाणयः पादाश्च यस्य 'तत्' 'सर्वतः पाणिपादं' सर्वतोऽक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत् 'सर्वतोऽक्षि-शिरोमुखं' 'सर्वतः' श्रुतिः श्रवणमस्येति 'श्रुतिमत्' 'लोके' प्राणिनिकाये 'सर्वमावृत्य' संव्याप्य 'तिष्ठति' ॥ २ ॥

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্ব্বলোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া, হে মানবসকল! শুভ কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হও এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর ॥ ২ ॥

৫৫

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।

সর্ব্বব্যাপী সভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ ৩॥

সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি 'সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ' সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং হৃদয়ে শেতে ইতি 'সর্ব্ব-ভূতগুহাশয়ঃ' 'সর্ব্বব্যাপী' চ 'সঃ' 'ভগবান্' ঈশ্বরঃ যস্মাদেবং 'তস্মাৎ' 'সর্ব্বগতঃ' 'শিবঃ' মঙ্গলঃ॥ ৩॥

এই নানা-শিরো-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। সেই ঈশ্বর সর্ব্ব-ব্যাপী, সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন॥ ৩॥

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল-উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে, সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের জ্ঞান-দাতা, সুখ-দাতা, মুক্তিদাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গ-লের নিদানভূত॥ ৩॥

৫০

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৪ ॥

'অপাণিপাদঃ' 'জবনঃ' দূরগামী 'গ্রহীতা' যদুপাদেয়ং তস্য। 'পশ্যতি' সর্ব্বম্ 'অচক্ষুঃ' অপি সন্ 'সঃ শৃণোতি অকর্ণঃ' অপি। 'সঃ বেত্তি বেদ্যম্' অমনস্কোঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ 'ন চ তস্য অস্তি বেত্তা' 'তম্ আহুঃ' 'অগ্র্যং' প্রথমং সর্ব্বকারণত্বাৎ 'পুরুষং' পূর্ণং 'মহান্তম্' ॥ ৪ ॥

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন; এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত পদাদি কোন অবয়ব

নাই ; অথচ হস্ত পদাদির কার্য্য তাঁহার অচিন্ত্য ঐশী শক্তি দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতেছে॥ ৪ ॥

৫৮

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ ৫ ॥

'যঃ এষঃ' পুরুষঃ 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি কথং 'কামং কামং' তত্তমভিপ্রেতম্ অন্নপানাদ্যর্থং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি 'তৎ এব' অমৃতম্ অবিনাশি 'উচ্যতে' কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাৎ তস্য। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন' 'অত্যেতি' অতিবর্ত্ততে 'কশ্চন' কশ্চিদপি ॥ ৫ ॥

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন ;

তাঁহাতেই লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্ব্ব ক্ষণই জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থ-সকল বিধান করিতে থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধনার্থে শ্রম হইতে বিরত হই, তখন তিনি বিরত হন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিত-সাধন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো-

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৬ ॥

'অণোঃ' সূক্ষ্মাদপি 'অণীয়ান্' অণুতরঃ 'মহতঃ' 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ। স চ 'আত্মা' পরমেশ্বরঃ অস্য 'জন্তোঃ', প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদয়ে 'নিহিতঃ' স্থিতঃ। তম্' 'ঈশম্' 'অক্রতুং' বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতম্ অস্য চ 'মহিমানং' 'পশ্যতি' যঃ সঃ 'বীতশোকঃ' 'ধাতুঃ' ঈশ্বরস্য 'প্রসাদাত্'। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে তদ্যাথাত্ম্যজ্ঞানমুপপদ্যতে ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; এবং মহৎ হই-

তেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত-শোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ-বর্জ্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন ॥ ৬ ॥

আমারদের আত্মা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম এবং অসীম আকাশ হইতেও তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না, তিনি আমারদের হৃদয় মন আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগাভিলাষ-বর্জিত, নিত্য পরিতৃপ্ত আনন্দময়; যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়, তাহার আর শোক থাকে না; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না ॥ ৬ ॥

১০

एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा
एकं रूपं बहुधा यः करोति।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ ৭ ॥

सहि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतन्त्रः 'एकः' 'वशी' सर्वं ह्यस्य जगत् वशे वर्त्तते 'सर्वभूतान्तरात्मा' सर्वेषां भू-तानामन्तरात्मा 'एकं रूपं' 'बहुधा' बहुप्रकारं 'यः करोति' आत्मसत्तामात्रेण अचिन्त्यशक्तित्वात्। 'तम्' 'आत्मस्थं'

স্বকীয়ে আত্মনি স্থিতং 'যে' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'অনুপশ্যন্তি' সাক্ষাদনুভবন্তি 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখম্' আনন্দলক্ষণং ভবতি 'ন ইতরেষাম্' অনেবংবিধানাম্ ॥ ৩ ॥

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি আমারদের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি নিত্য স্বকীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন; আপনি অন্য কোন বস্তু হন নাই। এই এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ করিয়াছেন; তাঁহার যে রূপ বিষয়াতীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

ওঁ

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বি-

दधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ ८ ॥

'नित्यः अनित्यानां' 'चेतनः' 'चेतनानां' चेतयिता सर्वजन्तूनाम् । किञ्च सर्वेश्वरः सर्वज्ञः 'एकः' सन् 'बहूनां कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं 'कामान्' 'यः' अनायासेन 'विदधाति' ददाति । 'तम्' 'आत्मस्थं' 'ये अनुपश्यन्ति' 'धीराः' 'तेषां शान्तिः' 'शाश्वती' नित्या 'न इतरेषाम्' ॥ ८ ॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের কেবল এক মাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৮ ॥

এই জগতের সমুদায় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি একমাত্র নিত্য। তিনি জীব-সকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন; তিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনা-সকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী-লোকেতেই তাঁহার কত প্রজা এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই সকলের প্রয়োজন যথা-উপযুক্ত-রূপে

একাকী বিধান করিতেছেন; তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। যাঁহারা এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরম দেবতাকে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন; তাঁহারদিগের তৃপ্তি-সরোবর কদাপি শুষ্ক হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে, তাঁহারদের নিত্য শান্তি লাভ হয়॥ ৮॥

ওঁ

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम्॥ ९॥

'यदा सर्वे' 'प्रभिद्यन्ते' भेदमुपयान्ति विनश्यन्ति 'हृदयस्य' मनसः 'इह' जीवित एव 'ग्रन्थयः' ग्रन्थिवद्दृढबन्धनरूपाः अज्ञानप्रत्ययाः। 'अथ मर्त्यः अमृतः भवति' 'एतावत्' एतावन्मात्रम् 'अनुशासनम्' अनुशिष्टिरुपदेशः॥ ९॥

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে॥ ৯॥

অজ্ঞান ও মোহজাল আমারদের হৃদয়-গ্রন্থি। পাপাসক্তি ও কুসংস্কার-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি-সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই সকল দুশ্ছেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে; তখনই জানিবে যে, যে প্রকৃষ্ট পথ

অবলম্বন করিলে তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছি—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ ॥ ৯ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

'দ্বা' দ্বৌ 'সুপর্ণা' সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ পক্ষিণৌ 'সযুজা' সযুজৌ সহৈব সর্বদা যুক্তৌ 'সখায়া' সখায়ৌ আত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞপরমেশ্বরৌ 'সমানম্' অবিশেষম্ অধিষ্ঠানতয়া একং 'বৃক্ষম্' উচ্ছেদসামান্যাৎ শরীরং 'পরিষস্বজাতে' পরিষ্বক্তবন্তৌ। 'তয়োঃ' বৃক্ষং পরিষ্বক্তয়োঃ 'অন্যঃ' একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ 'পিপ্পলং' কর্মনিষ্পন্নং ফলং 'স্বাদু' যথা ভবতি তথা 'অত্তি' ভক্ষয়তি উপভুঙ্ক্তে। 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'অন্যঃ' ইতরঃ ঈশ্বরঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্বজ্ঞঃ ভোজ্যভোক্ত্রোঃ প্রেরয়িতা 'অভিচাকশীতি' পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥ ১ ॥

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা ; তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন ॥ ১ ॥

দুই সুন্দর পক্ষী, জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। জীবাত্মা তাঁহার অন্তরতম পরমাত্মার সহিত সর্ব্বদাই একত্র যুক্ত আছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই; তাঁহারা উভয়েই এই শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। পরমাত্মা জীবাত্মাতে সাক্ষিরূপে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে কর্ম্ম-ফল প্রদান করিতেছেন, জীবাত্মা তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা প্রেমদান করিয়া জীবাত্মাকে পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা নিয়ন্তা, জীবাত্মা তাঁহার অধীন ; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা ভোক্তা ; পরমাত্মা আমারদের একমাত্র সহায়, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ বিষয়-সুখ, আত্মপ্রসাদ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি। জীবাত্মা এই শরীর-রূপ নীড়ে থাকিয়া অখিল-মাতার ক্রোড়ে পুষ্ট হইতেছে, উপযুক্ত হইলে এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া এবং তাঁহার অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত নিত্য কাল সঞ্চরণ করিবে ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন প্রীতি পূর্ব্বক সর্ব্ব-সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে না, পরমানন্দ উদ্ভব হয়॥ ২॥

ওঁ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৩॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'পশ্যঃ' পশ্যতি যঃ স বিদ্বান্ সাধকঃ 'পশ্যতে' পশ্যতি 'রুক্মবর্ণং' রুক্মস্যেব জ্যোতিরস্য স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বভাবং নিত্যচৈতন্যস্বরূপং 'কর্ত্তারং' 'সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশং' 'পুরুষং' 'ব্রহ্মযোনিং' ব্রহ্ম চ তদ্যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিঃ তম্। 'তদা' সঃ 'বিদ্বান্' 'পুণ্যপাপে' 'বিধূয়' নিরস্য 'নিরঞ্জনঃ' নির্লেপঃ বিগতক্লেশঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'সাম্যং' সমতাম্ 'উপৈতি' প্রপদ্যতে। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিনম্ 'আত্মানম্' ঈশ্বরং 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'॥ ৩॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা

ও নিয়ন্তা এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন; ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক স্বীয় জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং পুণ্যের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কর্ম্ম করেন না। তিনি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। যখন প্রভু হৃদয়ে আসীন হন, তখন মনোবৃত্তি-সকল সংযত হয়, তখন চিত্ত সাম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া আর দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া শোক করেন না॥ ৩ ॥

ওঁ

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीर-मलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते ॥ ४ ॥

'परम् एव अक्षरं' सत्यं पुरुषाख्यं 'प्रतिपद्यते' प्राप्नोति [illegible] 'तत्' 'अच्छायं' तमोवर्जितम् 'अशरीरं'

सर्व्वोपाधिवर्जितम् 'अलोहितं' लोहितादिगुणवर्जितं 'शुभ्रं' शुद्धम्
'अक्षरं' ब्रह्म 'वेदयते' विजानाति ॥ ४ ॥

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণ রহিত, পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই অক্ষয় পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

अदृष्टमव्यवहार्य्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमे-
कात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतम् ॥ ५ ॥

यत् अदृष्टम् अत एव अव्यवहार्य्यम् 'अग्राह्यं' कर्म्मे-
न्द्रियैः 'अलक्षणम्' अलिङ्गम् 'अचिन्त्यम्' 'अव्यपदेश्यं' शब्दैः।
एकः आत्माहं ब्रह्मास्मीति आत्मनः प्रत्ययः सारं प्रमाणं
यस्याधिगमे तत् 'एकात्मप्रत्ययसारं' प्रपञ्चस्य संसारस्य उपशमः
उपरतिः निवृत्तिः यत्र तत् 'प्रपञ्चोपशमं' सर्व्वसंसारधर्म्मातीतं 'शान्तं'
'शिवम्' 'अद्वैतम्' ब्रह्म ॥ ५ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য

এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদয় সংসার-ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়॥ ৫ ॥

সেই অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্ম্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন এবং এক আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু। যখন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে। যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না, তথাপি সে সহজ জ্ঞানকে অতিমাত্র পোষণ করে। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎ-কার্য্যের অন্তর্ব্বাহ্যের আলোচনা

দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন না। বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইলে সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য আমরা বিশেষ-রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

সংসার যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইতেছে, তিনি সমুদায় সংসার-ধর্ম্মের অতীত। তাঁহার রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয় ॥ ৫ ॥

तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्व्वस्मात् अन्तरतरं यदयमात्मा ॥ ६ ॥

'तत् एतत्' ब्रह्म अन्तरं 'प्रेयः' प्रियतरं 'पुत्रात्' तथा 'प्रेयः वित्तात्' हिरण्यरत्नादेः तथा 'प्रेयः अन्यस्मात्' यत् यत् लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धं तस्मात् 'सर्व्वस्मात्' अन्तरतरात् 'अन्तरतरं' 'यत् अयं आत्मा' यदेतत् ब्रह्म। यो हि लोके निरतिशयः प्रियः सर्व्वयत्नेन लब्धव्यो भवति तदेतत् ब्रह्म सर्व्वलौकिकप्रियेभ्यः प्रियतमं तस्मात् तल्लाभे महान् यत्नआस्थेयः ॥ ६ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র

হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয় ॥ ৬ ॥

তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমারদের আর কেহ নাই ॥ ৬ ॥

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়ান্ প্রিয়ং রোৎ-স্যতীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ ॥ ৩ ॥

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ ব্রহ্মপ্রিয়বাদী 'আত্মনঃ' ব্রহ্মণঃ সকা-শাৎ 'অন্যং' পুত্রাদিকং 'প্রিয়ং ব্রুবাণং' 'ব্রূয়াৎ' কিং ব্রূয়াৎ তবাভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং 'প্রিয়ং' 'রোৎস্যতি' আবরণং প্রাণ-সংরোধনং প্রাপ্স্যতি বিনঙ্ক্ষ্যতি 'ইতি'। সঃ 'ঈশ্বরঃ' সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোঽসাবেবং বক্তুং 'হ'। 'তথা' এব স্যাৎ যত্তেনোক্তং প্রাণ-সংরোধনং তৎ প্রাপ্স্যতি ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে; তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয় ॥ ৭ ॥

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্য বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহ কালে কি পর কালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা দুঃখ পায়। সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর, তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সকলকেই প্রীতি করিতে হয় এবং এই জগৎসংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে ॥ ৭ ॥

৮।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৮ ॥

উজ্ঝিত্বা অন্যৎ প্রিয়ম্ 'আত্মানম্ এব' ব্রহ্মৈব 'প্রিয়ম্ উপাসীত'। 'সঃ যঃ' 'আত্মানম্ এব' ব্রহ্মৈব 'প্রিয়ম্ উপাস্তে' 'ন হ অস্য প্রিয়ং' 'প্রমায়ুকং' প্রমরণশীলং ভবতি ॥ ৮ ॥

পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না ॥ ৮ ॥

যিনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন-পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবেক। অবিনশ্বর পরমেশ্বর যাঁহার প্রিয়, তাঁহার প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ৮ ॥

৩২

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥ ৯ ॥

প্রীতিমাত্মন্যেব মত্বা তস্মাৎ 'আত্মা বৈ অরে' 'দ্রষ্টব্যঃ' দর্শনার্হঃ জগদ্রূপকার্য্যদ্বারেণ 'শ্রোতব্যঃ' আচার্য্যতঃ 'মন্তব্যঃ' তর্কতঃ ততঃ 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই বিশ্ব-কার্য্যে তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক ও সকলের প্রাণ-রূপে তাঁহাকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিবেক এবং আচার্য্যের নিকটে তাঁহার

মহিমা প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য-সকল অতি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। জগতে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া এবং আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করিবেক, এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করিবেক ॥ ৯ ॥

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा ॥ १० ॥

'सः वै अयम् आत्मा' 'सर्वेषां भूतानाम् अधिपतिः' 'सर्वेषां भूतानां राजा' ॥ १० ॥

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্ব্ব ভূতের রাজা ॥ ১০ ॥

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিতেছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার চিরকাল বিধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः । एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे

देवाः सर्व्वे लोकाः प्राणाः सर्व्व एत आत्मानः सम-र्पिताः ॥ ११ ॥

'तद् यथा रथनाभौ च रथनेमौ च अराः सर्व्वे समर्पिताः' । 'एवम् एव अस्मिन् आत्मनि' जलादिविक्रियावर्त्तिनि 'सर्व्वाणि भूतानि सर्व्वे देवाः सर्व्वे लोकाः सर्व्वे प्राणाः' 'सर्व्वे एते आत्मानः' प्रतिशरीरमनुप्रविष्टा जीवाः 'समर्पिताः' ॥ ११ ॥

যেমন রথ-চক্রের নাভি-দেশে ও নেমিদেশে সমুদায় অর সমর্পিত থাকে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভূত-সকল, লোকান্তরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম-জীবি জীবসকল, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পৃথিব্যাদি লোকসকল, প্রাণীদিগের প্রাণন-ক্রিয়া-সকল, এবং অসংখ্যলোক-স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা-সকল, এই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

युञ्जे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिः । अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्त्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ १२ ॥

युजे अहं समादधे 'वां' वः युष्माकं कारणभूतं 'ब्रह्म' अस्माकमपि 'पूर्व्यं' चिरन्तनं 'नमोभिः'। हे 'अनादिमत्' आद्यन्तशून्य परमात्मन् 'त्वं' 'विभुत्वेन' व्यापकत्वेन 'वर्त्तसे' 'यतः' त्वत्तः 'जातानि भुवनानि' 'विश्वा' विश्वानि ॥ १२ ॥

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মবাদী আচার্য্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর ॥ ১২ ॥

४

इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः।
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१३॥

'अथ' 'इह एव सन्तः' अहो वयं कृतार्थाः 'तत्' ब्रह्म 'विद्मः' विजानीमः। 'तत्' 'न चेत्' वेदितवन्तो वयं ततोऽहम् अवेदिः स्याम्। वेदनं वेदः वेदोऽस्यास्तीति वेदी। वेद्येव वेदिः न वेदिः अवेदिः। यद्यवेदिः स्यां कोदोषः स्यात्?

[illegible]

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়॥ ১৩॥

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু সেই সত্যজ্ঞান-জ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে এবং হৃদয় তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিয়া পাপ-তাপ হইতে পরিত্রাণ পাই-তেছে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এ প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া এই সকল দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে জানিতে না পারিতাম, ও তাঁহার সহিত অকাট্য নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি-প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম! লোকের

নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া আর কোথায় শীতল হইতাম! পাপ-তাপ হইতে, মৃত্যুভয় হইতে আমারদিগকে আর কে পরিত্রাণ করিত! ॥ ১৩ ॥

৮৫

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्। य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४ ॥

'ततः' कार्य्यात् उत्तरं कारणं तस्मादपि 'उत्तरतरं' कारणस्य कारणं 'यत्' ब्रह्म 'तत्' 'अरूपं' रूपरहितम् 'अनामयं' रोगशोकरहितम्। 'ये एतत् विदुः' 'अमृताः' [illegible] अमरणधर्माणः 'ते' भवन्ति 'अथ इतरे' [illegible] 'दुःखम् एव' अपियन्ति ॥ १४ ॥

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১৪ ॥

এই সংসারে যে সকল কারণ হইতে যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল কারণের কারণ পরব্রহ্ম। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত ইহাঁর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক-দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥ ১৬॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাঃ আভাসন্তে প্রকাশ্যন্তে যেন তদাত্মা সন্ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' স্বয়ন্তু 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং' সর্ব্বকরণরহিতম্। 'সর্ব্বস্য' জগতঃ 'প্রভুম্ ঈশানং' 'সর্ব্বস্য' 'শরণং' রক্ষিতৃ 'সুহৃৎ' মিত্রম্॥ ১৬॥

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ॥ ১৬॥

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান, সুখ ও সামর্থ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে আমারদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগী বিবিধ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষু যে বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গ-রব, সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা রস-মিলিত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ-প্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদগ্রহ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষ-প্রকার সুগন্ধ পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপী স্পর্শেন্দ্রিয় যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত-

হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখ-সরোবর পূর্ণ করিতেছে; সকল-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের একমাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদীয় বিষয় সমুদায়-কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্তদ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তিনি আমার-দিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছি। তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আমরা মনের ভাব-সকল প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ-ভাণ্ডারের এক এক দ্বার-স্বরূপ করিয়াছেন। আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণ তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণ-বারি বিনির্গত করিতেছে, তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়-সকল সৃজন করিয়াছেন এবং তাঁহার অধিষ্ঠানেই এই ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই; তিনি চক্ষু-কর্ণ-বিহীন হইয়াও সমুদায় দেখিতেছেন ও সকল শুনিতেছেন এবং পাণি-পাদ ব্যতীতও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ॥ ১৬॥

ॐ

महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्त्तकः।

सुनिर्म्मलामिमां शान्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः॥ १७॥

'महान्' 'प्रभुः' समर्थः जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारे 'वै' 'पुरुषः'। 'एषः' 'ईशानः' 'ज्योतिः' परिशुद्धविज्ञानप्रकाशः 'अव्ययः' अविनाशी 'सत्त्वस्य' धर्मस्य 'प्रवर्त्तकः' प्रेरयिता। किमुद्दिश्य 'इमां' 'सुनिर्मलां' 'शान्तिम्' उद्दिश्य॥ १७॥

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞান-জ্যোতিঃ-স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন॥ ১৭॥

এই মঙ্গলময় মহান্ পুরুষ আমারদিগকে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ দিয়া পশুদিগের ন্যায় সংসারে বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু অমূল্য ধর্ম্ম দিয়া আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখ হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট আত্ম-প্রসাদের উদ্দেশে, আমারদের সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে, স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। তিনি আমারদের আত্মাতে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বল নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে ধর্ম্ম-বলে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছি॥ ১৭॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

৫০

ओमिति ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवाबलिमाहरन्ति ।

मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवाउपासते ॥ १ ॥

'ओम् इति ब्रह्म' ओङ्कारो हि ब्रह्मप्रतिबुद्धेरारोहणाया-लम्बनम् । 'अस्मै' ब्रह्मणे 'सर्वे' 'देवाः' 'बलिं' पूजाम् 'आह-रन्ति' । 'मध्ये' 'वामनं' सम्भजनीयं सर्वैः 'आसीनं' 'विश्वे' सर्वे 'देवाः उपासते' ॥ १ ॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্য-স্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

জগতের এই অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরো বাচ্য। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা; তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি,

তবে আমারদেরো কর্ত্তব্য যে, দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-বৃত্তি উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি ॥১॥

५२

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। ओंकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्च ॥ २ ॥

'ओम् इति एवम्' ओङ्कारालम्बनाः सन्तः 'ध्यायथ' चिन्तयत 'आत्मानं' ज्ञानस्वरूपं परं ब्रह्म 'स्वस्ति' निर्विघ्नमस्तु 'वः' युष्माकं 'पाराय' परकूलाय 'तमसः' अज्ञानतमसः 'परस्तात्' ब्रह्मस्वरूपावगमनाय इत्यर्थः। 'ओङ्कारेण एव' 'आयतनेन' साधनेन 'अन्वेति' प्राप्नोति 'विद्वान्' 'यत् तत् शान्तम्' 'अजरं' जरावर्जितम् 'अमृतं' मृत्युवर्जितम् 'अभयं' 'परं' निरतिशयं 'च' ब्रह्म ओङ्कारालम्बम्। २।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনার দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর; তবে নিশ্চয় তোমরা সংসারের অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবে এবং শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

६१

तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात् ॥ २ ॥

'तत् सवितुः' तस्य सवितुः जगत्प्रसवितुः प्रेरकस्य सर्व-प्राणिनाम् विज्ञानानन्दस्वभावस्य अन्तर्यामिनो ब्रह्मणः 'देवस्य' द्योतनात्मकस्य परमेश्वरस्य 'वरेण्यं' वरणीयं 'भर्गः' सर्वपापानां भर्जनसमर्थं तेजः ज्ञानं शक्तिञ्च 'धीमहि' ध्यायेम वयम्। 'धियः' बुद्धिवृत्तीः 'यः' सविता 'नः' अस्माकं 'प्रचोदयात्' प्रेरयति सत्कर्मानुष्ठानाय । २ ।

সেই জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতামাতার ন্যায় এই বিশ্ব পালন করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও মহতী শক্তি বিশ্ব-নিবাসী অসংখ্য জীবের কল্যাণ-সাধনার্থেই তৎপর রহিয়াছে।

তিনি আমারদিগের ধর্ম্ম-পথে সহায়ার্থে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সাধনাতে আমরা সকল প্রকার পাপ তাপ হইতে নিস্তার পাই ॥ ৩ ॥

ॐ

माहं ब्रह्म निराकुर्य्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु ॥ ४ ॥

'अहं ब्रह्म' 'मा' 'निराकुर्य्यां' न त्यजेयं 'मा' माम् उपासकं 'ब्रह्म' 'मा' 'निराकरोत्' नात्यजत्। मत्कर्त्तृकं ब्रह्मणः 'अनिराकरणम्' अतिरस्कारणम् 'अस्तु' ॥ ४ ॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন ॥ ৪ ॥

করুণাময় বিশ্ব-পিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাঁহার কৃপা-বারি প্রাপ্ত হইতেছি এবং প্রত্যেক বারের নিঃশ্বাস-ক্রিয়াতেই তাহাঁর করুণা-সমীরণ সেবন করিতেছি। তিনি আমারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই এবং কোন কালে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না; তিনি আমারদিগকে নিয়ত প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাহাঁকে বিস্মৃত না হই, যেন কৃতজ্ঞ হইয়া নিয়ত

তাহাঁর প্রীর্তি-সুধা পান করি ও তাহাঁর করুণাদত্ত অনুজ্ঞা-সকল সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রবৃত্ত থাকি ॥ ৪ ॥

৫৪

तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथाः ॥ ५ ॥

'तं' 'वेद्यं' वेदनीयं पूर्णत्वात् 'पुरुषं' परं ब्रह्म 'वेद' 'यथा' 'वः' युष्मान् 'मृत्युः मा'-'परिव्यथाः' न परिव्यथयतु। न चेत् विज्ञायते पुरुषो मृत्युनिमित्तां व्यथामापन्नाः दुःखिनः एव यूयं स्थः अतस्तन्मा भूद् युष्माकमित्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

তোমাদের মৃত্যু-পীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান ॥ ৫ ॥

সেই অমৃত পুরুষকে জান এবং তাহাঁকে সকল হইতে, আপনা হইতেও অধিক প্রীতি কর, তবে তোমারদের মৃত্যু-পীড়ার অবসান হইবে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত যাঁহার নিত্য সহবাস হইয়াছে; তিনি এখানে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন এবং মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান, তাহাঁর নিকটে শূন্য পূর্ণ হয়, বিপদ্ মঙ্গলের আধার হয় এবং মৃত্যু, অমৃতের সোপান হয় ॥ ৫ ॥

६ ।

योदेवोऽग्नौ योऽप्सु योविश्वं भुवनमाविवेश ।

यओषधीषु योवनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥ ६ ॥

'यः देवः अग्नौ यः अप्सु' 'यः' 'विश्वं भुवनं' स्वेन रचितं संसारम् 'आविवेश' प्रविष्टवान् । 'यः' 'ओषधीषु' ओषधिषु 'यः वनस्पतिषु' 'तस्मै' 'देवाय' परमेश्वराय 'नमः नमः' द्विर्वचनमादरार्थम् । ६ ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে ; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, ও অসীম সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন ; যাঁহার করুণা নিদাঘকালের তৃপ্তি-কর বারি-ধারাতে ও প্রাণদ ওষধি বনস্পতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; যিনি ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষে, সকল স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন ; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্' 'অব্যয়ং' ন ব্যেতি ন ক্ষীয়তে 'তথা অরসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানাদিকারণমস্য তদিদম্ 'অনাদি' তথা অবিদ্যমানোঽন্তোঽস্য তৎ 'অনন্তং' মহতঃ মহৎ [illegible] অপি 'পরং' মহত্ নিরতিশয়ত্বাত্ 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং 'নিচায্য' অবগম্য 'তম্' এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং 'মৃত্যুমুখাত্' মৃত্যুগোচরাত 'প্রমুচ্যতে' বিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টির অতীত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কদাপি শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য ও মহান্। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যু-মুখ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ধামে উন্নত হইতে থাকে ॥ ১ ॥

ওঁ

एष सर्व्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।
दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥२॥

'सर्व्वेषु' 'भूतेषु' 'एषः' 'गूढोत्मा' गूढः आत्मा प्रच्छन्नः सन्नात्मा 'न प्रकाशते' कस्यचिदविषयत्वात् । 'दृश्यते तु' संस्कृतया 'बुद्ध्या' 'अग्र्यया' अग्रमिव अग्र्या तया एकाग्रतयोपेतया 'सूक्ष्मया' सूक्ष्मवस्तुनिरूपणपरया कैः सूक्ष्म-दर्शिभिः सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं येषां तैः पण्डितैः ॥ २ ॥

এই পরমাত্মা সর্ব্ব ভূতেতে গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্ম-দর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥

পরমাত্মা সকলের শক্তির শক্তিতে, সকলের প্রাণের প্রাণেতে, সকলের আত্মার আত্মাতে, গূঢ়-রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন; বিষয়-

মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা একনিষ্ঠ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞানালোকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैष आत्मा वृणुते तनूं स्वाम् ॥ ३ ॥

'न अयम् आत्मा' परमात्मा 'प्रवचनेन' अनेकवेदस्वीकरणेन 'लभ्यः' ज्ञेयः 'न' अपि 'मेधया' ग्रन्थार्थधारणशक्त्या न 'बहुना' 'श्रुतेन' श्रवणेन। केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते। 'यम् एव' परमात्मानम् 'एषः' साधकः 'वृणुते' प्रार्थयते 'तेन' प्रार्थ- नेन 'लभ्यः'। तस्य 'एषः' 'आत्मा' परमात्मा 'तनुं' स्वस्व- रूपस्य 'वृणुते' प्रकाशयति पारमार्थिकीं 'स्वां' आत्मीयां 'तनूम्' ॥ ३ ॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ

করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥ ৩ ॥

যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে অনুরাগ ও যত্ন না থাকে ; তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশ-বাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নি-ধানে পরমাত্মা আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক আপ্তকাম হইয়া পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

৫৫

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति ॥ ४ ॥

'उत्तिष्ठत' हे जन्तवः ब्रह्मज्ञानाभिमुखा भवत 'जाग्रत' अज्ञाननिद्रायाः घोररूपायाः सर्वानर्थबीजभूतायाः क्षयं कुरुत। कथं 'प्राप्य' उपगम्य 'वरान्' प्रकृष्टान् आचार्यान् ब्रह्मविदः तदुपदिष्टं सर्वव्यापिनं ब्रह्मात्मानं 'निबोधत' अवगच्छत। यथा 'क्षुरस्य' 'धारा' अग्रं 'निशिता' तीक्ष्णीकृता दुःखेनात्ययो यस्याः सा 'दुरत्यया' पद्भ्यां दुर्गमनीया तथा 'दुर्गं' दुःसम्पाद्यं 'पथः' पन्थानं ब्रह्मज्ञानलक्षणं मार्गं 'तत्' 'कवयः' मेधाविनः 'वदन्ति' ॥ ४ ॥

হে জীব-সকল ! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল ! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও ; আর কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন পরম ধনকে ভুলিয়া রহিবে। কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘ-সূত্রতা পরিত্যাগ কর ; উত্তম জ্ঞানবান্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সকল আশার যষ্টি-স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান ; সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে হয়, তিতিক্ষাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সকলকে উন্নত করিতে হয় এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয় ; অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ। তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এ দুর্গম পথও সুগম হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥

१००

तदेतद्ब्रह्मापूर्व्वम् एतदमृतमभयं यान्तउपासीत ॥ ५ ॥

'तद् एतत् ब्रह्म' [illegible] पूर्व्वं [illegible] [illegible] 'अमृतम्'
'एतत् [illegible] अभयं' 'शान्त' [illegible] 'उपासीत' ॥ ৫ ॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহাঁর পূর্ব্বে আর কেহ নাই ; ইনি অমৃত ও অভয়। শান্ত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

যিনি এই বিশ্বের কারণ, তাঁহার আর পূর্ব্ব-কারণ নাই ; তিনি অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইলে আর কোন ভয় থাকে না। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক। শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। যখন মন নির্ম্মল ও স্থির হ্রদের ন্যায় শান্ত হয়, তখন আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয় ; নতুবা প্রবল বিত্তৈষণা ও মানৈষণা দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে ও ইন্দ্রিয়-লৌল্য জন্য মন অশুচি হইলে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগে সামর্থ্য থাকে না। অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

द्वादशोऽध्यायः।

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः।
तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ १ ॥

'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ' নিশ্চলঃ 'দিবি' দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি 'তিষ্ঠতি' 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। 'তেন' অদ্বিতীয়েন 'পুরুষেণ' পূর্ণেন 'ইদং সর্বং' 'পূর্ণং' নিরন্তরং ব্যাপ্তম্ ॥ ১ ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

বিশ্ব-পতির আশ্রয়ে এই বিশ্ব-চক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়-সকল সম্পাদন করিতেছে। তিনি সাক্ষী-স্বরূপে, নিয়ন্তা-রূপে, নিরন্তর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়া স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদনে নিঃশঙ্ক রহিয়াছেন। প্রবাহ-বলে নদী-তীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জল-প্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত হইতেছে, প্রলয়-প্রবাত ও ভীষণ ভূমি-কম্প উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ জীব-শ্রেণী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই সমস্ত আপাততঃ দুঃখ-জনক ব্যাপারকে উত্তর-কালীন উন্নতি-সাধনের অনুকূল করিয়া দিয়া অব্যাকুলিত নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলা-বর্ষণ ও মেঘগর্জন-সহকৃত মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশুপক্ষি-মনুষ্য-সম্বলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতে থাকে এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহ পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতে থাকে;

তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম-কল্যাণ-সম্পাদন-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া সমান-রূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

তিনি স্বকীয় স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। আর সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তিনি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া নাই; তিনি স্বকীয় মহিমাতেই স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

१०२

यथा सौम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते ।
एवं ह वै तत् सर्वं परमात्मनि संप्रतिष्ठते ॥ २ ॥

'यथा' येन प्रकारेण हे 'सौम्य' प्रियदर्शन 'वयांसि' पक्षिणः 'वासोवृक्षं' वासार्थं वृक्षं 'संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत् सर्वं' स्थावरजङ्गमं 'परे आत्मनि' अक्षरे अद्यापि 'संप्रतिष्ठते' ॥ २ ॥

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥

সকল বস্তুই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জড় জগতের সঙ্গে তাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধ, আমারদের সঙ্গে ইহা অপেক্ষাও তাঁহার আর এক উচ্চতর

সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত ॥ ২ ॥

২

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥ ২ ॥

'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ 'সর্ব্বভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' প্রচ্ছন্নঃ 'সর্ব্বব্যাপী' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মা অন্তর্যামী। 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' সর্ব্বপ্রাণিকৃত-বিচিত্রকর্ম্মণামধ্যক্ষঃ। সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবাসয়তীতি 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ' প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ 'সাক্ষী' সর্ব্বদ্রষ্টা 'চেতা কেবলঃ' অসঙ্গঃ 'নির্গুণঃ চ' সত্ত্বাদিগুণরহিতশ্চ ॥ ২ ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব ভূতেতে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, ও

সঙ্গ-রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই॥ ৩॥

যিনি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তিনি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমার প্রভু, তিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং সকলেরই প্রভু। সেই এক দেবতা সর্ব্ব ভূতে গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অসীম চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী এবং সকলেরই অন্তরাত্মা, আমারদিগের যে এই জীবাত্মা-সকল, তাহারদিগেরও প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। তিনি সকলের সাক্ষী এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্ব স্থানে থাকিয়া সকলকে দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি যে কেবল সাক্ষী মাত্র হইয়া আমারদিগকে নিরপেক্ষ-ভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, এমত নহে; কিন্তু কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া উপযুক্ত দণ্ড ও পুরস্কার বিধান দ্বারা আমারদের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ও সকলের প্রভু হইয়াও কিছুতেই আসক্ত নহেন, তিনি সঙ্গ-রহিত। সৃষ্ট পদার্থ শরীর ও মনের ধর্ম্ম কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ॥ ৩॥

১০৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়জন্তুঙ্মধস্থ তির্য্যক্

প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ ॥

'সর্ব্বা দিশঃ ঊর্দ্ধম্ অধঃ চ' 'তির্য্যক্' পার্শ্বদিশঃ 'প্রকাশয়ন্' 'ভ্রাজতে' দীপ্যতে 'যৎ' যথা উ 'অনড্বান্' আদিত্যঃ 'এবং সঃ দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ [illegible] 'ভগবান্' ঐশ্বর্য্যসমন্বিতঃ 'বরেণ্যঃ' বরণীয় সম্ভজনীয়ঃ 'যোনিঃ' কারণং সৎ স্বভাবাৎ [illegible] 'স্বভাবান্' স্বস্বভাবান্ [illegible] 'অধি-তিষ্ঠতি' নিয়ময়তি 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব-প্রকাশক জগৎ-কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাই-তেছেন। একাকী তিনি সর্ব্ব ভূতে তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

সূর্য্য যেমন সকলকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশ পান, অদ্বি-তীয় পরমেশ্বরও সেই রূপ তাঁহার এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতে-ছেন। তাঁহার কেহ প্রকাশক নাই, তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই ; তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি বায়ুতে শব্দ, অগ্নিতে ঔষ্ণ্য, জলে শৈত্য, বজ্রে বল, পদে গতি, বৃষ্টিতে তৃপ্তি, নক্ষত্রে জ্যোতিঃ, সকল ভূতেতে তাহারদের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥৪॥

১০৫

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

'এনং' ব্রহ্মাত্মানম্ 'ঊর্দ্ধং' ঊর্দ্ধদিশি কশ্চিদপি 'ন পরিজগ্রভৎ' ন পরিগৃহীতবান্ 'তির্য্যঞ্চম্' ন পার্শ্বে 'ন' চ 'মধ্যে' ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু ব্রহ্ম ন কেনাপি পরিগ্রাহ্যম্। 'ন' 'তস্য' ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য অচিন্ত্যশক্তেঃ সদৃশাভাবাৎ 'প্রতিমা' উপমা 'অস্তি' 'যস্য' ঈশ্বরস্য 'নাম' অভিধানং 'মহদ্‌যশঃ' মহদ্দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ কীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

কি ঊর্দ্ধ দেশে, কি তির্য্যক্, কি মধ্য-দেশে, ইহাঁকে কোথাও কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

অত্যুন্নত-মানসিক-বৃত্তি-সমন্বিত শ্রেষ্ঠ জীবেরাও সেই অসীম-জ্ঞানসমুদ্র, অমৃতময়, মঙ্গলময়ের গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার অনুরূপ কোন পদার্থ নাই। সূর্য্য তাঁহার জ্যোতির আভাসও প্রকাশ করিতে পারে না, বজ্র তাঁহার বলের মাত্রাও প্রদর্শন করিতে পারে না—পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, হৃদয়-

বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতি, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, তাঁহার প্রেমের ছায়ামাত্র। তাঁহার শরীর নাই, তিনি শরীরের নির্ম্মাতা; তাঁহার মন নাই, তিনি মনের স্রষ্টা; তাঁহার যশঃ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

१०६

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्।

हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो।

य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ६ ॥

'अस्य' ईश्वरस्य 'रूपं' स्वरूपं रूपादिरहितं निर्विशेषं 'संदृशे' दर्शनविषये 'न तिष्ठति'। इन्द्रियागोचरत्वादेव 'न चक्षुषा पश्यति' 'कश्चन' कोऽपि 'एनम्' ईश्वरं चक्षुरित्युपलक्षणं सर्वैरिन्द्रियैरपि कोऽपि न तत् ग्रहीतुं शक्नुयात्। 'हृदा' हृत्स्थया मनस ईष्टे नियन्तृत्वेन इति मनीट् तया 'मनीषा' बुद्ध्या विकल्पवर्जितया 'मनसा' मननरूपेण सम्यक्दर्शनेन 'अभिक्लृप्तः' अभिसमर्थितः अभिप्रकाशितः ईश्वरोभवति। 'ये एनं' ब्रह्म 'एवं विदुः अमृताः ते भवन्ति' ॥ ६ ॥

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন; যাঁহারা ইহাঁকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন॥ ৬ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞান-নেত্রের গোচর। যিনি তাঁহার অনুরাগে একাগ্রচিত্ত হইয়া যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত ও সংশয়-বর্জ্জিত করেন; তিনি সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখেন এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া অমর হয়েন—তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন॥ ৬॥

১০৩

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः

शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः।

आश्चर्य्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा

आश्चर्य्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

'श्रवणाय' श्रवणार्थं 'अपि यः' ब्रह्मात्मा 'न लभ्यः बहुभिः' अनेकैः। 'शृण्वन्तः अपि बहवः' अनेके अन्ये 'यं' ब्रह्मात्मानं 'न विद्युः' न विदन्ति अभागिनोऽसंस्कृतात्मानो न विजानीयुः

किञ्च अस्य 'वक्ता आश्चर्यः' अद्भुतवदेवानेकेषु कश्चिदेव भवति। तथा श्रुत्वापि 'अस्य' ब्रह्मात्मनः 'लब्धा कुशलः' निपुण एव भवति। तस्य निपुणः 'ज्ञाता' 'आश्चर्यः' कश्चिदेव भवति 'कुशलानुशिष्टः' कुशलेन निपुणेनाचार्य्येणानुशिष्टः संशिक्षितः सन्॥ ७॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না; তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমত বক্তা অতি দুর্লভ; ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ-রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥ ৭ ॥

অনেকে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় না। অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও সমুচিত শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না। বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায় না। এ নিমিত্তে পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানী সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব জাতি-মধ্যে অতি অল্প। সদ্‌বুদ্ধিশালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্যতি-রেকে অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ-চিত্ত পরমা-

অজ্ঞানী ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় উপদেশ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। তাঁহার বক্তাও দুর্ল্লভ, তাঁহার লব্ধাও দুর্ল্লভ; অতএব পরমাত্ম-জ্ঞান সাতিশয় যত্নসাধ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যে মনোগত স্পৃহা ও একান্ত যত্ন না থাকিলে তাঁহাকে জানা যায় না এবং তাঁহার সমাধি-সাধনেও সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

১০৮

पराचः कामाननुयन्ति बाला-

स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्।

अथ धीराअमृतत्वं विदित्वा

ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ ৮ ॥

'पराचः' वहिर्गतानेव 'कामान्' विषयान् 'अनुयन्ति' अनुगच्छन्ति 'बालाः' अल्पप्रज्ञाः 'ते' तेन कारणेन 'मृत्योः विततस्य' विस्तीर्णस्य सर्वतोव्याप्तस्य 'पाशं' पाश्यते बध्यते येन तं 'यन्ति' गच्छन्ति। यतएवं 'अथ' तस्मात् 'धीराः' विवेकिनः 'अमृतत्वं' 'ध्रुवं' 'विदित्वा' 'अध्रुवेषु' अनित्येषु सर्वपदार्थेषु 'इह' संसारे 'न प्रार्थयन्ते' किञ्चिदपि ॥ ৮ ॥

অল্প-বুদ্ধি লোক-সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়, ধীর ব্যক্তিরা

ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না॥ ৮॥

যাহারা বহির্ব্বিষয়ই দেখে, যাহারা স্বীয় আত্মাকে এবং আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না; তাহারা বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, স্বীয় প্রবৃত্তিরই দাস হইয়া, বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি এবং মৃত্যুর পাশ এই কায্য-কারণ-শৃঙ্খল-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে, মৃত্যু-পাশে, বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমত উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সংসারের বিষয়-কামনাতে অভিভূত হইয়া স্বেচ্ছাচার বালকের ন্যায় ব্যবহার করে; তাহারাও মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয়, এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পরম পদ ও চরম গতি হইতে বহু দূরে স্থিতি করে। ধীর ব্যক্তিরা অমৃত-স্বরূপের সহিত আত্মার নিত্য যোগ জানিয়া এই অনিত্য সংসা-রের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম-নিয়মানুসারে স্বীয় প্রবৃত্তির উপরে আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া জগৎ-পিতার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত হয়েন॥ ৮॥

১০৫

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। অস-তোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং

গময। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ৯॥

'যেন অহং ন অমৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্।' 'অসতঃ' সংসারাৎ 'মা' মাং 'সৎ' ব্রহ্ম 'গময'। 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ 'মা' মাং 'জ্যোতিঃ' ব্রহ্মাধিগমনং 'গময'। 'মৃত্যোঃ' 'মা' মাং 'অমৃতং গময'। হে 'আবিঃ' স্বপ্রকাশব্রহ্মচৈতন্য 'মে' মদর্থং 'আবীঃ এধি' আবীরেধি অজ্ঞানাবরণাপনয়েন প্রকটীভব। হে 'রুদ্র' পরমেশ্বর 'যৎ' 'তে' তব 'দক্ষিণং মুখম্' উৎসাহজনকম্ আহ্লাদকরং 'তেন' অশনায়াপিপাসাশোকমোহাদ্যন্বিতং 'মাং' 'পাহি' রক্ষস্ব 'নিত্যং' সর্ব্বদা॥ ৯॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর॥ ৯॥

যাহার দ্বারা অমৃত পুরুষের সহিত সহবাস লাভ না হইয়া অমর

না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? বিষয় বিভব, মান যশঃ, আমোদ প্রমোদ, সমুদায়ই অস্থায়ী; ইহারা স্থায়ী হইলেও প্রিয়তম ঈশ্বরকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব? অতএব, হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি, আমাকে এমন উপযুক্ত কর। অসৎ সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার সৎ পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার আত্মাতে তোমার জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ কর এবং অমৃতস্বরূপ যে তুমি আমাকে তোমাতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট নিত্য প্রকাশিত থাক, যেন বিপদে পড়িয়া তোমার রুদ্র মুখ দেখিতে না হয়; যেহেতু যখন আমি তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে না পাই, তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। তুমি আমার অন্ধকারের প্রদীপ, পিপাসার জল এবং আরামের স্থল॥ ৯॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

১।

सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन। येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्॥ १॥

'सत्यम् एव' 'जयते' जयति 'न अनृतम्'। 'सत्येन' [illegible] [illegible] 'लभ्यः' प्राप्यः 'तपसा' [illegible] [illegible]

तथा 'हि एषः' आत्मा ब्रह्मात्मा 'सम्यक् ज्ञानेन' यथानुभूत-ब्रह्मदर्शनेन । 'येन' सत्येन तपसा ज्ञानेन 'आक्रमन्ति' आक्रा-मन्ते 'ऋषयः' दर्शनवन्तः 'हि' 'आप्तकामाः' विगततृष्णाः 'यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्' आश्रयः परब्रह्म ॥ १ ॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য-কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। ঋষিরা এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্তচিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১ ॥

শান্ত-চিত্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া সত্যের পথে চল; তবে সত্যের জয়ে তুমি জয়যুক্ত হইবে। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে; তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরি-হার কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক জ্ঞান দ্বারা, সেই সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপ্তকাম নির্দ্দোষ ঋষিরা কেবল এই সকল উপায় অব-লম্বন দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

। । ।

दिव्योह्यमूर्त्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजोऽप्राणोह्य-मनाः । यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ २

'दिव्यः' द्योतनवान् 'हि' 'अमूर्त्तः' सर्वमूर्त्तिवर्ज्जितः 'पुरुषः' पूर्णः सह बाह्याभ्यन्तरेण वर्त्तत इति 'सबाह्याभ्यन्तरः' 'हि' न जायते कुतश्चिदिति 'अजः' अविद्यमानः प्राणवायुर्यस्मिन् असौ 'अप्राणः' 'हि' अविद्यमानं मनो यस्मिन् सोऽयम् 'अमनाः' 'यं' ब्रह्मात्मानं 'पश्यन्ति' उपलभन्ते 'यतयः' यत्नशीलाः 'क्षीणदोषाः' क्षीणपापाः ॥ २ ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ সকলের বাহিরেও অছেন, এবং সকলের অন্তরেও আছেন, এবং জন্মরহিত ; তাঁহার শারীরিক প্রাণও নাই এবং মনও নাই ; যাঁহাকে ক্ষীণদোষ যত্নশীল ধীরেরা দৃষ্টি করেন॥ ২ ॥

তিনি প্রকাশবান্, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই অপরিসীম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার সত্তার প্রমাণ দিতেছে, ইহার প্রত্যেক শক্তি সেই মূল-শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি পূর্ণ পুরুষ ; তিনি সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন এবং সকল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্মরহিত, তিনি সর্ব্ব কালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর-স্বভাব। তিনি মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না ; তিনি স্বয়ং প্রাণ, তিনি প্রাণের প্রাণ। মন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট

পরিমিত পদার্থ-বিশেষ, অতএব তাঁহার এতাদৃশ মন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জ্ঞান আমারদের জ্ঞানের ন্যায় মনের বৃত্তি নহে, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহারা পাপাচরণ হইতে বিরত থাকিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

১।৩

যো দেবানামধিপো যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ স বা এষ মহানজ আত্মা ॥ ৩ ॥

'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'দেবানাম্' 'অধিপঃ' স্বামী 'যস্মিন্' পরমেশ্বরে সর্ব্বাশ্রয়ে 'লোকাঃ' 'অধিশ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ; 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'অস্য' 'দ্বিপদঃ' মনুষ্যস্য 'চতুষ্পদঃ' গবাদেঃ 'ঈষ্টে' ঈষ্টে 'সঃ' 'বৈ' 'এষঃ' 'মহান্' 'অজঃ' 'আত্মা' মহাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন; তিনি এই জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি, লোকান্তর-নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত, সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি, যাঁহার শাস-

নের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলই চিরকাল প্রতি-পালিত হইতেছে ; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता ॥४॥

'अदृष्टः' न दृष्टः चक्षुर्गोचरत्वमनापन्नः कस्यचित् स्वयन्तु 'द्रष्टा' तथा 'अश्रुतः' श्रोत्रगोचरत्वमनापन्नः स्वयन्तु 'श्रोता' तथा 'अमतः' मननविषयत्वमनापन्नः स्वयन्तु 'मन्ता' यतः सोऽदृष्टोऽश्रुतोऽमतोऽतएव 'अविज्ञातः' स्वयन्तु 'विज्ञाता' ॥ ४ ॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন ; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি-গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন ; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন ; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন ॥ ৪ ॥

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই ; কিন্তু আমরা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভূ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাহার সমুদায়ই জানেন এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানেন। তিনি নিঃশেষ-রূপে

সকলের সকলই জানেন, কিন্তু কেহই তাঁহার স্বরূপের অন্ত জানিতে পারে না ॥ ৪ ॥

১১৪

সএষনেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে ॥ ৫ ॥

'সঃ এষঃ' 'আত্মা' পরমাত্মা যদ্যৎ ইন্দ্রিয়মনোগোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টং বস্তু তত্তৎ ন ভবতীতি 'ন ইতি ন ইতি' 'অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে' করণাবিষয়ত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু ; এই মাত্র তাঁহার নির্দ্দেশ। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, মন দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারা যায়, তাহা তিনি নহেন ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য। কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে দর্শন করা যায় ॥ ৫ ॥

১১৫

সএষসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৬ ॥

'सः एषः' परमात्मा 'सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपतिः' 'सर्वम्' 'इदं' जगत् 'यत् इदं किञ्च' अनन्तप्रायम् 'प्रशास्ति' नियमयति ॥ ६ ॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি ; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাসন করেন ॥ ৬ ॥

দেব মনুষ্য, পশু পক্ষী, সকলই তাঁহার শাসনে রহিয়াছে ; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

[illegible]

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके
गुहां प्रविष्टौ परमे परार्द्धे ।
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥

'ऋतं' सत्यम् अवश्यम्भावित्वात् कर्मफलं 'पिबन्तौ' एक-स्तत्र कर्मफलं पिबति भुङ्क्ते नेतरः तथापि [illegible] नित्युच्यते 'सुकृतस्य' स्वयंकृतस्य कर्मणः 'लोके' शरीरे 'गुहां' गुहायां बुद्धौ 'प्रविष्टौ' 'परमे परार्द्धे' [illegible] । [illegible]

'छायातपौ' इव विलक्षणौ संसारित्वासंसारित्वेन 'ब्रह्मविदः' 'वदन्ति' कथयन्ति। न केवलं ब्रह्मविद एव वदन्ति 'पञ्चाग्नयः' गृहस्थाः 'ये च' 'त्रिणाचिकेताः' त्रिःकृत्वो नाचिकेतोऽग्निश्चितो यैस्ते ॥ ৩ ॥

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন স্বকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন, আর এক জন সেই ফল প্রদান করেন, ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহারদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

জীবাত্মা এবং তাহার আশ্রয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমরা উভয়কেই সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি। ছায়া এবং আতপ যে রূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেই রূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী

ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণ-স্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এমত নহে; অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এই রূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

১৩

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ ১ ॥

[illegible] ॥ ১ ॥

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

মনুষ্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমারদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর,

অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমারদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শান্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥ २ ॥

हे 'भगवः' भगवन् 'सः' भूमा परमात्मा 'कस्मिन् प्रतिष्ठितः' इति [illegible] शिष्य [illegible] आचार्य्य: 'स्वे महिम्नि' [illegible] ॥ २ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর নিরালম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্তস্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে; তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্ব-রূপ শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি এক মাত্র শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া

আছেন ; কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন ; তাঁহার কেহ জনকও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই ॥ ২ ॥

১১৫

स एवाधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः। ईशानोभूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ ३ ॥

'सः एव' भूमा 'अधस्तात् विद्यते तथा 'सः उपरिष्टात् सः पश्चात् सः पुरस्तात् सः दक्षिणतः सः उत्तरतः'। सभूमा 'ईशानः' 'भूतभव्यस्य' कालत्रयस्य 'सः एव' नित्यः कूटस्थः 'अद्य' इदानीं वर्त्तमानः 'सः' 'श्वः' 'उ' अपि वर्त्तिष्यते ॥ ३ ॥

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধ্বেতে তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

কি উর্দ্ধ্বে, কি অধোতে, কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে ; আমারদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান

রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; যদি গভীর সমুদ্র-গর্ব্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব্ব-দেশ-ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্ব-কাল-বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা, তেমনি পরকালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

(৪)

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात्

वर्णाननेकान्निहितार्थो दधाति ।

विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः

स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ৪ ॥

'यः' 'एकः' अद्वितीयः परमात्मा 'अवर्णः' निर्विशेषः 'बहुधा' नाना 'शक्तियोगात्' 'निहितार्थः' गृहीतप्रयोजनः प्रजानां 'वर्णान्' प्रयोजनपदार्थान् 'अनेकान्' 'दधाति' विदधाति प्रजाभ्यः। 'आदौ' 'अन्ते' 'च' मध्ये च 'विश्वं' यस्मिन् 'वि एति' व्याप्नोति 'सः' 'देवः' द्योतनस्वभावः विज्ञानैकरसः परमेश्वरः। 'सः' 'नः' अस्मान् 'शुभया' 'बुद्ध्या' 'संयुनक्तु' संयोजयतु ॥ ৪ ॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু-প্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন॥ ৪ ॥

নানা বর্ণের সৃজন-কর্ত্তা সেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহীন হইয়াও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানিদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই সত্য পুরুষকে, ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ-সৌভাগ্যের প্রেরয়িতারূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন এবং নিষ্কাম হইয়া মনের প্রীতিতে তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহারদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা।

৫।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো

যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং

জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ৫॥

'স' পরমেশ্বরঃ 'বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ' বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ বৃক্ষাৎ সংসারাৎ কালাৎ আকৃতেশ্চ 'পরঃ' 'অন্যঃ' প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টঃ 'যস্মাৎ' ঈশ্বরাৎ 'অয়ং' 'প্রপঞ্চঃ' সংসারঃ 'পরিবর্ত্ততে।' জ্ঞাত্বা তং 'ধর্ম্মাবহং' ধর্ম্মস্যাকরভূতং 'পাপনুদং' পাপস্য দ্রাবয়ি-তারং 'ভগেশং' ভগস্য ঐশ্বর্য্যস্য ঈশং স্বামিনম্ 'আত্মস্থং' সর্ব্বেষামাত্মনি স্থিতম্ 'অমৃতম্' অমরণধর্ম্মাণং 'বিশ্বধাম' বিশ্বস্যাধারভূতম্। 'জ্ঞাত্বা' চ 'বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং' 'শিবম্' 'এতি' প্রাপ্নোতি 'শান্তিম্ অত্যন্তম্'॥ ৫॥

তিনি সংসার, কাল ও সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং সুতরাং ভিন্ন; যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আবহ; পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে, সেই মঙ্গল-স্বরূপ একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন; না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। তিনি যেমন এই আকাশে থাকিয়া নিয়ন্তা-রূপে সমুদায় জড় জগৎকে ও পশুপ্রকৃতিকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেইরূপ তিনি মনুষ্যের আত্মাতে ধর্ম্মাবহ-রূপে অবস্থিতি করিয়া অহরহ ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। জড় জগৎ ও পশু পক্ষীরা নিয়ম না জানিয়া নিয়মের বলে বদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতেছে, আত্মা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে ধর্ম্মের নিয়ম অবগত হইয়া স্বাধীন-ভাবে ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন করিতেছে। যখন আত্মা মানসিক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং ধর্ম্ম-নিয়মের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আদেশ অবহেলা করিয়া পাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে আপনার স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয় ও আন্তরিক দুঃসহ গ্লানি ভোগ করিতে থাকে। পাপ-মোচয়িতা ঈশ্বর ভিন্ন তখন তাহার আর গতি নাই। যখন সেই পাপাক্রান্ত আত্মা অকৃত্রিম অনুতাপে দগ্ধ হইয়া এমন আর করিব না বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখনই তিনি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আপনার সৎপথে সমুন্নত করেন। এই তাঁহার মহিমা, এই তাঁহার করুণা। এই পাপময় দুঃখময় সংসারে সেই এক মাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অমৃত ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতেই প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তিদাতা জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥

१२२

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि-
र्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः।
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ ६ ॥

'सः' परमेश्वरः 'विश्वकृत्' विश्वस्य कर्त्ता विश्वं वेत्तीति 'विश्ववित्' आत्मनां योनिरिति 'आत्मयोनिः' जानातीति 'ज्ञः' 'कालकालः' कालस्य कर्त्ता 'गुणी' विचित्रशक्तिमान् 'सर्ववित्' यः। 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः' प्रधानं जडः 'क्षेत्रज्ञो' विज्ञानात्मा तयोश्च पालयिता 'गुणेशः' गुणानामीशः 'संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः' संसारमोक्षस्थितिबन्धानां हेतुः कारणम् ॥ ६ ॥

তিনি বিশ্ব-কর্ত্তা, বিশ্ব-বেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু ॥ ৬ ॥

তিনি সকলের স্রষ্টা, সকলের পাতা, সকলের সুহৃৎ, সকলের

প্রভু। কোন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহারই নিয়মে জীবাত্মা শরীরে বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছে এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে॥ ৬॥

। ७ ।

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो

ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता।

य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव

नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय॥

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं

मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥ ७॥

'सः' परमेश्वरः 'तन्मयः' चैतन्यज्योतिर्मयः 'हि' 'अमृतः' अमरणधर्मा ईशश्चासौ संस्थश्चेति 'ईशसंस्थः' ईशः स्वामी सम्यक् स्थितिर्यस्यासौ संस्थः। जानातीति 'ज्ञः' सर्वत्र गच्छतीति 'सर्वगः' 'अस्य' भुवनस्य 'गोप्ता' पालयिता। 'यः' 'ईशे' ईष्टे 'अस्य जगतः' 'नित्यम् एव' नियमेन 'न अन्यः हेतुः विद्यते' 'ईशनाय' शासनाय। 'तं' 'ह' हशब्दोऽवधारणे 'देवं' परमेश्वरम् आत्मनि या बुद्धिः तां प्रकाशयतीति 'आत्मबुद्धिप्रकाशं' 'मुमुक्षुः' 'वै' 'अहं' 'शरणं' 'प्रपद्ये' प्रयामि॥ ७॥

তিনি চৈতন্যময়, মরণ-ধর্ম্ম-রহিত এবং সর্ব্বস্বামী-রূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন; তিনি প্রাজ্ঞাবান্, সর্ব্বত্রগামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্বশাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই॥ ৭॥

তিনি আমারদিগের আত্মাতে কর্ত্তব্য-জ্ঞান, ধর্ম্ম-বুদ্ধি, প্রকাশ করিতেছেন। রাজা যেমন স্বাধীন প্রজাদিগের জন্যে রাজ-নিয়ম-সকল প্রচার করেন, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর সেই রূপ মনুষ্যের আত্মাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া তাহাতে ধর্ম্মের নিয়ম-সকল প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুভ বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে আত্ম-পটে চির-মুদ্রিত ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল পাঠ করি এবং তদনুযায়ী আচরণ করিয়া ভদ্র হই, সাধু হই, বিনয়ী হই, সুশীল হই, ঈশ্বরের প্রিয় হই। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য-জ্যোতিতে আত্মা পবিত্র হইলে আমরা সুনির্ম্মল আত্ম-প্রসাদ লাভ করি এবং সেই আত্ম-প্রসাদে মনের সকল দুঃখের হানি হয়। আমরা ধর্ম্মের অনুরোধে মানসিক প্রবৃত্তির, হৃদিশ্রিত কামনার, প্রতিকূলে গিয়া আত্ম-প্রসাদে যত উন্নত হই, যত পবিত্র হই; ততই সেই পবিত্র-স্বরূপে আমারদের অনুরাগ যায় এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সংসারের মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই॥ ৭॥

১৫৪

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৮ ॥

'তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ' 'নাম' অভিধানং 'সত্যম্'। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং দর্শয়তি। 'নিষ্কলং' কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তৎ নিরবয়বং 'নিষ্ক্রিয়ম্' অপি স্বয়ং নিয়মেন সর্বং জগৎ যন্ত্রাতি 'শান্তম্' উপসংহৃতসর্ববিকারং 'নিরবদ্যম্' অগর্হণীয়ং 'নিরঞ্জনং' নির্লেপম্। অমৃতস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে 'পরং সেতুং' সংসারমহোদধেরুত্তরণোপায়ত্বাৎ। 'দগ্ধেন্ধনম্' 'অনলম্' 'ইব' দেদীপ্যমানম্ ॥ ৮ ॥

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ-দারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ॥ ৮ ॥

সেই এই অতি দূরস্থ এবং অতি নিকটস্থ সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য; যে হেতু তিনি সত্য-স্বরূপ। সেই সত্য-স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদায় জগৎ সত্য হইয়াছে। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, আত্মার আত্মা।

তিনি একমাত্র, প্রজ্ঞানঘন; তাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম সকল স্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণ-পণে বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া যথা-কালে সূর্য্য উদয় হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষ ফলবান্ হইতেছে; এবং তাঁহার ধর্ম্ম নিয়মের শাসনে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া বিপথগামী হইলে ধর্ম্মদণ্ড পাপ-গ্লানি সহ্য করিতেছে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে, পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের পুরস্কারে আত্ম-প্রসাদে পবিত্র হইতেছে, পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত হইতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে মিলিয়া, কেহ বা বদ্ধ-ভাবে কেহ বা স্বাধীন-ভাবে, তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্ত্তা, অথচ সংসার হইতে অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন; তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে পাইয়া আর মৃত্যু-ভয় থাকে না, তিনি অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা

দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশবান্ দেখেন ॥ ৮ ॥

१२५

स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय। नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः न जरा न मृत्युर्न शोकः ॥ ९ ॥

'सः' ब्रह्मात्मा सेतुरिव 'सेतुः' 'विधृतिः' विधरणः अनेन हि सर्वं जगत् विधृतम्। अविद्यमाने हीश्वरेणेदं विश्वं विनश्येत यतस्तस्मात् 'स सेतुर्विधृतिः'। 'एषां' भूरादीनां 'लोकानाम्' 'असम्भेदाय' अविदारणाय अविनाशायेत्येतत्। 'न एनं सेतुं' ब्रह्मात्मानम् 'अहोरात्रे' सर्वस्य जनिमतः परिच्छेदके 'तरतः'। यथा अन्ये संसारिणः कालेन अहोरात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्याः न तथा अयं कालपरिच्छेद्यः। एनं 'न' 'जरा' तरति प्राप्नोति तथा 'न मृत्युः' 'न' तु 'शोकः' ॥ ९ ॥

তিনি এই লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। এই সেতু-স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

সমুদায় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি এই সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য বস্তু; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এত দিন বর্ত্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্য্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকার; সুতরাং জরা-শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের স্রষ্টা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক। যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত-স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক॥ ৯॥

১৬

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্যঃ। স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি॥ ১০॥

'যঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা 'অপহতপাপ্মা' 'বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ' 'বিজিঘৎসঃ' জিঘৎসা অত্তুমিচ্ছা তদ্রহিতঃ 'অপিপাসঃ' পিপাসাবর্জ্জিতঃ 'সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ'। 'সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'। কিং তস্যান্বেষণাৎ বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে 'সঃ' 'সর্ব্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি' 'সর্ব্বান্ চ

कामान् यः तम्' 'आत्मानं' ब्रह्मात्मानम् 'अनुविद्य' अन्विष्य 'विजानाति' ॥ १० ॥

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকেই বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি পর-মাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

আমরা অপূর্ণ, ভ্রান্ত, পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সত্য অক্ষয় পুরুষকে জানিতে পারি; ইহা আমারদের সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে আমারদের একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্রূপ সেই ধ্রুব সত্য অকৃত অমৃতের প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং করতলন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিসংশয়-রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিবেক। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে আপনার নির্দ্দোষ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ, সকলের কারণ ও

আশ্রয়-রূপে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন; তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও ভূরাদি সকল লোকের সুখ প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সকল আনন্দ উপভোগ করেন॥ ১০॥

১২৩

আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা।

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতম্॥ ১১॥

'আকাশঃ বৈ' ব্রহ্মণঃ 'নাম' অভিধানম্ আকাশবৎ অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ সঃ পরমাত্মা আকাশাখ্যঃ। 'নামরূপয়োঃ' 'নির্বহিতা' নির্বোঢ়া 'তে' নামরূপে 'যদন্তরা' যস্য অন্তরা বিলক্ষণে 'তৎ ব্রহ্ম' যদি তদ্ব্রহ্ম নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণম্ অস্পৃষ্টং তথাপি তয়োর্নির্বোঢ়া। 'তৎ অমৃতম্'॥ ১১॥

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম রূপের নির্ব্বহিতা; এবং সেই নাম রূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত॥ ১১॥

মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়। বাস্তবিক তাঁহার কোন নাম নাই এবং রূপও নাই; নাম-রূপ-বিশিষ্ট যাব-

তীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছে॥ ১১॥

১২৮

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন চক্ষুষা' 'নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ' শক্যতে কেনচিৎ। তস্মাৎ 'অস্তি ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিবাদিনঃ আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্ধধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতোমূলং ব্রহ্মনিরন্বয়মেবেদং কার্য্যমিতি মন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং' 'তৎ' ব্রহ্ম 'উপলভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে॥ ১২॥

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন॥ ১২॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য; তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা, অথবা বাক্য দ্বারা, অথবা মন দ্বারা, উপলব্ধি করা যায় না; তাঁহাকে কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা আপনাদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করি-

তেছি, তাহার অন্তর্ভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন; যে হেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমাদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন ভূমি নাই। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে। সকলের আত্মাতে এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় আছে যে পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে যখন এ বিষয়ে সংশয় হয়, তখনই যুক্তি ও বিচার উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে বাক্য মনের অতীত, জ্ঞান-গোচর, এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন; যে হেতু যখন আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ প্রকাশ পান, তখন আত্ম-প্রত্যয় তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপিত করে। এই আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূল ছেদন করা হয় এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে, এবং কার্য্যকারণের অস্তিত্বে, সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখনো জ্ঞান-গোচর নিত্য সত্য মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তি-মান্ পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয়-রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হন এবং ঈশ্বর-সহবাস-জনিত সুনির্ম্মলা শান্তি তিনি কদাপি লাভ করিতে পারেন না। আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কখনই উপলব্ধ হয়েন না॥ ১২॥

১২৯

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।

ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে ॥ ১২ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'এতম্' 'আত্মানং' 'দেবং' দ্যোতনবন্তং 'ঈশানম্' ঈশিতারং 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য 'অঞ্জসা' সাক্ষাৎ 'অনুপশ্যতি' তদা 'ততঃ' তস্মাদীশানাৎ দেবাৎ স্বকীয়াত্মানং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' বিশেষেণ জুগুপ্সতে গোপায়িতুমিচ্ছতি ॥ ১২ ॥

যিনি যখন প্রকাশবান্, ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন; তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সেই আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যদিও আপনাকে অন্যের নিকটে অত্যন্ত গোপন করা যায়, তথাপি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বদৃক্ পুরুষের নিকটে কখনই গোপন করিতে পারা যায় না। যিনি প্রকাশবান্, ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে করতল-ন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় সহজে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি আর কোন দোষে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না; সুতরাং আপনাকেও তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না। মোহ-বশতঃ যদি তিনি

কখনো কোন দোষে লিপ্ত হয়েন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না ; কিন্তু সেই দোষ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সরল হৃদয়ে, সন্তাপিত চিত্তে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন ॥ ১৩ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

১৫০

नाविरतोदुश्चरितान्नाशान्तोनासमाहितः ।
नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ १ ॥

'न' 'दुश्चरितात्' पापकर्म्मणः 'अविरतः' अनुपरतः 'न' अपि इन्द्रियलौल्यात् 'अशान्तः' 'न' अपि 'असमाहितः' 'अनेकाग्रमनाः' विक्षिप्तचित्तः । 'न वा अपि' 'अशान्तमानसः' कर्म्मफलार्थित्वात् केवलं 'प्रज्ञानेन' 'एनं' ब्रह्मात्मानम् 'आप्नुयात्' । यस्तु दुश्चरितात् विरतः इन्द्रियलौल्याच्च समाहितचित्तः कर्म्मफलादप्युपशान्तमानसश्चाचार्य्यवान् सः प्रज्ञानेन परं ब्रह्म प्राप्नोति ॥ १ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাপল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত

হয় নাই এবং কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না॥ ১॥

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃ সমাধানের এবং তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম যোগের বিমল আনন্দ কখনো আস্বাদ করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য-পথে কখনো বিচরণ করিলাম না; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্ম কাল নিযুক্ত রহিলাম; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল?॥ ১॥

।२।

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थात् य उ प्रेयोवृणीते॥ २॥

'श्रेयः' निःश्रेयसं 'च' 'प्रेयः' प्रियतरं 'च' 'मनुष्यम्' 'एतः' प्राप्नुतः। 'तौ' श्रेयःप्रेयःपदार्थौ 'संपरीत्य' सम्यक् परिगम्य सम्यङ् मनसालोच्य गुरुलाघवं 'विविनक्ति' पृथक् करोति 'धीरः' धीमान्। विविच्य च 'तयोः' 'श्रेयः' 'आददानस्य' उपादानं

कुर्व्वतः 'साधु' शोभनं शिवं 'भवति'। 'यः उ' यस्तु 'प्रेयः' 'वृणीते' उपादत्ते सोऽदूरदर्शी विमूढ़ः 'हीयते' वियुज्यते 'अर्थात्' पुरुषार्थात् पारमार्थिकात्प्रयोजनात् नित्यात् ॥ २ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; তিনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কখনো ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কখনো সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয়; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে পারেন না যে "হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।” যখন উৎসাহ-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে এবং তোমার সমুদয় কার্য্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্ রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

৩

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপীভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ৩ ॥

যথা কর্ত্তুং যথা চরিতুং শীলমস্য সোঽয়ং মনুষ্যঃ ‘যথাকারী যথাচারী’ সঃ ‘তথা ভবতি’। ‘সাধুকারী সাধুঃ ভবতি পাপকারী পাপঃ ভবতি’। ‘পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন’ ॥ ৩ ॥

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন তার যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেই রূপ গতি হয়। যিনি সাধু কর্ম্ম করেন, তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন, তিনি পাপী হয়েন; পুণ্যকর্ম্ম-ফলে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপ-কর্ম্ম-ফলে আত্মা পাপময় হয় ॥ ৩ ॥

পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিবেক ॥ ৩ ॥

১২২

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वाइव सारथेः ॥ ४ ॥

'यः तु' 'अविज्ञानवान्' अविवेकी 'भवति' 'अयुक्तेन' अप्रगृहीतेन 'मनसा सदा' युक्तोभवति। 'तस्य' अकुशलस्य 'इन्द्रियाणि' 'अवश्यानि' अशक्यनिवारणानि 'दुष्टाश्वाः' अदान्ताश्वाः 'इव' 'सारथेः' भवन्ति ॥ ४ ॥

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত; তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না ॥ ৪ ॥

মন স্বীয় বশে না থাকিলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্ম-পথ হইতে বিপথগামী করে এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ-যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব কোন প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধি-বৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম্ম-শাসনের বহির্ভূত না হয় ॥ ৪ ॥

১২৪.

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫॥

'যঃ' তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান্' বিবেকবান্ 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ 'সদা' 'তস্য ইন্দ্রিয়াণি' 'বশ্যানি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুং বা শক্যানি 'সদশ্বাঃ ইব সারথেঃ'॥ ৫॥

যিনি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশ-চিত্ত; তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে॥ ৫॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, তাঁহাকে তাহারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-পথে লইয়া যায় এবং তাঁহার অতীব কল্যাণ সাধন করে॥ ৫॥

১২৫.

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৬॥

'যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্রগৃহীতমনস্কঃ স ততএব 'সদা অশুচিঃ'। 'ন সঃ' 'তৎ' ব্রহ্ম যৎ পরং 'পদং' 'আপ্নোতি সংসারং চ অধিগচ্ছতি'॥ ৬॥

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি; তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার-গতি-কেই প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন না, যিনি পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকেন; তিনি সংসারের কুটিল পথেতেই ভ্রমণ করেন, সংসারের পার যে অভয় ব্রহ্মপদ, তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৬ ॥

১২৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়োন জায়তে ॥ ৭ ॥

'যঃ তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'সমনস্কঃ' যুক্তমনাঃ 'সদা শুচিঃ'। 'সঃ তু তৎপদম্ আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে ॥ ৭ ॥

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত; তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না ॥ ৭ ॥

যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়েন, ধর্ম্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে লইয়া যান ; যেখান হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হইয়া অধোগতি হয় না, কিন্তু অনন্ত উন্নতিই তিনি লাভ করিতে থাকেন ॥ ৭ ॥

१२३

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः ।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ८ ॥

'यः तु' 'विज्ञानसारथिः' विज्ञानं सारथिर्यस्येति 'मनःप्रग्रहवान्' प्रगृहीतमनाः 'नरः' विद्वान् । 'सः' 'अध्वनः संसारगतेः 'पारं' परमेवाधिगन्तव्यम् 'आप्नोति' 'तत्' 'विष्णोः' व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः 'परमं' प्रकृष्टं 'पदं' स्थानम् ॥ ८ ॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার-পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৮ ॥

११८

अनन्दानाम ते लोकाअन्धेन तमसावृताः ।

ताꣳस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वाꣳसोऽबुधोजनाः ॥ ९

'अनन्दाः' अनानन्दाः असुखाः 'नाम ते लोकाः' 'अन्धेन' अदर्शनलक्षणेन 'तमसा आवृताः' तमसा अज्ञानेन आवृताः व्याप्ताः। 'तान्' लोकान् 'ते' 'प्रेत्य' मृत्वा 'अभिगच्छन्ति' अभि-यन्ति। के ये 'अविद्वांसः' ब्रह्मावगमवर्जिताः 'अबुधः' अबुधाः दुर्बुद्धयोऽयुक्तमनसः 'जनाः' ॥ ९ ॥

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দ-শূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ॥ ৯ ॥

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিল, মৃত্যুর পরে তাহারদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহু দূরে থাকিতে হইবে। যে অনুসারে যে লোকে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সহকারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক, সেই অনুসারে উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই যুক্তমনা ও পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেক; উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই ॥ ৯ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

১২৫

শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি ॥ ১ ॥

'শান্তঃ' ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ উপশান্তঃ 'দান্তঃ' যতমনা 'উপরতঃ' বিনির্ম্মুক্তঃ 'তিতিক্ষুঃ' দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ একাগ্রচেতা 'সমাহিতঃ ভূত্বা' আত্মনি জীবাত্মনি 'এব' 'আত্মানং' পরমাত্মানং স্বয়ম্ভুবং 'পশ্যতি' ব্রহ্মবিৎ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন ॥ ১ ॥

এক দিকে সাংসারিক সুখের কামনা, আর দিকে ঈশ্বর-লাভের স্পৃহা। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখের কামনা খর্ব্ব হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরলাভের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইলে বুদ্ধি তখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধান করিয়া যখন সেই পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গলস্বরূপকে আপ-

নার অন্তরে স্বীয় আত্মাতেই দৃষ্টি করেন এবং কৃতার্থ হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। সেই পূর্ণ পুরুষ আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে নহেন, যেখানে আমারদিগের জীবাত্মা, সেই খানেই তিনি স্থিতি করিতেছেন; সকল ভূত, সকল লোক, সকল জীব, তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যত দিন জ্ঞান-নেত্র না প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন লোকে তাঁহাকে অতি দূরস্থ করিয়া জানে; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতেই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ১ ॥

১৪০

नैनं पाप्मा तरति सर्व्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्व्वं पाप्मानं तपति। विपापोविरजोऽविचिकित्सोब्राह्मणोभवति ॥ २ ॥

'न' 'एनं' साधकं 'पाप्मा' पापः 'तरति' प्राप्नोति अयन्तु 'सर्व्वं पाप्मानं' 'तरति' अतिक्रामति। 'न' च 'एनं पाप्मा' 'तपति' तापयति अयं 'सर्व्वं पाप्मानं' 'तपति' तापयति। सः 'विपापः' विगतपापः 'विरजः' विगतचित्तमलः 'अविचिकित्सः' करतल-न्यस्तामलकवत् अस्तिब्रह्मेति निश्चितमतिः 'ब्राह्मणः' 'भवति' ॥२॥

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয়

পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন ॥ ২ ॥

যিনি জ্ঞান-নেত্রকে সেই ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যের প্রতি এক ভাবে রাখিয়া ধর্ম্ম-পথে পদ-চারণা করিতেছেন, তাঁহাকে পাপ আসিয়া আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ২ ॥

१८।

समोदते मोदनीयंहि लब्ध्वा । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्योविमुक्तोऽमृतोभवति ॥ ३ ॥

'सः' विद्वान् 'मोदते'.'मोदनीयं' हर्षणीयं ब्रह्म 'हि लब्ध्वा'। 'तरति शोकं' मानसं सन्तापं अतिक्रान्तोभवति 'तरति' पाप्मा-नम्'। 'गुहाग्रन्थिभ्यः' हृदयाज्ञानमोहग्रन्थिभ्यः 'विमुक्तः' सन् 'अमृतः भवति' ॥ ३ ॥

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি

পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়-গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন ॥ ৩ ॥

সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তৃপ্তিকর পদার্থ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া তদ্গত-প্রাণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করেন। যিনি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারি ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, ফল-কামনা-শূন্য হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং স্বার্থ-পরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই যত্নশীল থাকেন। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কাল অবস্থিতি করেন ॥ ৩ ॥

১৪২

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ৪ ॥

'সত্যাত্' 'ন' 'প্রমদিতব্যং' বিচ্ছেত্তব্যং অনৃতং ন বক্তব্যং 'ধর্ম্মাত্' ন প্রমদিতব্যং 'কুশলাত্' মঙ্গলযুক্তাত্ কর্ম্মণঃ 'ন প্রমদিতব্যম্' ॥ ৪ ॥

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে

বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জীবন। যাঁহারা সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ সদ্ভাবে সাধুভাবে সর্ব্বদা সেই ধর্ম্মাবহ মঙ্গলালয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত হৃদয় পবিত্র হয় না, ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয় না, ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছার যোগ দিয়া তাঁহার আদিষ্ট সংসারের হিত-সাধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে তাঁহার মঙ্গল ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

१४२

सत्यं वद। समूलो वा एषपरिशुष्यति योऽनृतमभिवदति ॥ ५ ॥

‘सत्यं’ सत्यवचनं ‘वद’। ‘समूलः’ सह मूलेन ‘वै’ ‘एषः’ ‘परिशुष्यति’ शोषमुपैति ‘यः’ ‘अनृतम्’ अयथाभूतार्थम् ‘अभिवदति’ ॥ ५ ॥

সত্য কথা কহ ; যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয় ॥ ৫ ॥

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মের মূল ; অতএব ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সত্য-ব্রত হইয়া সত্য কথা কহিবেন এবং সত্য ব্যবহার করিবেন ॥ ৫ ॥

१४४

धर्मं चर। धर्मात् परं नास्ति। धर्मः सर्वेषां भूतानां मधु ॥ ६ ॥

'धर्मं' 'चर' आचर। 'धर्मात् परं नास्ति' धर्मेण हि सर्वे नियम्यन्ते। 'धर्मः' सर्वेषां नियन्ता प्राणिभिरनुष्ठीयमानरूपश्च 'सर्वेषां भूतानाम्' उपकारकत्वेन 'मधु' ॥ ६ ॥

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু-স্বরূপ ॥ ৬ ॥

কর্ত্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম্ম। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য-সাধনের নাম

ধর্ম্ম। যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে, সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে তিনি অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন ; আমরা তাঁহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সত্য-পথে, ধর্ম্ম-পথে, কল্যাণ-পথে, পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলে ছিন্নশিরা হইলেও তাঁহার অমৃত নিকেতনে জীবন লইয়া উপনীত হইতে পারি॥ ৬॥

১৪৫

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্॥ ৩॥

যৎকিঞ্চিৎ দেয়ং তৎ 'শ্রদ্ধয়া' এব 'দেয়ং' দাতব্যম্। 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্'॥ ৩॥

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না॥ ৭॥

শোকাবিষ্ট হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক॥ ৭॥

১৪৬

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব॥ ৮॥

মাতা দেবো যস্য সঃ মাতৃদেবঃ ত্বং 'মাতৃদেবঃ' 'ভব'। এবং 'পিতৃদেবঃ ভব' 'আচার্য্যদেবঃ ভব'॥ ৮॥

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান ॥ ৮ ॥

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মঙ্গলরূপের প্রতিরূপ হইয়া তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে স্নেহ-পূর্ব্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন এবং যে সদ্গুরুর উপদেশে আমরা অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নিরতিশয় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক ॥ ৮ ॥

১৪৩

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥ ৯ ॥

'যানি' 'অনবদ্যানি' অনিন্দিতানি 'কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি' ত্বয়া। 'নো' 'ইতরাণি' নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি ॥ ৯ ॥

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না ॥ ৯ ॥

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া

শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক; অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না॥ ৯॥

১৪৮

যান্যস্মাকꣳ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥ ১০॥

'যানি' 'অস্মাকম্' আচার্য্যাণাং 'সুচরিতানি' শোভনানি আচরিতানি 'তানি' এব 'ত্বয়া' 'উপাস্যানি' নিয়মেন কর্ত্তব্যানি 'নো ইতরাণি' বিপরীতানি॥ ১০॥

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না॥ ১০॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করি এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করি, তাহার অনুবর্ত্তী হও; অসৎ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না॥ ১০॥

১৪৯

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ১১॥

'एतैः उपायैः' पूर्वोक्तैर्हेयोपादेयैः 'यतते' प्रयत्नं करोति मुमुक्षुः सन् 'यः तु' 'विद्वान्' ब्रह्मवित्। 'तस्य' विदुषः 'एषः आत्मा' 'विशते' संप्रविशति 'ब्रह्मधाम' स्वाश्रयम् ॥ ११ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন ; তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়। তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১১ ॥

१५०

शृण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ १२ ॥

'शृण्वन्तु' 'विश्वे' सर्वे 'अमृतस्य' ब्रह्मणः 'पुत्राः' 'ये' 'धामानि' 'दिव्यानि' रमणीयानि 'आतस्थुः', अधितिष्ठन्ति ॥ १२ ॥

হে দিব্য-ধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

প্রাতঃ কালের সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় অক্লত অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মবাদী কহিতেছেন যে, হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা! দ্যুলোক ও ভূলোকবাসী দেব ও মনুষ্যেরা! শ্রবণ কর; আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ॥ ১২ ॥

১৩

वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १३ ॥

'वेद' जाने 'अहम्' 'एतं' 'पुरुषं' पूर्णं 'महान्तम्' 'आदित्यवर्णं' प्रकाशरूपं 'तमसः' अज्ञानात् 'परस्तात्'। 'तम् एव विदित्वा' 'मृत्युम्' 'अति-एति' अत्येति अतिक्रामति अस्मात् 'न अन्यः पन्थाः विद्यते' 'अयनाय' परमपदप्राप्तये ॥ १३ ॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই ॥ ১৩ ॥

এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি অনন্ত কাল সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষের সহচর অনুচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই ॥ ১৩ ॥

১৫২

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪ ॥

যস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ তস্মাৎ 'এতৎ' ব্রহ্ম 'নিত্যম্ এব' জ্ঞেয়ম্। আত্মনি সংতিষ্ঠতীতি 'আত্মসংস্থং' 'ন অতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ' অস্তি ॥ ১৪ ॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই ॥ ১৪ ॥

যিনি সকলের আশ্রয়, তিনি চিরকাল আপনাতেই আপনি স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবেক এবং তাঁহাকেই জানিবেক; তাঁহাকে জানিলে সকল জানার সমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

১৫

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।

তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ১৫ ॥

'সম্প্রাপ্য' সমবগম্য 'এনং' পরমেশ্বরম্ 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ 'জ্ঞানতৃপ্তাঃ' জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ 'কৃতাত্মানঃ' সংস্কৃতাত্মানঃ 'বীতরাগাঃ' বিগতরাগাদিদোষাঃ 'প্রশান্তাঃ' ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতাঃ 'তে' এব 'সর্ব্বগং' সর্ব্বব্যাপিনং 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বত্র 'প্রাপ্য' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ 'যুক্তাত্মানঃ' সমাহিতস্বভাবাঃ 'সর্ব্বম্ এব' 'আবিশন্তি' প্রবিশন্তি জ্ঞানেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ১৫ ॥

যে ধীরেরা জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে জানিয়াছেন, প্রীতি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অর্চ্চনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মঙ্গল

ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছাকে যুক্ত করিয়া যুক্তাত্মা হইয়াছেন; তাঁহারা সেই সর্ব্বগত সকল-মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ করিয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন এবং সকলের মধ্যে সেই প্রেমময় অমৃতময়কে দেখিতে পান ॥ ১৫ ॥

१५४

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र।
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य
स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश ॥ १६ ॥

'विज्ञानात्मा' 'सह देवैः च' इन्द्रियैः 'सर्वैः' 'प्राणाः' 'भूतानि' पृथिव्यादीनि 'सं प्रतिष्ठन्ति यत्र' यस्मिन् अक्षरे ब्रह्मणि। 'तत् अक्षरं ब्रह्म' 'वेदयते' जानाति 'यः तु सौम्य' 'सः सर्वज्ञः सर्वं एव' 'आविवेश' आविशति ध्यानेन ॥ १६ ॥

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন ॥ ১৬ ॥

জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সমুদায় বস্তু যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে স্থিতি করিতেছে, সেই অবিনাশী পুরুষকে সকলের যিনি জানেন; তাঁহার সকল সংশয় ছেদ হয় এবং তিনি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেতেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষকে দেখেন॥ ১৬॥

১৫৫

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ১৭॥

'যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে' 'তেজোময়ঃ' চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ 'অমৃতময়ঃ' অমরণধর্মা 'পুরুষঃ' সর্ব্বমনুভবতীতি 'সর্ব্বানুভূঃ' 'যঃ চ অয়ং অস্মিন্ আত্মনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ' 'তম্ এব বিদিত্বা' 'মৃত্যুম্' 'অতি এতি' অত্যেতি অতিক্রামতি। 'ন অন্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'॥ ১৭॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন;

সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন,—তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরের দুই কার্য্য মহান্; এক, আমারদের সম্মুখে অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডিত অসীম আকাশ; দ্বিতীয়, আমারদের অন্তরে উন্নতিশীল এই চিরজীবী আত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে, কিন্তু সে কি সারবান্ বস্তু! এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে এক বিন্দু আত্মার উপর যেন সমুদায় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না—আত্মার অভাবে শত শত সূর্য্য অন্ধকারময়; আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা; দুইই সেই "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" অনন্ত পুরুষের আদর্শ, এ দুয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্ত্তমান, আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণ রূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃতালয়ে যাই, সেখানে সাক্ষী-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই; যখন কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি, তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ-রূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্ম্ম-রাজ্যে আত্ম-সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া ও পুণ্যের পুরস্কার দিয়া, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁর করুণা নিভৃত আত্মাতে,—তিনি বৃষ্টি দিয়া

পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

१५६

उक्ता तउपनिषत् ब्राह्मीं वाव तउपनिषदमब्रूमेत्युपनिषत् ॥ १८ ॥

उपनिषदं श्रुतवति शिष्ये आचार्य्य आह उक्तेति। 'उक्ता' अभिहिता 'ते' तव सम्बन्धे उपनिषत्'। का पुनः सेत्याह 'ब्राह्मीं' ब्रह्मणः परमात्मनः इयं 'वाव' एव 'ते' तव 'उपनिषद्' 'अब्रूम'। 'इति उपनिषत्' अवधारणार्थः ॥ १८ ॥

তোমার নিকটে উপনিষদ্ উক্ত হইল, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় উপনিষদই আমি তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ ইহাই উপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

যে বিদ্যা আমারদিগকে ব্রহ্মেতে লইয়া যায়, তাহাই এই উপনিষৎ। উপনিষৎই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে উক্ত হইল; ইহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রদ্ধাবান্ মুমুক্ষুরা পরম পদ লাভ করিবেন ॥ ১৮ ॥

ओँ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्व्वाणि सर्व्वं ब्रह्मौपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्य्यां मा मा ब्रह्म निराकरोद-निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्म्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥

ओँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हरिः ओँ।

स्वावयवपाटवपूर्व्वकं स्वस्मिन्नौपनिषद्धर्म्मावस्थितिसिद्ध्यर्थं मन्त्रमाह। 'वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रं अथो बलं इन्द्रियाणि च' एतानि सर्व्वाणि 'मम' उपासकस्य 'अङ्गानि' 'औपनिषदं' उपनिषत्प्रतिपाद्यं 'सर्व्वं' सर्व्वान्तर्यामि 'ब्रह्म' 'आप्यायन्तु'। 'अहं' 'ब्रह्म' 'मा' 'निराकुर्य्यां' न त्यजेयम्। 'ब्रह्म' 'मा' मामुपासकं 'मा' निराकरोत् नात्यजत्। ब्रह्मणः 'अनिराकरणं' स्वरूपनिरस्काराभावः 'अस्तु' 'मे' मत्कर्त्तृकं 'अनिराकरणं' 'अस्तु'। किञ्च 'तदात्मनि' परमात्मनि 'निरते' नितरां रममाणे 'मयि' उपासके 'ये उपनिषत्सु धर्म्माः' 'ते' 'मयि सन्तु' 'ते मयि सन्तु' इति पुनरुक्तिरादरार्था॥

উপনিষৎবেদ্য সর্ব্বান্তর্যামি পরব্রহ্ম আমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়, সমুদায় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। তিনি

সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। আমি পরমাত্মাতে নিয়ত রত; অতএব উপনিষদে যে সকল ধর্ম্ম তাহা আমাতে হউক, তাহা আমাতে হউক ॥

ওঁ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।।

প্রথমব্রহ্মখণ্ডম্

উপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ তৎসৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

তাৎপর্য্য সহিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৭৯৮ শক।

পৌষ।

অনুশাসনম্

ओंतत्सत् ।

द्वितीयखण्डम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

ओमाचार्य्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति ॥ १ ॥

'आचार्य्यः' 'अन्तेवासिनं' शिष्यम् 'अनुशास्ति' कर्त्तव्यं धर्मं ग्राहयति ॥ १ ॥

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়, অধর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়; অতএব ধর্ম্মই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও উপাদেয় এবং অধর্ম্মই মনুষ্যের অকর্ত্তব্য ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল হয় এবং অধর্ম্মের আচরণে আত্মা মলিন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তিনি মনুষ্যকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান কহে; মনুষ্য তাহা দ্বারা উভয়কে পৃথক্ করিয়া অধর্ম্মাচরণ পরিহারপূর্ব্বক নিষ্পাপ থাকিয়া ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপ পরমে-

শ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেন। আচার্য্য শিষ্যের সেই ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত কোন্ কর্ম্ম বিহিত ও কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥

ॐ

ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् तत्त्वज्ञानपरायणः।

यद्यत् कर्म्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥ २ ॥

'गृहस्थः' ब्रह्मण्येव निष्ठा निश्चयेन स्थितिर्यस्य सः 'ब्रह्मनिष्ठः' 'स्यात्' भवेत्। किञ्च 'तत्त्वज्ञानपरायणः' तत्त्वज्ञानं परं प्रकृष्टम् अयनम् आश्रयो यस्येति। 'यत् यत्' लौकिकं धर्म्यं 'कर्म' 'प्रकुर्वीत' अनुतिष्ठेत् तस्य तस्य फलाभिसन्धिं परिहाय 'तत्' कर्म 'ब्रह्मणि' सर्वमङ्गलास्पदे पूर्णे परमेश्वरे 'समर्पयेत्' ॥ २ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২ ॥

মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক।

কিন্তু যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধের যোজয়িতা, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইবেক না। তাঁহাতেই যোজিত-চিত্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবেক; বিপৎ কালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে; কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম্ম করিবে; বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। অন্তরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে, এবং বহিরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে; আত্মা পরমাত্মার অধীন থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে; যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।

স্বরূপতঃ বস্তু সকলকে অবগত হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। সৃষ্ট বস্তুকে যেন স্রষ্টা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন না হয়; সত্য ও অসত্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যেন পৃথক্ করিতে সামর্থ্য থাকে; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ফলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সুখই হউক, দুঃখই হউক; সম্পদই হউক, বিপদই হউক; সম্মানই হউক, অপমানই হউক; তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে। 'আমি তাঁহার কর্ম্ম করিবার আদেশ পাইয়াছি,

ইহাই আমার পরম লাভ; যদি সেই আদেশ প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহাই আমার পরম লাভ; আমি তাঁহার আজ্ঞা-কারী, তাঁহার আজ্ঞাপালনই আমার ধর্ম্ম; সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, তাহা গণনা না করিয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব; এইরূপে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করুন, অভিমান-শূন্য হইয়া তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২ ॥

मातरं पितरञ्चैव साक्षात् प्रत्यक्षदेवताम् ।
मत्वा गृही निषेवेत सदा सर्व्वप्रयत्नतः ॥ ३ ॥

'मातरं पितरं च एव साक्षात् प्रत्यक्षदेवतां' 'मत्वा' विचिन्त्य 'गृही' 'निषेवेत' शुश्रूषेत 'सदा' 'सर्व्वप्रयत्नतः' सर्व्व-प्रयत्नेन ॥ ३ ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোপাসক পিতামাতাকে স্নেহদানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবেন এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেবাতে প্রদর্শন করিবেন। কদাপি তাহাতে যত্নের শৈথিল্য

করিবেন না। পিতামাতার সেবাতে পুণ্য লাভ হয়; তাহা না করিলে প্রত্যবায় জন্মে। বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর পিতা-মাতা দ্বারা আপনার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে, পিতৃ-মাতৃসেবা অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম্ম। শরীর দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; বাক্য দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে ॥ ৩ ॥

श्रावयेन्मृदुलां वाणीं सर्व्वदा प्रियमाचरेत् ।
पित्रोराज्ञानुसारी स्यात् सत्पुत्रः कुलपावनः ॥ ४ ॥

'श्रावयेत्' 'मृदुलां' कोमलां 'वाणीं' वाचं 'सर्व्वदा' 'प्रियं' हितम् 'आचरेत्' कुर्य्यात् । 'पित्रोः' मातापित्रोः 'आज्ञानुसारी' आज्ञानुवर्त्ती च 'स्यात्' भवेत् 'सत्पुत्रः' 'कुलपावनः' कुलपवित्रजनकः ॥ ४ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক ॥ ৪ ॥

কদাপি পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না।

কোমল বচনে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেক ; বিনীত বেশে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেক, ভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেক এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ-বাক্যের প্রতীক্ষা করিবেক ঃ অহরহঃ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিবেক। যদি তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক। আপনার সুখ-ভোগের কামনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেক। ইহাই সৎপুত্রের লক্ষণ। এইরূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎপুত্র হন। ইহাঁ দ্বারা কুল পবিত্র হয়॥ ৪॥

গুরূণামেব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥ ৫॥

যে যে গুরুত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ তেষাং 'সর্ব্বেষাং' 'চ' 'গুরূণাং' মধ্যে 'মাতা' 'এব' 'পরমকঃ' পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ 'গুরুঃ'। 'মাতা গুরুতরা ভূমেঃ' 'তথা' 'খাৎ' অন্তরিক্ষাৎ 'উচ্চতরঃ' 'পিতা'॥ ৫॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন।

মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর ॥ ৫ ॥

সকল মনুষ্যের মধ্যে পিতামাতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেক। পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্বান্ ও ক্ষমতাবান্ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু এরূপ গুরুতর ও মাননীয় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। পুত্র যদি পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্যা, ধন ও ক্ষমতাতে শ্রেষ্ঠ হন, তথাপি সেই গুরুতর সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে চিরকাল গুরুতর ও পূজ্যতর করিয়া রাখিবেক। বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে মত্ত হইয়া কদাপি পিতামাতাকে অবহেলা করিবেক না ॥ ৫ ॥

यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्।
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्त्तुं वर्षशतैरपि ॥ ६ ॥

'नृणाम्' अपत्यानां 'सम्भवे' सति 'यं' 'क्लेशं' 'मातापितरौ' 'सहेते'। 'तस्य' क्लेशस्य 'निष्कृतिः' आनृण्यं 'कर्त्तुं' वर्षशतैः 'अपि' 'न' 'शक्या' न शक्यते ॥ ६ ॥

সন্তান হইলে পিতামাতা যে রূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত হয় না ॥ ৬ ॥

পিতামাতা সন্তানের জন্য যেরূপ শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমৃত্যু তাঁহাদের সেবা করিলেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদেব সেবা করিয়াও কখন এরূপ অভিমান করিবেক না যে, আমি তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছি। প্রত্যুত তাঁহাদিগের অমায়িক স্নেহ ও অচলা সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত থাকিবেক। আমরণ তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেক এবং তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও তাঁহাদিগের প্রিয়কামনা সকল পূর্ণ করিতে যত্নশীল থাকিবেক ॥ ৬ ॥

ॐ

भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्य्यापुत्रः स्वका तनुः।
छाया स्वदासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्।
तस्मादेतैरधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ ७ ॥

'ज्येष्ठः' 'भ्राता' 'पित्रा' 'समः' पितृतुल्यः। 'भार्य्या पुत्रः' च 'स्वका तनुः' स्वशरीरमेव। 'स्वदासवर्गः च' नित्यानुगतत्वात् आत्मनः 'छाया' इव। 'दुहिता' 'परं' 'कृपणं' कृपापात्रम्। 'तस्मात्' कारणात् उक्तैः 'एतैः' 'सदा' 'अधिक्षिप्तः' आक्रोशितोऽपि 'असंज्वरः' असन्तापः सन् 'सहेत' ॥ ७ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাস-বর্গ আপনার ছায়া-স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী ; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক ॥ ৭ ॥

পরম-প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় পরিবারগণকে প্রতি-পালন করিবেক ; সমুদায় পরিবারকে তাঁহারই পরিবার বিবেচনা করিবেক। অতএব ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও দাসদাসীগণ হইতে যদি ক্রোধ ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ক্রোধ ও বিরাগ সম্বরণ করিয়া, যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তদনুসারে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখিবেক ; কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেক, ভার্য্যা ও সন্তানগণকে আপনার অঙ্গসদৃশ জানিবেক এবং দাসদাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেক। কাহারও দোষ দেখিলে ক্রোধান্ধ হইয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেক না, প্রত্যুত ক্ষমাশীল হইয়া সকলকে সংশোধন করিবেক। ঈশ্বর যে অটল স্নেহে সকলকে প্রতিপালন করি-তেছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া পরিবারগণের ভরণ পোষণ এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

৮

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।

न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ८ ॥

'अतिवादान्' अतिक्रमवादान् परोक्तान् 'तितिक्षेत' सहेत । 'कञ्चन' कश्चिदपि 'न' 'अवमन्येत' । 'न च इमं' 'देहं' क्षणभङ्गुरम् 'आश्रित्य' अवलम्ब्य तदर्थं 'केनचित्' सह 'वैरं' विरोधं 'कुर्वीत' कुर्य्यात् । ८ ।

পরের অত্যুক্তি-সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না ॥ ৮ ॥

সহিষ্ণুতা দ্বারা অন্যের অত্যুক্তিকে পরাজয় করিবেক; অত্যুক্তির পরিবর্ত্তে অত্যুক্তি করিবেক না; কেন না, ধর্ম্মসাধন জীবনের উদ্দেশ্য, বৈরনির্যাতন উদ্দেশ্য নহে। কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; ঈশ্বর কোন মনুষ্যকেই অবজ্ঞাত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই; সকলেই তাঁহার স্নেহের আস্পদ, অতএব সকলের প্রতি সমাদর করিবে। এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ধারণ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবেক না; প্রত্যুত যে কএক দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেক। ঈশ্বর সকলের পিতা, মনুষ্যগণ পরস্পর ভ্রাতা, পরস্পর শত্রুতা দ্বারা এই পবিত্র সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিবেক না ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্ ।

যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্গৃহম্ ॥ ১ ॥

'যাবৎ' 'পুমান্' পুরুষঃ 'জায়াং' 'ন বিন্দতে' ন লভতে 'তাবৎ' 'অর্দ্ধঃ' অসম্পূর্ণঃ 'ভবেৎ' ভবতি। 'যৎ' গৃহং 'বালৈঃ' 'বালকৈঃ' পুত্রাদিভির্বালিকাভিশ্চ 'ন' 'পরিবৃতং' ন সুসম্পন্নং 'তৎ গৃহং' 'শ্মশানম্ ইব' ॥ ১ ॥

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান-সমান ॥ ১ ॥

প্রজাকাম পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার শুভ সংকল্প লক্ষ্য করিয়া পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত হইবেক; তাহা তাঁহার অনভিপ্রেত বিবেচনা করিবেক না। বালক বালিকা পিতা মাতার হৃদয়ের আনন্দ ও গৃহের ভূষণ—বিবাহ-বন্ধনের এই পবিত্র পুরস্কার ॥ ১ ॥

২০

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २ ॥

'प्रजनार्थं' अपत्योत्पादनार्थं एताः स्त्रियः 'महाभागाः' बहुकल्याणभाजनभूताः 'पूजार्हाः' सम्मानार्हाः 'गृहदीप्तयः' गृहशोभाकारिण्यः । 'स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु' तुल्यरूपाः 'न' अनयोः 'विशेषः अस्ति' 'कश्चन' काश्चिदपि ; यथा निःश्रीकं गृहं न शोभते एवं निःस्त्रीकम् इति ॥ २ ॥

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী-সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া ; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই ॥ ২ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই পরম পিতা পরমেশ্বরের তুল্যরূপ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। কিন্তু সংসারে আসিয়া যাঁহাকে যেরূপ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে, সর্ব্বদর্শী মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে তদনুযায়ী শরীর ও মন, জ্ঞান ও ভাব, ধর্ম্ম ও ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীরা গর্ভধারণ, শিশুদিগকে পোষণ ও প্রতিপালন করিবেন, এই জন্য সেই অখিলমাতা পরমেশ্বর আপনার সুকোমল মাতৃভাবে তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শ্রী-স্বরূপা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি যত্ন, সমাদর ও সন্তোষ প্রদর্শন করিবেক ॥ ২ ॥

११

सर्व्वावयवसम्पूर्णां सुवृत्तामुद्वहेन्नरः ।

क्रयक्रीता च या कन्या पत्नी सा न विधीयते ॥ ३ ॥

'सर्वावयवसम्पूर्णां' 'सुवृत्तां' सुशीलां कन्यां 'नरः' 'उद्वहेत्' परिणयेत् । 'या' 'च' 'कन्या' 'क्रयक्रीता' क्रयेण मूल्येन क्रीतेति 'सा' 'पत्नी न विधीयते' ॥ ३ ॥

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি-সম্মত পত্নী নহে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্না ও সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। রুগ্না বা অঙ্গহীনা অথবা দুশ্চরিত্রার পাণিগ্রহণ করিবেক না। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ চির-রুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ, তাঁহারা সেই মঙ্গল-সংকল্প প্রজাপতির প্রজাবর্দ্ধনে আপনাদিগকে অনধিকারী বিবেচনা করিবেন এবং তাঁহার অন্যান্য সহস্র প্রকার প্রিয় কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন; অসংযত হইয়া সংসারে রোগ ও শোক বিস্তার করিবেন না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্র্যহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়; অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেক। পুরুষ মূল্য দ্বারা পত্নী ক্রয় করিবেন না, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে ॥ ৩ ॥

১৮

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः।

एषधर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः॥ ४ ॥

भार्य्यापत्योः 'अन्योन्यस्य' परस्परस्य 'आमरणान्तिकः' मरणान्तं यावत् तावत् धर्मार्थकामेषु 'अव्यभिचारः' 'भवेत्'। 'एषः' 'स्त्रीपुंसयोः' 'परः' प्रकृष्टः 'धर्मः' 'समासेन' संक्षेपेण 'ज्ञेयः'॥ ४ ॥

স্ত্রী-পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে॥ ৪ ॥

পতি ও পত্নী কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ভোগে পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরস্পর পৃথক্ হওয়াকে ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রীপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থ-বিষয়ক ব্যভিচার কহে; তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগ-বিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগ-বিষয়ক ব্যভিচারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভি-

চারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি পুরুষ অন্য স্ত্রীকে ও স্ত্রী অন্য পুরুষকে আসক্ত চিত্তে দর্শন বা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানসিক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলেন। অতএব স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে, ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না; কায়মনোবাক্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিপালন করিবেন ॥ ৪ ॥

१५

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ।
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ ५ ॥

'स्त्रीपुंसौ' स्त्रीच पुमांश्च तौ 'तु' 'कृतक्रियौ' कृतविवाहौ 'तथा' 'नित्यं' सर्वदा 'यतेयातां' यत्नं कुर्य्यातां 'यथा' धर्मार्थ-कामविषये 'वियुक्तौ' विच्छिन्नौ सन्तौ 'तौ' 'इतरेतरं' परस्परं 'न अभिचरेतां' न व्यभिचरेताम्। ५।

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন ॥ ৫ ॥

পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে কিরূপ গুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা অন্তরে

জাগরূক রাখিবেন। স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও সমুদায় জগতের প্রিয়, এবং দম্পতির কল্যাণ-কর, বংশের কল্যাণ-কর ও সমুদায় সংসারের কল্যাণ-কর; পরস্পর যত্নবান্ হইয়া তাহা পরিবর্দ্ধিত করিবেন; মনে মনেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। উভয়ের হৃদয় এক হইবে, উভয়ের লক্ষ্য এক হইবে, উভয়ের সুখ দুঃখ এক হইবে, এবং উভয়ে আপনাদিগকে সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের সম্মিলিত দাস-দাসী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চিরব্রতী থাকিবেন। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষুদ্র বোধ করিবেন, সামান্য আলাপ পরিত্যাগ করিবেন; যাহাতে ঐহিক ও ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহার আলোচনা করিবেন। কার্য্যবশতঃ কখন পরস্পর বিযুক্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক এই পবিত্র দাম্পত্য ব্রত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৫ ॥

১৪

सन्तुष्टोभार्य्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्य्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६ ॥

'यस्मिन् एव कुले' 'नित्यं' 'भर्त्ता' 'भार्य्यया' 'सन्तुष्टः' 'तथा एव' 'भार्य्या' 'च' 'भर्त्रा' सन्तुष्टा। 'तत्र' 'ध्रुवं' निश्चितं 'वै' अवधारणे 'कल्याणं' श्रेयः भवति ॥ ६ ॥

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা

স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ ॥ ৬ ॥

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পরকে সম্প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপর প্রীত ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবেন। যাহাতে পরস্পরের আলাপ ও আচরণ পরস্পরের বিরক্তিজনক না হয়, তাহার নিমিত্ত চেষ্টাবান্ থাকিবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না, কেহ কাহাকে হীন বোধ করিবেন না, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিবেন না। পরস্পর প্রিয়াচরণ করিবেন, পরস্পর হিতানুষ্ঠান করিবেন, পরস্পর ক্ষমাশীল হইবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিত চিন্তা ও উন্নতি সাধন করিবেন। একের মাতা পিতাকে উভয়েই মাতা পিতা বলিয়া বোধ করিবেন, একের ভ্রাতা ভগিনীকে উভয়েই ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, একের সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবেন ; এবং উভয়েই পবিত্রতা, শান্তি, শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেন। যে পরিবারে এরূপ দম্পতি থাকেন, তথায় সুখ শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর রূপে বর্দ্ধিত হয় ॥ ৬ ॥

सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती ।
मनोवाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्त्तिनी ॥ ७ ॥

'सा भार्य्या' 'या' 'पतिप्राणा' पतिरेव प्राणा यस्या इति 'सा भार्य्या' 'या' 'प्रजावती' सापत्या । सा भार्य्या या 'मनोवाक्कर्म्मभिः' 'शुद्धा' पवित्रा सती 'पतिनिदेशानुवर्त्तिनी' पत्युराज्ञानुसारिणी ॥ ७ ॥

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী ॥ ৭ ॥

স্ত্রী স্বামীকে প্রাণতুল্য দেখিবেন, বংশের প্রতিষ্ঠার্থ সন্তান কামনা করিবেন; চিন্তাতে পবিত্র থাকিবেন, বাক্যেতে ভদ্র হইবেন, বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; স্বামী যাহা বলিবেন, তাহা প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৭ ॥

१५

छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्म्मसु ।

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्य्येषु दक्षया ॥ ८ ॥

'छाया इव अनुगता' 'स्वच्छा' विशुद्धा 'सखी इव हितकर्म्मसु' । 'सदा' 'प्रहृष्टया' हर्षयुक्तया 'गृहकार्य्येषु' 'दक्षया' कुशलया स्त्रिया 'भाव्यं' भवितव्यम् ॥ ८ ॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ-কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন ॥ ৮ ॥

স্ত্রী ধর্ম্মার্থভোগ-বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল-স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবে; অতএব তিনি স্বামীকে আশ্রয়-তরু ও আপনাকে-আশ্রিত লতা বিবেচনা করিবেন; কিন্তু স্বামীর ভ্রম-প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা-শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন ও সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন; এবং তাঁহার শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে যত্নবতী থাকিবেন। স্বয়ং শরীর, পরিচ্ছদ, ও অন্তঃকরণে নির্ম্মলা হইবেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন ॥ ৮ ॥

१७

न केनचित् विवदेच्च अप्रलापविलापिनी ।

न चातिव्ययशीला स्यात् न धर्म्मार्थविरोधिनी ॥ ९ ॥

'न' 'च' 'केनचित्' जन 'विवदेत्' विवाद कुर्य्यात् 'अ-

प्रलापविलापिनी' न अनर्थकथनशीला। 'न च अतिव्ययशीला स्यात्' 'न धर्मार्थविरोधिनी' भवेत् ॥ ६ ॥

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ-বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না ॥ ৯ ॥

যে পরিবারে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও বিবাদ-বিসংবাদ প্রবিষ্ট হয়, সুখ ও সন্তোষ তথা হইতে পলায়ন করে এবং সে পরিবার শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব গৃহিণী তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন ; যাহাতে সমুদায় পরিবারের মধ্যে শান্তি থাকে, তাহার উপায় বিধান করিবেন ; সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করিবেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাষিণী হইবেন ; যে সকল বাক্যে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে, অথবা যাহা দ্বারা অন্যের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়, এই ত্রিবিধ অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন ; সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না। এবং আবশ্যক ব্যয়ে সঙ্কুচিত হইবেন না। যাহাতে ধর্ম্মের বা সাংসারিক কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

१०

पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया।

इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम् ॥ १० ॥

'पतिप्रियहिते युक्ता' पत्युः प्रिये हिते च कार्य्ये नियुक्ता 'स्वाचारा' शोभनाचारा 'संयतेन्द्रिया' नियतेन्द्रिया च सती 'इह' जीवन्ती 'कीर्त्तिं' यशः 'अवाप्नोति' प्राप्नोति 'प्रेत्य' परलोके 'अनुपमं' निरुपमं 'सुखं' च ॥ १० ॥

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

স্বামীর প্রিয়কারিণী ও হিতকারিণী সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন। তিনি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দান করে ॥ ১০ ॥

११

स्त्रीभिर्भर्त्तृवचः कार्य्यम् एषधर्म्मः परः स्त्रियाः।

सद्‌वृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्म्मतः ॥ ११ ॥

'स्त्रीभिः' सार्व्वाभिः 'भर्त्तृवचः' पतिवाक्यं 'कार्य्यं' 'एषः' 'स्त्रियाः' 'परः' प्रकृष्टः 'धर्म्मः' । 'सद्‌वृत्तचारिणीं' सदाचारशीलां 'पत्नीं त्यक्त्वा' 'धर्म्मतः' 'पतति' पतितोभवति ॥ ११ ॥

স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচার-শালা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন ॥ ১১ ॥

স্ত্রী স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃদুতার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে কঠোর অনুরোধ করিবেন না। তাঁহার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। সদুপদেশ প্রদান ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। প্রীতি ও সমাদরের সহিত পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন এবং আপনার ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগ-বিষয়ে তাঁহাকে সহভাগিনী করিবেন। যিনি সাধ্বী স্ত্রী প্রার্থনা করেন, তিনি স্বয়ং সৎপতি হইতে চেষ্টা করুন। সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়; অতএব পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ১১ ॥

१२

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः ।

द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ १२ ॥

'सूक्ष्मेभ्यः अपि' स्वल्पेभ्योऽपि 'प्रसङ्गेभ्यः' दुःसङ्गेभ्यः 'विशेषतः' विशेषेण 'स्त्रियः' 'रक्ष्याः' स्वल्पादपि किं पुनर्महद्भ्यः। 'हि' यस्मात् 'अरक्षिताः' सत्यः 'द्वयोः' 'कुलयोः' पितृभर्तृकुलयोः 'शोकं' सन्तापम् 'आवहेयुः' प्रापयेयुः ॥ १२ ॥

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যে হেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ-কুল ও ভর্ত্তৃ-কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন ॥ ১২ ॥

যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম্ম-ভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপপ্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। যাহাদিগের অপবিত্রতা ভাল লাগে ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য; পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যাহাদের অনুরাগ নাই, তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক; এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে, যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোক-দিগকে রক্ষা করিবেক। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে ॥ ১২ ॥

५१

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १३ ॥

या दुःशीलतया नात्मानं रक्षन्ति ताः 'आप्तकारिभिः' आप्ताः विश्वस्ताः कारिणः आज्ञाकारिणः आप्ताश्च ते कारिणश्चेति आप्तकारिणस्तैः 'पुरुषैः' 'गृहे' रुद्धाः अपि 'अरक्षिताः' भवन्ति । 'याः' तु धर्म्मशीलतया 'आत्मानम् आत्मना रक्षेयुः' रक्षन्ति 'ताः' एव 'सुरक्षिताः' भवन्ति । अतः स्त्रीभ्यो धर्म्ममुपदिशेदित्यभिप्रायः । १३ ।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্যও পাপময় হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য্য পবিত্র হয়। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক; তাহা হইলে তাহাদিগের মন ধর্ম্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই রক্ষা পান ॥ ১৩ ॥

१४

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्य्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।
यवीयसस्तु या भार्य्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ १४ ॥

'ज्येष्ठस्य' 'भ्रातुः' 'या' 'भार्य्या' 'सा' 'अनुजस्य' भ्रातुः 'गुरुपत्नी' भवति । 'यवीयसः' कनिष्ठस्य भ्रातुः 'तु या भार्य्या' 'सा' 'ज्येष्ठस्य' 'स्नुषा' वधूरिति मुनिभिः 'स्मृता' ॥ १४ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু-পত্নী-স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র-বধূস্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পিতৃ-তুল্য দেখিবেক, সেইরূপ তাঁহার ভার্য্যার প্রতি মাতৃ-সমুচিত সম্মান করিবেক; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পুত্রসদৃশ দেখিবেক, সেই রূপ তাঁহার পত্নীর প্রতি পুত্রবধূ-সমুচিত স্নেহ করিবেক। যাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাঁহার ভার্য্যার প্রতি তদনুরূপ সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক ॥ ১৪ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

१५

स्वतः पालयेत् दारान् विद्यामध्यापयेत् सुतान् ।

गोपयेत् स्वजनान् बन्धूनेषधर्म्मः सनातनः ॥ १ ॥

'गृहस्थः पालयेत् दारान् विद्याम् अभ्यासयेत् सुतान्'।
'गोपयेत्' रक्षेत् 'स्वजनान् बन्धून्' 'एषः धर्म्मः सनातनः' ॥ १ ॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্র-দিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধু-বর্গকে রক্ষা করিবেক ; এই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১ ॥

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষা দান এবং স্বজন ও বন্ধুগণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম জানিবে। সন্তান-গণকে কেবল অন্ন বস্ত্র প্রদান করিলেই পিতামাতার সমুদায় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না। যাহাতে পুত্রগণ সাধুভাব ও সদ্ভাব সহকারে ঈশ্বরের প্রতি ও সমুদায় মনুষ্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ইহ লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও পরলোকে সদগতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, পিতামাতা সন্তানগণকে সেই রূপ শিক্ষা দান করিবেন। গৃহস্থ সাধ্যানুসারে স্বজন ও বন্ধুগণের আনুকূল্য করিবেন ; অন্যের হিত সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ হইবেন না ॥ ১ ॥

२॥

कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।
देया वराय विदुषे धनरत्नसमन्विता ॥ २ ॥

'कन्या अपि' 'एवम्' इत्थेन प्रकारेण 'पालनीया' 'शिक्ष-णीया' च 'अतियत्नतः'। 'विदुषे' पण्डिताय 'वराय' धनरत्न-समन्विता सा 'देया' ॥ २ ॥

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক ॥ ২ ॥

কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ও জ্ঞান-ধর্ম্মে শিক্ষা দান করিবেক। কন্যা পতিকুলে অবস্থান করিয়া যে সকল গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অধিক শিক্ষা করে। অতএব জনক জননী যত্ন পূর্ব্বক কন্যাদিগের সেই শিক্ষা সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি উজ্জ্বল হয় এবং মহানুভাবতা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে পুত্র ও কন্যাকে নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষিত করিবেন। পরে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিবেন ॥ ২ ॥

३।

यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।
तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निमग्ना ॥ ३ ॥

'यादृशेन' 'भर्त्रा' साधुनाऽसाधुना वा 'यथाविधि' 'स्त्री'

संयुज्यते' 'सा' 'तादृग्गुणा' 'भवति' 'समुद्रेण इव' यथा समुद्रेण सह युक्ता 'निम्नगा' नदी स्वादूदकापि क्षारजला जायते तथा ॥ ३ ॥

যে স্ত্রী যাদৃগ্-গুণ-বিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি-পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয় ॥ ৩ ॥

স্বামীর গুণে পত্নীও গুণবতী হয়, এবং স্বামীর দোষে পত্নীরও দোষ জন্মিতে পারে; অতএব কন্যার জন্য গুণবান্ পাত্র অন্বেষণ করিবেক। যিনি জ্ঞানবান্, ঈশ্বর-পরায়ণ, আচার ব্যবহারে সাধু ও ভদ্র, যাঁহার কুল ও শীল কন্যা অপেক্ষা হীনতর নহে এবং যাঁহার প্রতি কন্যার বিরাগ ও বিদ্বেষ না থাকিবে, তাদৃশ সৎপাত্রে কন্যা দান করিবেব ॥ ৩ ॥

२४

अज्ञातपतिमर्य्यादामज्ञातपतिसेवनाम्।

नोद्वाहयेत् पिता बालामज्ञातधर्म्मशासनाम् ॥ ४ ॥

'अज्ञातपतिमर्य्यादाम्' अज्ञाता पतिमर्य्यादा यया तां तथा

'অজ্ঞাতপতিসেবনাম্,' তথা 'অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং' 'বালাং' 'পিতা' 'ন উদ্বাহয়েৎ' ন বিবাহয়েৎ ॥ ৪ ॥

কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না॥ ৪ ॥

দাম্পত্যব্রত কিরূপ গুরুতর, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কিরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় এবং ধর্ম্ম কেমন যত্নের ধন, এই সমস্ত বিষয় কন্যা যে বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হয়, তাদৃশ বয়সে কন্যার বিবাহ দিবেক না ॥ ৪ ॥

২৭

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।

গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥ ৫ ॥

'কন্যায়াঃ পিতা' 'বিদ্বান্' শুল্কগ্রহণদোষজ্ঞঃ কন্যাদাননিমিত্তকম্ 'অণু অপি' অল্পমপি 'শুল্কং' মূল্যং 'ন' 'গৃহ্নীয়াৎ'। 'হি' যস্মাৎ 'নরঃ' 'লোভেন' শুল্কং 'গৃহ্নন্' 'অপত্যবিক্রয়ী' সন্তানবিক্রেতা 'স্যাৎ' ॥ ৫ ॥

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যা দান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও

পণ গ্রহণ করিবেন না ; লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয় ॥ ৫ ॥

কন্যাকে প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও সৎপাত্রে সমর্পণ পিতা-মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন। কন্যা দান করিয়া তাহার পণ গ্রহণ করিবেন না ; পণ গ্রহণ করিলে দান করা হয় না, বিক্রয় করা হয়। যে পিতামাতা লোভাসক্ত হইয়া কন্যাকে বিক্রয় করে, তাহারা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয় ; কেননা মনুষ্য-বিক্রয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার ॥ ৫ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ।

१८

न तेन वृद्धोभवति येनास्य पलितं शिरः ।
योवै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १ ॥

'न' 'तेन' हेतुना 'वृद्धः भवति येन' 'अस्य' मनुष्यस्य 'पलितं' शुक्लकेशं 'शिरः' मस्तकम् । किन्तु 'युवा अपि' सन् 'यः' 'अधीयानः' विद्वान् 'तं' 'वै' एव 'देवाः' 'स्थविरं' वृद्धं 'विदुः' जानन्ति ॥ १ ॥

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ॥ ১ ॥

যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিবেক; তাহার প্রতি অবহেলা করিবেক না। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু নির্ম্মল হয়। যে ভ্রম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভের বিঘ্নকারী, যে ভ্রম সত্যকে অসত্য রূপে ও অসত্যকে সত্য রূপে প্রকাশ করে, যে ভ্রম কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা হইতে মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। অতএব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবেক। ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিবেক; কেননা ভৌতিক জগতে ভূতাধিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাব ও আশ্চর্য্য মহিমা দীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সকলের কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মিবে। আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক; আত্মা সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে। আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইবে এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচুর উপায় অবগত হইতে পারিবে। এই রূপে উভয় বিদ্যা দ্বারা সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেক ॥ ১ ॥

७८

मौनान्न समुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः।

स्वलक्षणन्तु योवेद समुनिः श्रेष्ठउच्यते॥ २॥

'मौनात्' वाक्याभावात् 'न सः मुनिः भवति' 'न' 'अरण्यवसनात्' वनवासात् 'मुनिः'। 'स्वलक्षणं तु' आत्मस्वरूपं तु 'यः' 'वेद' जानाति 'सः' 'श्रेष्ठः' 'मुनिः' मननशीलः 'उच्यते' कथ्यते॥ २॥

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য-বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি॥ ২॥

বনে বাস বা বাক্য ত্যাগ মুনির লক্ষণ নহে। নিভৃত হইয়া আপনার বিষয় আলোচনা করিবেক। আমি কে, এই শরীরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এই জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, কোথা হইতে আইলাম, কে আমাকে আনয়ন করিলেন, কিজন্য এখানে অবস্থান করিতেছি, পরিশেষে কোথায় যাইব; কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ, কখন বিপদ, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আমাতে উপস্থিত হইতেছে, এই সকলের উদ্দেশ্য কি; এই শরীর, এই ইন্দ্রিয়, এই প্রবৃত্তি, এই বাসনা কিজন্য আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে সুখের সামগ্রী সুসজ্জিত আছে, কেন তাহা চির-

কাল তৃপ্তিকর হয় না; সকল কামনা ভেদ করিয়া যে অমৃতত্বের কামনা উত্থিত হইতেছে, কোথায় তাহা পরিপূর্ণ হইবে; প্রকৃত মুনি আপনাতে প্রবেশ করিয়া এই সকল বিষয় মনন করিতে থাকেন এবং ঈশ্বর-প্রসাদে যে আলোক লাভ করেন, তাহাতে আপনার গন্তব্য পথ দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হন ॥ ২ ॥

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।

আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ ॥ ৩ ॥

'পূর্ব্বাভিঃ' পূর্ব্বকালবর্ত্তিভিঃ 'অসমৃদ্ধিভিঃ' ধনানামসম্পত্তিভিঃ মন্দভাগ্যোঽহমিতি 'আত্মানং' 'ন' 'অবমন্যেত' নাবজানীয়াৎ। কিন্তু 'আমৃত্যোঃ' মরণপর্য্যন্তং 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিম্ 'অন্বিচ্ছেৎ' তৎসিদ্ধিনিমিত্তম্ উদ্যমং কুর্য্যাৎ 'ন এনাং' 'দুর্লভাং' 'মন্যেত' বুদ্ধ্যা ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বধনসম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন-সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না ॥ ৩ ॥

ত্রিভুবনপালক পরমেশ্বর মনুষ্যকে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়া জীবিকা সংস্থানের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বতন

ধন-সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্য বোধ করিবেক না এবং তাহা দুর্লভ ভাবিয়া নিরুদ্যম হইবেক না। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইয়াও আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। ন্যায়পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জ্জনের অধিকারী জানিবেক। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করা আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য জানিবেক॥ ৩॥

২২

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥ ৪॥

'সর্ব্বং' 'পরবশং' 'দুঃখং' দুঃখহেতুঃ 'সর্ব্বম্ আত্মবশং' 'সুখং' সুখকারণম্। 'এতৎ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ 'সুখদুঃখয়োঃ' 'লক্ষণং' 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ। ৪।

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে॥ ৪॥

ঈশ্বর করুণা করিয়া মনুষ্যকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবেক। আত্ম-চিন্তা ও আত্ম-নির্ভর অভ্যাস করিবেক। যত দূর সাধ্য আপনার কর্ম্ম

আপনি করিবেক। বন্ধুগণের পরামর্শ যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেক, কিন্তু স্বয়ং হিতাহিত বিবেচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেক না। কৃতজ্ঞ চিত্তে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেক; কিন্তু স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইবেক না। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেক না ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেক না ॥ ৪ ॥

५२

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।
उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीड़येत् ॥ ५ ॥

'आत्मनः मूलं' धनादिकं यत् किञ्चित् तत् 'न उच्छिन्द्यात्' न उत्सादयेत् 'परेषां च' धनादिकम् 'अतितृष्णया नोच्छिन्द्यात्'। 'हि' यस्मात् 'आत्मनः' परेषाञ्च 'मूलम्' 'उच्छिन्दन्' 'आत्मानं' 'तान् च' मनुष्यान् 'पीड़येत्' पीड़यति ॥ ५ ॥

আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যে হেতু আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয় ॥ ৫ ॥

অতিলোভে কেবল যে পরের অর্থ বিনাশ করা হয় এমত নহে, আপনারও তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারে। অতএব মিতব্যয়

অভ্যাস করিয়া অতি লোভ পরিত্যাগ করিবেক। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেক, কদাপি কৃপণতা-দোষে লিপ্ত হইবেক না ॥ ৫ ॥

६

युवैव धर्म्मशीलः स्यात् अनित्यं खलु जीवितम्।

को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ॥ ६ ॥

'युवा एव धर्म्मशीलः स्यात्' यतः 'जीवितं' जीवनं 'खलु' निश्चितम् 'अनित्यम्'; 'को हि जानाति' यत् 'अद्य' 'कस्य' 'मृत्युकालः भविष्यति' ॥ ६ ॥

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে ॥ ৬ ॥

যৌবন কাল সুখ ভোগের জন্য ও বার্দ্ধক্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ইহা অবিবেকীর বাক্য। অধর্ম্ম বৃদ্ধকেও কলঙ্কিত করে, যুবাকেও কলঙ্কিত করে। যৌবন কালে যাহা অভ্যাস হয়, প্রায় চিরজীবন তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। যৌবন কালেই পাপ-প্রলোভন তীব্র বেগে মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহা বিস্মৃত হইবেক না যে, মৃত্যু যুবাকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দেয়।

অতএব যৌবন কাল অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেক ; সদাচরণ অভ্যাস করিবেক ; পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নশীল হইবেক, কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গের সেবা করিবেক এবং কঠোরতা সহকারে অহরহঃ আপনাকে পরীক্ষা করিতে থাকিবেক ॥ ৬ ॥

२७

सुवृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्मात्मविद्बुधः ।

प्राप्येह लोके सम्मानं सुगतिं प्रेत्य गच्छति ॥ ७ ॥

'सुवृत्तः' शोभनचरित्रः 'शीलसम्पन्नः' सद्गुणसम्पन्नः 'प्रसन्नात्मा' प्रसन्नचित्तः 'आत्मवित्' ब्रह्मवित् 'बुधः' पण्डितः 'इह लोके' 'सम्मानं' पूजां 'प्राप्य' 'प्रेत्य' अस्माल्लोकात् [illegible] 'सुगतिं' साधुगतिं 'गच्छति' प्राप्नोति । ७ ।

যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞানী ; তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

সদসদ্ বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করিবেক ও সুমার্জিত শুভ বুদ্ধির আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সচ্চরিত্র ও সুশীল হইবেক ; সচ্চরিত্র ও পবিত্র হইয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবেক এবং ব্রহ্ম-

জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হইবেক। ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে সদ্গতি ইহার পুরস্কার ॥ ৭ ॥

२५

यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक् प्रणिहिते सदा।

तपस्त्यागश्च सत्यञ्च स वै परमवाप्नुयात् ॥ ८ ॥

'यस्य' जनस्य 'वाङ्मनसी' वाक् च मनश्च 'सदा' सम्यक् 'प्रणिहिते' प्रकृष्टावधानयुक्ते 'स्यातां' भवेतां 'तपः' 'त्यागः च' दानञ्च 'सत्यं च' 'स वै' सजनः 'परं' पदम् 'अवाप्नुयात्' प्राप्नोति ॥ ८ ॥

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে সংযত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য-কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

বাক্য ও মন পরস্পর সংযত না হইলে মিথ্যা কথা ও প্রলাপ বাক্য এই দুই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা জানিতেছে, বাক্য তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া অন্যথা বলিলেই তাহা মিথ্যা হইল এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুযায়ী মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইল। অতএব বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানধারণারূপ তপস্যা, সৎপাত্রে দান ও সত্য ব্যবহার করিবেক ॥ ৮ ॥

९

धर्म्मनित्यः प्रशान्तात्मा कार्य्ययोगवहः सदा।
नाधर्म्मे कुरुते बुद्धिं न च पापे प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥

'धर्म्मनित्यः' धर्म्मे नितरां रतः 'प्रशान्तात्मा' समाहितचित्तः 'कार्य्ययोगवहः' कार्य्योपायतत्परः 'सदा'। 'न अधर्म्मे कुरुते बुद्धिं न च पापे प्रवर्त्तते' ॥ ९ ॥

যে প্রশান্তাত্মা ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ৯ ॥

শান্তচিত্ত ও ধর্ম্মের অনুগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ও তাহার উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিবেক। অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে মন পাপের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে ও তাহা হইতে কর্ম্মও পাপময় হইয়া উঠিবে। আলস্য সকল দোষের আকর ॥ ৯ ॥

१०

धर्म्मार्थौ यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशानुगः।
श्रीप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ १० ॥

'यः' धर्मञ्च अर्थञ्च 'धर्मार्थौ' तौ 'परित्यज्य' 'इन्द्रियवशा-
नुगः' इन्द्रियाणां वशानुगामी 'स्यात्' 'सः' 'क्षिप्रं' शीघ्रं
'श्रीप्राणधनदारेभ्यः' 'परिहीयते' भ्रष्टोभवति । १० ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রি-
য়ের অধীন হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা হইতে অবি-
লম্বে পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রি-
য়গণের তৃপ্তিকর আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেক না। বিষয়সুখ
মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য বিষয়-সুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই।
মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান্। তাহার প্রতি অবহেলা
করিয়া যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের দাস ও বিষয়সুখে
আসক্ত হইয়া থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে চেতনা দিবার নিমিত্ত
উপযুক্ত দণ্ড দান করেন, সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে
পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

१८

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।
सएव नियतोबन्धुः सएव नियतोरिपुः ॥ ११ ॥

'येन' 'आत्मना' स्वेन 'आत्मा' 'जितः' वशीकृतः 'अर्थ

'आत्मनः' 'आत्मा' 'एव' स्वएव 'बन्धुः'. 'न' 'एव' आत्मैव 'नियतः बन्धुः स' एव नियतः रिपुः' ॥ ११ ॥

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু॥ ১১ ॥

আত্মাতে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে; সকল প্রবৃত্তিই আপনার আপনার বিষয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। আত্মা যদি কেবল এই সকল প্রবৃত্তিস্রোতে অবগাহন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। এই জন্য ঈশ্বর তাহাকে কর্ত্তৃত্ব-শক্তি দিয়াছেন; তাহা দ্বারা আত্মা আপনার প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইতে পারে। মনুষ্য এইরূপে আপনাকে দমন করিতে না পারিলে আপনিই আপনার যে রূপ অনিষ্ট করে, অন্য লোকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে এবং আপনি আপনার প্রভু হইয়া যেরূপ আপনার হিত সাধন করিতে পারে, অন্য লোকে সেরূপ কিছুই করিতে পারে না। অতএব আপনাকে শাসনে রাখিয়া আপনার মঙ্গল করিয়া আপনার সহিত বন্ধুতা করিবেক; আপনি আপনার শত্রু হইবেক না। কর্ত্তৃত্ব সহকারে আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকিবেক; মঙ্গলের পথে বলপূর্ব্বক আপনাকে চালনা করিবেক। যদি কোন আন্তরিক রিপু প্রবল হইয়া তাহাতে বিঘ্ন দেয়, বলপূর্ব্বক তাহার বাধা অতি-

ক্রম করিবেক। কখনই আত্মশাসনে আলস্য ও ঔদাস্য করিয়া আপনাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবেক না। সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিলেই আপনার সহিত বন্ধুতা করা হইবেক ॥ ১১ ॥

प्राप्य चोत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवम् ।
न वेत्त्यात्महितं यस्तु स भवेदात्मघातकः ॥ १२ ॥

'यः तु' 'उत्तमं मानवं 'जन्म' 'प्राप्य' 'च अपि' 'इन्द्रियसौष्ठवम्' इन्द्रियनैपुण्यं 'लब्ध्वा च'। 'आत्महितं' 'न वेत्ति' न जानाति 'स' 'आत्मघातक' आत्मघाती 'भवेत्' भवति ॥ १२ ॥

উত্তম মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে, সে আত্ম-ঘাতী হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বদা আত্মার হিত চিন্তা করিবেক। কি প্রকারে আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়, কি প্রকারে ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিবেক; আত্মার অনন্ত জীবনের অপরিমেয় দীর্ঘতা স্মরণ করিয়া তাহার সম্বল আহরণ করিবেক। ক্ষুদ্রতা ও মলিনতাতে আসক্তি পরিত্যাগ

করিবেক। যাহা অনন্ত কালের জন্য আত্মার হিতকর হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। পাপাচরণ করিলেই আপনার অনিষ্ট করা হয়। অতএব আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করিবেক না; এমন উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম পাপাচার দ্বারা মলিন করিয়া রাখিবেক না॥ ১২ ॥

पूर्वे वयसि तत् कुर्य्यात् येन वृद्धः सुखं वसेत्।

यावज्जीवेन तत् कुर्य्यात् येनामुत्र सुखं वसेत् ॥ १३ ॥

'येन' कर्म्मणा 'वृद्धः' सन् 'सुखं' यथा स्यात् तथा 'वसेत्' तत् कर्म्म 'पूर्वे वयसि' पूर्ववयसि कुर्य्यात्। येन 'अमुत्र' परत्र लोके 'सुखं' 'वसेत्' तत् 'यावज्जीवेन' यावज्जीवनं कुर्य्यात् ॥ १३ ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা বৃদ্ধ কালে সুখে থাকিতে পারে; আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা পর লোকে সুখী হইতে পারে॥ ১৩ ॥

কেবল বর্ত্তমান সুখের লোভে মুগ্ধ ও মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিবেক না। যাহা কেবল অদ্যকার জন্য সুখকর,

তাহার অনুরোধে চিরস্থায়ী মঙ্গলে অবহেলা করিবেক না। কেবল ক্রীড়া কৌতুক লইয়া বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিবেক না; ধর্ম্ম শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা ও পরিশ্রম অভ্যাস প্রভৃতি বাল্য ও যৌবনের কার্য্য সকল যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, নতুবা বৃদ্ধকাল কেবল দুঃখ ও বিরক্তি ভোগের আধার হইয়া থাকিবেক। এবং চিরজীবন ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহাতে প্রীতি-বৃদ্ধি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে পর লোকে সদ্গতি লাভ হইবেক। যদি ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াই প্রথম বয়স অতিবাহিত কর, মনে করিয়া দেখ, যখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইবে, যখন শরীর বলহীন হইয়া পড়িবে, যখন ইন্দ্রিয়গণ জীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন শান্তি ও আরামের কোন ভরসা থাকিবে না। আলোচনা করিয়া দেখ, যদি পৃথিবীর সুখই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া নির্বিচারচিত্তে চিরজীবন তাহারই সেবাতে আসক্ত হইয়া থাক, যদি জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে না পার, তাহা হইলে যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে যাইবে যে, সেখানে পৃথিবীর কোন বস্তু সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে; কেন না, সেখানে যাহা আবশ্যক তাহা তোমার নিকটে কিছুই নাই॥ ১৩॥

४६

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्द्देशं भृतको यथा ॥ १४ ॥

'मरणं' 'न अभिनन्देत' न कामयेत् 'जीवितं' च 'न अभिनन्देत'। किन्तु 'कालम् एव' 'प्रतीक्षेत' अपेक्षेत 'यथा' 'भृतकः' 'निर्देशं' निर्दिश्यते असौ निर्देशो भृतिः तत्परिशोधनकाल तथा ॥ १४ ॥

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক, যেমন কর্ম্মচারী ভৃতিলাভের কালকে প্রতীক্ষা করে ॥ ১৪ ॥

আপনার অনিত্য জীবন বিস্মৃত হইয়া পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেক না এবং পর লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐহিক জীবনে উপেক্ষা ও অবহেলা করিবেক না। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত জীবনের প্রভু; তিনি যত দিন পৃথিবীতে রাখেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা বহন কর; তিনি যখন লোকান্তরে লইয়া যাইতে মৃত্যুকে প্রেরণ করিবেন, শোকশূন্য হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইবে। আপনার আশা ভূলোকেও বদ্ধ করিও না, দ্যুলোকেও বদ্ধ করিও না; সেই পরম লোক পরমেশ্বরে তাহা সংস্থাপিত করিয়া রাখ ॥১৪॥

पञ्चमोऽध्यायः।

५८

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्।
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्य्ययः॥ १॥

'सुखार्थी' सुखप्रार्थकः नरः 'सन्तोषम्' 'आस्थाय' अवलम्ब्य 'संयतः भवेत्'। 'हि' यस्मात् 'सुखं' 'सन्तोषमूलं' सन्तोषहेतुकं 'विपर्य्ययः' असन्तोषः 'दुःखमूलं' दुःखकारणम्॥ १॥

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবে; যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল॥ ১॥

যে ব্যক্তি যেমন যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। অতএব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক। যে ব্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অনর্থক অসন্তুষ্ট হইবেক না; তাহাতে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ হইবে, এবং উপস্থিত সুখেরও আস্বাদন পাইবে না। অতএব সুখদাতা ঈশ্বর তোমার সাধ্য ও চেষ্টানুযায়ী যে সুখ প্রদান করিবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট

হইবে। ধন মান পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কোন বিষয়ের নিমিত্তই দুরাকাঙ্ক্ষ হইবে না ॥ ১ ॥

४२

असन्तोषपरा मूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः ।
अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम् ॥ २ ॥

'मूढाः' मूर्खाः 'असन्तोषपराः'। 'पण्डिताः' 'सन्तोषं यान्ति' सन्तुष्टा भवन्ति । यतः 'पिपासायाः' विषयतृष्णायाः 'अन्तः' न 'अस्ति' अपि तु 'सन्तोषः' परमं सुखम् ॥ २ ॥

মূর্খেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ ॥ ২ ॥

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। পণ্ডিতেরা বিষয়-তৃষ্ণার এইরূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখী হন এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করেন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে, এবং যে থানে যত অধিক বাহ্য বিষয় দর্শন করে, সেখানে তত

অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। এই জন্য তাহারা সুখরত্নের স্পর্শমণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখিত থাকে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা জয় করিয়া সন্তোষ অভ্যাস করিবেক॥ ২ ॥

३९

सुखदुःखं हि पुरुषः पर्य्यायेणोपसेवते ।

सुखमापतितं सेवेत् दुःखमापतितं वहेत् ॥ ३ ॥

'हि' यस्मात् 'पुरुषः' 'सुखदुःखं' सुखञ्च दुःखञ्च ततः 'पर्य्यायेण' क्रमेण 'उपसेवते'। तस्मात् 'आपतितम्' आगतं 'सुखं' 'सेवेत' सेवेत 'दुःखम् आपतितं वहेत्' ॥ ३ ॥

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক॥ ৩॥

মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর নিরন্তর আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি

সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন, তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে; দুর্ব্বল মনুষ্যকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্তচিত্তে তাহা বহন করিবেক ও সর্ব্বদা তাঁহার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিবেক ॥ ৩ ॥

४५

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम् ।
शरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ४ ॥

'न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्'। 'शरीरम् एव' 'आयतनम्' आश्रयः 'दुःखस्य च सुखस्य च' ॥ ४ ॥

চির কাল দুঃখ থাকে না এবং চির কালও সুখ লাভ হয় না। শরীর, সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আয়তন ॥ ৪ ॥

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখ-সম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন; যখন দুঃখ-বিপদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই অপূর্ণ-প্রকৃতি মনুষ্যকেমঙ্গল-রাজ্যের সন্নিহিত করিতেছে। অতএব সুখ, ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখন বা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছা-পূর্ব্বক সুখসম্পত্তি বিসর্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ্ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তখনকার সেই দুঃখ বিপদ্ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ্ ॥ ৪ ॥

৫৫

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम् ।

प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजिता ॥ ५ ॥

'सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वा अप्रियम्' 'प्राप्तं प्राप्तं' तत् सर्वम् 'अपराजिता' अपराभूतेन 'हृदयेन' मनसा 'उपासीत' स्वीकुर्य्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

সুখই হউক কিংবা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক ॥ ৫ ॥

সুখই হউক, আর দুঃখই হউক; প্রিয় ঘটনাই হউক, আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও অবস্থাস্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর জীবিত, জাগরিত ও আমাদের সন্নিহিত আছেন; প্রভূত সুখ-সম্পত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না; ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ সকলেরই পশ্চাদ্ভাগে তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিবে এবং সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না ॥ ৫ ॥

৪৬

प्रिये नातिभृशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत् ।

न मुह्येदर्थकृच्छ्रेषु न च धर्मं परित्यजेत् ॥ ६ ॥

'प्रिये' प्राप्ते 'अतिभृशम्' अत्यर्थं 'न' 'हृष्येत्' न मोदेत 'अप्रिये' 'च' 'न' 'संज्वरेत्' न ग्लायेत्। 'अर्थकृच्छ्रेषु' अर्था-भावहेतुकेषु बहुष्वपि कष्टेषु सत्सु 'न मुह्येत्' न मुग्धो भवेत्। 'न च धर्मं परित्यजेत्' ॥ ६ ॥

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ম্রিয়মাণ হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না॥ ৬॥

প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না। অতিমাত্র হর্ষ ও অতিমাত্র বিষাদ উভয়ই বিবেকশক্তিকে অপহরণ করে; অবিবেকী মনুষ্য কার্য্যাকার্য্যবিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎকালে নম্র হইয়া থাকিবেক এবং বিপৎকালে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রতিবিধেয়, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিবেক। ইহাও বিচার করিয়া দেখিবেক, আমরা যাহা প্রিয় ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর না হইতে পারে এবং যাহা অপ্রিয় ভাবিয়া ভীত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর হইতে পারে। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইলে দুর্ব্বলহৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা পায়; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে, এক্ষণে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হইতেছে, পরিণামে তাহাই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত করিয়া দিবে। অতএব যদি দুঃখের ভরে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবেক না॥ ৬॥

५८

सन्तापात् भ्रश्यते रूपं सन्तापात् भ्रश्यते बलम् ।

सन्तापाद्भ्रश्यते ज्ञानं सन्तापाद्व्याधिमृच्छति ॥ ७ ॥

'सन्तापात्' सन्तापेन हेतुना 'भ्रश्यते' नश्यति 'रूपं' तथा 'सन्तापात् भ्रश्यते बलम्'। 'सन्तापात् भ्रश्यते ज्ञानं' 'सन्तापात् व्याधिम्' 'ऋच्छति' प्राप्नोति ॥ ७ ॥

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয়বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। লঘুচিত্ত মনুষ্যগণ তাদৃশ ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হওয়াতে শ্রীভ্রষ্ট, বলভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবেক। সকল ঘটনাই কোন না কোন বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষাদান করে; অতএব মনস্তাপে অধীর হইয়া সেই মঙ্গল-জনক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিবেক না। অনেক সন্তাপ আমাদের নিজ দোষে উৎপন্ন হয়; অতএব তাহাতে হতচেতন না হইয়া আপনার

দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবেক। হৃদয়মন্দিরে অনবরত বিরাজিত আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস সর্ব্বপ্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে; তাঁহাকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া এবং তাঁহার নিকট শান্তি প্রার্থনা করিয়া সমুদায় হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাণ করিবেক এবং প্রফুল্ল চিত্তে সংসারে অবস্থান করিবেক॥ ৭॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৪৯

स्वीयं यशः पौरुषञ्च गुप्तये कथितञ्च यत्।

कृतं यदुपकाराय धर्म्मज्ञो न प्रकाशयेत्॥ १॥

'स्वीयम्' आत्मीयं 'यशः' पौरुषं च पुरुषकारञ्च 'गुप्तये' गोपनाय च 'यत्' 'कथितं' 'कृतं यत्' 'उपकाराय' उपकारार्थं परेषां तत् सर्वं 'धर्म्मज्ञः न प्रकाशयेत्'॥ १॥

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না॥ ১॥

কেবল যশোলাভ লক্ষ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য নহে। যশঃস্পৃহাকে সংযত করিয়া ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। তাহাতে লোকে যদি যশোগান করে, স্ফীত ও গর্ব্বিত না হইয়া বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবেক। কদাপি আপনার সুখ্যাতি আপনি করিবেক না। যদি আপনাকে সুখ্যাতির পাত্র বোধ হয়, অথচ লোকে সুখ্যাতি না করে, তাহাতে বিস্মিত হইবেক না ও চঞ্চল হইয়া আপনার যশোগান করিতে উদ্যত হইবেক না; সকল কার্য্যে আপনার ধর্ম্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইলেই স্বয়ং পরিতৃপ্ত থাকিবেক। যেখানে আপনার কথা আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইবেক, সেখানে যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত কহিবেক না।

পরমেশ্বর যাঁহাকে যেপ্রকার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু সেই শক্তি লইয়া আত্মশ্লাঘা করিবেক না। মূঢ়েরা পৌরুষের কার্য্য অপেক্ষা আত্মশ্লাঘা করিতেই অধিক ভাল বাসে; ধীরেরা মৌনী থাকিয়া আপনার সমস্ত প্রভাব ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে, তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেক না; করিলে বিশ্বাস-ঘাতক হইবেক। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাৎ তাহার সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সেই গুপ্ত কথা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেক।

আত্মকৃত পরোপকার-ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না; তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব বিলুপ্ত হয় ও তাহা ধর্ম্মের রূপ পরিত্যাগ করে॥ ১॥

५०

सत्यं मृदु प्रियं वाक्यं धीरो हितकरं वदेत्।
आत्मोत्कर्षं तथा निन्दां परेषां परिवर्ज्जयेत् ॥ २ ॥

'सत्यं' यथार्थस्वरूपं 'मृदु' कोमलं 'प्रियं' प्रीतिदं 'हितकरं' 'वाक्यं' 'धीरः' धीमान् 'वदेत्' सर्व्वदा। 'आत्मोत्कर्षम्' आत्मोन्नतिं 'तथा' 'परेषां' 'निन्दां' 'परिवर्ज्जयेत्' ॥ २ ॥

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২ ॥

মন যাহা জানিতেছে, বাক্যে তাহার অন্যথা করিবেক না; যাহাতে লোকে তাঁহার মনোগত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সংশয়যুক্ত হয়, এরূপ কঠিন বাক্য কহিবেক না; এবং আমার মনোগত অর্থ না বুঝিয়া লোকে অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করুক, এরূপ অভিপ্রায়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করিবেক না; যাহা সত্য বলিয়া জানিবে, বলিবার সময়ে তাহা অবিকল ব্যক্ত করিয়া বলিবেক। লোকের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিয়া কঠোর বাক্যেও সম্ভাষণ করা যাইতে পারে, হৃদয়গ্রাহী কোমল ভাবেও তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; যাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, তাহারা কঠোর বাক্য ব্যবহার করে; তাহা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুদ্রতা ও কঠোর বাক্য পরিত্যাগ

করিয়া সহৃদয় হইয়া কোমল বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কাহারও হৃদয়ে আঘাত দিবার নিমিত্ত অপ্রিয় বাক্য কহিবেক না এবং সকলের হিত লক্ষ্য করিয়া হিত বাক্য কহিবেক। আত্মশ্লাঘা করিবেক না এবং আত্মশ্লাঘা লক্ষ্য করিয়া আপনার কথা অধিক করিয়া কহিবেক না। পরনিন্দা করিবেক না; অন্যায় করিয়া পরের ধনসম্পত্তি গ্রহণ ও অন্যায় করিয়া পরের খ্যাতি সম্পত্তি হরণ উভয়ই সমান। কাহাকেও সংশোধনের জন্য অথবা জগতের হিত সাধনের জন্য যদি কাহারও দোষ উল্লেক করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা সদয় হৃদয়ে উচ্চারণ করিবেক ॥ ২ ॥

ॐ

सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सर्वदा ।

कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकत्रयं जितम् ॥ ३ ॥

'सत्यम् एव व्रतं यस्य' तथा 'दीनेषु सर्वदा' 'दया' 'कामक्रोधौ' कामस्य क्रोधस्य च 'यस्य' 'वशे' अधीनतायां वर्त्तेते 'तेन' धर्म्मिणा 'लोकत्रयं' 'जितं' वशीकृतम् ॥ ३ ॥

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবেক, মনকে সত্যের অনুগত করিবেক, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবেক এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবেক। দীনের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান্ থাকিবেক; যে ব্যক্তি ধর্ম্মেতে দীন, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেক; যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে দীন তাহাকে জ্ঞান দান করিবেক; যে ব্যক্তি ধনেতে দীন, তাহাকে ধন দান করিবেক। কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিবেক; এই দুই রিপু প্রবল হইলে মনুষ্য অনেকবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। কামকে জয় করিবার নিমিত্ত তাহার বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ করিবেক এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্ষমা অভ্যাস করিবেক॥ ৩ ॥

৪৮

विरक्तः परदारेषु निस्पृहः परवस्तुषु ।
दम्भमात्सर्य्यहीनो यस्तेन लोकत्रयं जितम् ॥ ४ ॥

'यः' 'परदारेषु' परस्त्रीविषयेषु 'विरक्तः' विगतानुरागः तथा 'परवस्तुषु' 'निस्पृहः' स्पृहारहितः 'दम्भमात्सर्य्यहीनः' दम्भः वञ्चनेन धर्माचरणं मात्सर्य्यमन्यशुभद्वेषः ताभ्यां रहितः 'तेन' तादृशेन प्राज्ञेन 'लोकत्रयं जितम्' ॥ ४ ॥

যিনি পরস্ত্রীতে বিরত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ,

যিনি দম্ভ-মাৎসর্য্য বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিতহইয়াছে ॥ ৪ ॥

আসক্তচিত্তে পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চিন্তা করিবেক না, স্পর্শ করিবেক না। সমুদায় পরকীয় বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার ন্যায়োপার্জিত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকিবেক। দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিবেক। ছলনা পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের নাম দম্ভ ও অন্যের মঙ্গলে দ্বেষ করা মাৎসর্য্য। লোককে ভুলাইবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হইবেক। ঈশ্বরের ন্যায় সকলকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিবেক, তাহাতে মানসিক ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন মাৎসর্য্য অন্তর্হিত হইবেক ॥ ৪ ॥

५।

न बिभेति रणाद् यो वै संग्रामेऽप्यपराङ्मुखः ।
धर्मयुद्धे मृतो वापि तेन लोकत्रयं जितम् ॥ ५ ॥

'यः वै' 'रणात्' युद्धात् 'न बिभेति' न भीतो भवति 'संग्रामे अपि' युद्धे च 'अपराङ्मुखः' न पलायनपरायणः। धर्मयुद्धे मृतः वा अपि' 'तेन लोकत्रयं जितम्' ॥ ५ ॥

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্-

মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম-যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যুদ্ধ দুই প্রকার। যাহাতে স্বত্ব নাই, তাহা অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুরাত্মারা যুদ্ধ করিয়া থাকে; ইহাতে ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ হয়; ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। অন্যায়াচরণ নিবারণ করিয়া ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিকারযুদ্ধ ও ধর্ম্মযুদ্ধ কহে; ইহা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়কে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ইহাও প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে সামান্য শোচনীয় নহে। যে মনুষ্য পরস্পর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবেন, যাঁহারা সকলেই এক মঙ্গলস্বরূপ পিতার সমান স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছেন, তাঁহারা আপনাদের হস্ত পরস্পরের রক্তে দূষিত করিবেন—এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিবেন, ইহা মনে করিলেও হৃদয় শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়; অতএব শান্তি ও ক্ষমা দ্বারা ন্যায় রক্ষা হইলে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মযুদ্ধের ভাণ করিয়া আত্মম্ভরিতাকে তৃপ্ত করিতে যাইবেক না। কিন্তু অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভীত ও পরাঙ্মুখ হইবেক না ॥ ৫ ॥

प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेषधर्म्मः सनातनः ॥ ६ ॥

'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्' 'सत्यम् अप्रियं' 'न ब्रूयात्' । 'प्रियं च न' 'अनृतं' मिथ्या 'ब्रूयात्' 'एषः' 'सनातनः' नित्यः 'धर्म्मः' ॥ ६ ॥

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক ; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না ; ইহা সনাতনধর্ম্ম ॥ ৬ ॥

যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না, অথচ লোকের প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাদৃশ বাক্যই কহিবেক এবং যত্ন পূর্ব্বক তাদৃশ বাক্য কহিতে শিক্ষা করিবেক। যাহা সত্য, কিন্তু কহিলে কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবেক ; ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবেক না ; যদি একান্ত আবশ্যক হয়, দয়ার সহিত তাহা উচ্চারণ করিবেক ; তাহা লইয়া কদাপি আমোদ আহ্লাদ করিবেক না এবং মনকেও আনন্দিত হইতে দিবেক না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একবারে পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ বাক্‌সংযম নিত্যকর্ম্ম জানিবেক ॥ ৬ ॥

५५

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৩ ॥

'গাত্রাণি' অঙ্গানি স্বেদাদ্যুপহতানি 'অদ্ভিঃ' জলেন ক্ষালিতানি 'শুধ্যন্তি'। 'মনঃ' নিষিদ্ধচিন্তনাদিনা দূষিতং 'সত্যেন' সত্যাভিধানেন 'শুধ্যতি'। 'ভূতাত্মা' জীবাত্মা 'বিদ্যাতপোভ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাতপোভ্যাং শুধ্যতি। 'বুদ্ধিঃ' বিপর্য্যয়জ্ঞানোপহতা 'জ্ঞানেন' যাথার্থ্যেন 'শুধ্যতি' ॥ ৩ ॥

জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবেক, তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবেক ও ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপতাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক এবং জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ রাখিবেক। আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেক ॥ ৭ ॥

৪৫

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।

किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ ८ ॥

'यः' कश्चित् 'अन्यथा' अन्यप्रकारेण 'सन्तं' विद्यमानम् 'आत्मानं' स्वयम् 'अन्यथा' प्रकारान्तरेण प्रतिपद्यते प्रतिपादयति ; 'तेन' आत्मापहारिणा' 'चौरेण' किं पापं न कृतम्' अपि तु सर्वमेव कृतमित्यर्थः ॥ ८ ॥

যে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃতহয় ॥ ৮ ॥

সর্ব্বদা অকপট আচরণ করিবেক। একপ্রকার হইয়া লোকের নিকট আপনাকে অন্যপ্রকার প্রদর্শন করিবেক না। যাহা অসাধু বলিয়া জানিবে, লজ্জিত হইয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক; যাহা সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা বাক্য ও কার্য্যে প্রদর্শন করিবেক ॥ ৮ ॥

५७

नास्ति सत्यसमो धर्म्मो न सत्याद्विद्यते परम् ।
न हि तीव्रतरं किञ्चिदनृतादिह विद्यते ॥ ९ ॥

'सत्यसमः' सत्येन तुल्यः 'धर्मः' 'नास्ति न' अपि 'सत्यात्'

लोकमध्ये 'परं' प्रकृष्टं 'विद्यते' किञ्च 'अनृतात्' असत्यात् 'तीव्रतरं' तीक्ष्णतरं 'किञ्चित्' किञ्चिन्मात्रं 'न हि' 'इह' विद्यते ॥ ९ ॥

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই ; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই ॥ ৯ ॥

সত্যই ঈশ্বরের ভাব, তাহাতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব জ্ঞানদ্বারা সত্য উপার্জ্জন করিবেক, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেক এবং আচরণে সত্যপরায়ণ হইবেক। মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক—মিথ্যা অপেক্ষা অসহ্য, কঠোর ও ঘৃণাকর বস্তু আর কিছুই নাই। মিথ্যা দ্বারা জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয় এবং বাক্য ও আচরণ অপবিত্র হয় ॥ ৯ ॥

५८

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ १० ॥

'प्रियः भवति दानेन' 'अपरः' कश्चित् 'प्रियवादेन च' प्रियो भवति । किं 'च' 'अप्रियस्य' 'पथ्यस्य' हितस्य 'वक्ता श्रोता च' 'दुर्लभः' अत्यन्तं लभ्यते ॥ १० ॥

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ ॥ ১০ ॥

হিতকর বাক্য সর্ব্বদা প্রীতিকর হয় না এবং প্রিয় বাক্যও অনেক সময়ে অহিতকর হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি শ্রোতার অসন্তোষ-ভয়ে হিত বাক্য না বলেন, তিনি যথার্থ হিতৈষী নহেন এবং যিনি অপ্রিয় বলিয়া হিত বাক্য না শুনেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব সকলের হিতৈষী হইয়া হিত বাক্য কহিবেক এবং কেহ হিতোপদেশ প্রদান করিলে অপ্রিয় হইলেও শান্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক ॥ ১০ ॥

सप्तमोऽध्यायः ।

५८

समक्षदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
तत्र सत्यं ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ १ ॥

'समक्षदर्शनात्' साक्षात् दर्शनात् श्रवणात् च 'एव' 'साक्ष्यं' साक्षित्वं 'सिध्यति'। 'तत्र' साक्ष्ये 'साक्षी' 'सत्यं' यथादृष्ट-श्रुतार्थं 'ब्रुवन्' 'धर्मार्थाभ्यां' 'न हीयते' न वियुज्यते ॥ १ ॥

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না ॥ ১ ॥

ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, ন্যায় ও সত্য জয়যুক্ত হউক; সাধুগণেরও এই কামনা, ন্যায় ও সত্যের জয় হউক। কিন্তু অসাধু মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন করিয়া অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। তাহার নিবারণ না করিলে লোকস্থিতির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই জন্য বিচারপতি ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া ন্যায়ের জয় দান করেন, ইহাতে ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়। সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিবাদাস্পদ বিষয় বিচারপতিকে অবগত করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার সহকারিতা করেন। অতএব ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষ্যদান ধর্ম্মার্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিবেক না ॥ ১ ॥

৫০

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्व्वमेवाञ्जसा वद ।
सत्येन पूयते साक्षी धर्म्मः सत्येन वर्द्धते ॥ २ ॥

'यथाश्रुतं यथादृष्टं' दृष्टश्रुतानतिक्रमेण 'सर्व्वम्' 'अञ्जसा' तत्त्वतः 'एव' 'वद' ब्रूहि। यस्मात् 'सत्येन' कथनेन 'साक्षी' 'पूयते' पापात् प्रमुच्यते 'धर्म्मः' च अस्य 'सत्येन' 'वर्द्धते' वृद्धिमेति ॥ २ ॥

যথা-দৃষ্ট যথা-শ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়॥ ২॥

সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায় যথার্থ কহিবেক অর্থাৎ যথাজ্ঞাত অবিকল প্রকাশ করিবেক। যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাক্ষী, যাহা অন্যের নিকট শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা সত্য না হইতেও পারে; অতএব সাক্ষ্য-দান-স্থলে শ্রুত বিষয় হইতে দৃষ্ট বিষয় পৃথক্ করিয়া বলিবেক। সত্য সাক্ষ্য দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কেন না তাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায়। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে পাপ উৎপন্ন হয়॥ ২॥

९६

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते।
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः॥ ९६॥

'यस्य' 'हि' 'वदतः' कथयतः साक्षिणः 'विद्वान्' चेतनावान् 'क्षेत्रज्ञः' जीवात्मा किमयं सत्यं वदत्युतान्यथेति न 'अभिशङ्कते' नाशङ्कते किन्तु सत्यमेवायं वदतीति निश्चिनोति. तन्दर्शनं 'तस्मात्' पुरुषात् 'अन्यं' 'लोके' 'श्रेयांसं' प्रशस्ततरं 'पुरुषं' 'देवाः' 'न' 'विदुः' न जानन्ति॥ ९६॥

যে সাক্ষীর সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত

সন্দেহও করেন না, দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না ॥ ৩ ॥

মনের অগোচর পাপ নাই ; অতএব যে সাক্ষী সাক্ষ্যদান-কালে মনে মনে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা মিথ্যা নহে ; তিনিই সত্যবাদী সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহায় প্রতি প্রসন্ন হয়েন ॥ ৩ ॥

९१

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे।

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥ ४ ॥

किञ्च हे 'कल्याण' हे भद्र 'एकः' एव 'अहम् अस्मि' जीवात्मकः 'इति' 'यत् त्वम्' 'आत्मानं' 'मन्यसे' जानीसे नैवं मंस्थाः। यस्मात् 'एषः' 'पुण्यपापेक्षिता' पुण्यानां पापानाञ्च द्रष्टा 'मुनिः' सर्वज्ञः परमात्मा 'ते' तव 'हृदि' हृदये नित्यं 'स्थितः' ॥ ४ ॥

হে ভদ্র ! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না ; এই পুণ্য-পাপ-দর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে সাক্ষী, তুমি বাহিরেও যেমন একাকী নও, অন্তরেও সেই-রূপ একাকী নও, পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান্ করিতেছেন ; তিনি পুণ্যের পুরস্কারক ও পাপের দণ্ড-দাতা। হে ভদ্র, ইহা বুঝিয়া সাক্ষ্যদান কর। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপনার মস্তকের উপরে পরমেশ্বরের বজ্র আকর্ষণ করিও না ॥ ৪ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

६२

यत् कल्याणमभिध्यायेत् तत्रात्मानं नियोजयेत् ।
न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत् ॥ १ ॥

'यत्' यत्र 'कल्याणं' मङ्गलम् 'अभिध्यायेत्' अनुभवेत् 'तत्र आत्मानं नियोजयेत्'। 'न' 'पापे' पापिनि जने 'प्रतिपापः' पाप-प्रतिकारवान् 'स्यात्'। किन्तु 'सदा' 'साधुः एव' 'भवेत्' ।१।

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক ॥ ১ ॥

যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা এক জনের পক্ষে মঙ্গল ও আর এক জনের পক্ষে অমঙ্গল, তাহা বাস্তবিক মঙ্গল নহে; যাহা কেবল অদ্য মঙ্গল, পরদিনে অমঙ্গল, তাহাও বাস্তবিক মঙ্গল নহে; সমুদায় মনুষ্যের পক্ষে যাহা মঙ্গল ও অনন্ত কালের জন্য যাহা মঙ্গল, তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবেক না; কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবেক না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবেক, সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবেক; ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়াচারের প্রতিবিধান করিবেক। কেবল নিজ ক্রোধের শান্তি করা অসাধুগণের কার্য্য, কিন্তু অসাধুকে সাধুতা দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া জগতে শান্তি বিস্তার করা সাধুগণের লক্ষ্য ॥ ১ ॥

৫॥

अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् ।

जयेत् कदर्य्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम् ॥ २ ॥

'अक्रोधेन' क्रोधसंवरणेन 'जयेत् क्रोधम्' 'असाधुं' भावं व्यवहारं वा 'साधुना' भावेन व्यवहारेण वा 'जयेत्'। 'जयेत्' 'कदर्य्यं' क्षुद्रं अपकारिणमिति यावत् 'दानेन' दानादिनोपकारेणेति यावत् 'जयेत्' 'सत्येन च' 'अनृतं' मिथ्या ॥ २ ॥

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক; সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক; এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক ॥ ২ ॥

স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রুদ্ধকে জয় করিবেক; ক্রোধের বশীভূত হইবেক না, কিন্তু বিবিধ উপায়ে ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবেক এবং যে সকল কারণে অনর্থক অন্যের ক্রোধ উদ্দীপন করা হয়, তাহা দূরীকৃত করিবেক। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক; কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক; কেহ অসদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক। যে অহিতাচরণ করিবে, তাহারও হিত চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। অসত্যকে সত্য দ্বারা পরাজয় করিবেক; প্রাণপণে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেক; সত্যই জয় ॥ ২ ॥

५

कुशलः सुखदुःखेषु साधूंश्चाप्युपसेवते ।
सत्यसाधुसमारम्भात् बुद्धिर्धर्मेषु राजते ॥ ३ ॥

'सुखदुःखेषु' सुखेषु च दुःखेषु च 'कुशलः' कुशलस्वभावः 'साधून् च अपि उपसेवते' । 'सत्यसाधुसमारम्भात्' सत्यसाधु-

सत्यसाधुकर्म्मणः समारम्भात् तस्य 'बुद्धिः धर्म्मसु' 'राजति' विज-नाति ॥ ३ ॥

সুখ-দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু-সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মপথে দীপ্তি পায় ॥ ৩ ॥

সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক। যত্ন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা

অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও সাধু কর্ম্ম জানিবে; তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागमः ।

अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥ ४ ॥

'मोहजालस्य' अविवेकसमूहस्य 'योनिः' कारणं 'हि' प्रसिद्धौ 'मूढैः एव' सह 'समागमः' संयोगः 'अहनि अहनि' प्रतिदिनं 'साधुसमागमः' 'धर्मस्य योनिः'। तस्मादुज्झित्वासाधुसङ्गतिं धर्मेप्सुभिर्नित्यं सद्भिरेव समागमः कर्त्तव्य इति वाक्यार्थः ॥ ४ ॥

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ॥ ৪ ॥

সাধুসঙ্গে ধর্ম্মলাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে; সাধুসঙ্গ উন্নতির হেতু, অসাধুসঙ্গ অধঃপাতের কারণ, সাধুসঙ্গে জীবন লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে; সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধু-সংসর্গে সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অসাধুগণের আলাপ ও আচরণ সঙ্গীদিগের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি অসাধুসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিবেক। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেক। কিন্তু কদাপি কোন মনুষ্যকে ঘৃণা করিবেক না। সাধুতারূপ নির্ম্মল নদীর প্রস্রবণস্বরূপ সেই মঙ্গলময় পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

৫৩

यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते।

सदीर्घसूत्रोहीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ५ ॥

'यः तु' नरः 'निःश्रेयसं' श्रेयोविधायकं 'वाक्यं' 'मोहात्' अविवेकवशात् 'न पतिपद्यते' न गृह्णाति। 'सः' 'दीर्घसूत्रः' कर्मजड़ः 'हीनार्थः' त्यक्तपुरुषार्थः सन् 'पश्चात्' 'तापेन' 'युज्यते' युक्तोभवति ॥ ५ ॥

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘ-সূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয় ॥ ৫ ॥

যাহার নিকটে হউক, কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবে, অভিমান-বশত তাহা অগ্রাহ্য করিবে না। যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে, দীর্ঘসূত্র হইয়া কাল বিলম্ব করিবে না। হিত বাক্যে অবহেলা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অনুতাপের কারণ ॥ ৫ ॥

৬৮

सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्त्तते मते।

शोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो न चिरादिव ॥ ६ ॥

'यः' 'सतां' 'मतं' अभिप्रेतं 'अतिक्रम्य' 'असतां' 'मते' 'वर्त्तते'। 'तस्य' 'व्यसने' विपदि 'सुहृदः' तन्मित्राणि 'न चिरादिव' अचिरेणैव कालेन 'शोचन्ते' ॥ ६ ॥

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন ॥ ৬ ॥

সাধুগণের বাক্য গ্রহণ করিবে ও অসাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। যাঁহাদিগের বাক্যে ও কার্য্যে অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাঁহারাই সাধু। সাধুগণের উপদেশে অবহেলা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সুহৃদ্‌গণকে শোকাকুল করিবে না। যাঁহারা কেবল তোমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখী হন না, কিন্তু তোমাকে সুখী দেখিলে' সুখী হন, তাঁহা রাই তোমার সুহৃৎ, তাঁহাদিগের শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না ॥ ৬ ॥

अविसंवादको दक्षः कृतज्ञो मतिमानृजुः ।

कीर्त्तिञ्च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ ७ ॥

यस्तु 'अविसंवादकः' अविवादी 'दक्षः' कुशलः 'कृतज्ञः' 'कृतोपकारस्मरणधर्म्मवान्' 'मतिमान्' ज्ञानवान् 'ऋजुः' शाठ्य-रहितः । सः 'लोके' 'कीर्त्तिं' च लभते 'न च' 'अनर्थेन' 'अपा-र्थेन' युज्यते ॥ ७ ॥

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও ঋজু; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ-সাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না ॥ ৭ ॥

কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না; ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত

সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিবে, মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিবে এবং সকল কার্য্য হইতেই নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে থাকিবে; তাহাতে কার্য্যের উৎকর্ষ ও আপনার উন্নতি উপার্জ্জিত হইবে। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে; কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না; ঈশ্বর কার্য্যের পরিমাণ করেন না; সাধু ইচ্ছার পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার দেন, অতএব তোমার হিতসাধনের নিমিত্ত কাহারও ইচ্ছা দেখিলেই কৃতজ্ঞ হইবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে এবং বাক্য ও ব্যবহারে সরল হইবে ॥ ৭ ॥

৮০

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্ ।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮ ॥

কৃতঘ্নং কুৎসয়ন্নাহ 'কৃতঘ্নস্য' 'কুতঃ' কুত্র 'যশঃ' তথা 'কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্'। 'কৃতঘ্নঃ' 'অশ্রদ্ধেয়ঃ' শ্রদ্ধানর্হঃ 'হি' প্রসিদ্ধৌ 'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ' ॥ ৮ ॥

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই ॥ ৮ ॥

কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা। যে ব্যক্তি অন্যকৃত উপকার গ্রহণ করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না; উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মান্য করে না, অন্যকৃত মহৎ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর সমুদায় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে, সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন ॥ ৮ ॥

नवमोऽध्यायः ।

६।

संविभक्ता च दाता च भोगवान् सुखवान्नरः ।
भवत्यहिंसकश्चैव परमारोग्यमश्नुते ॥ १ ॥

सर्वाणि संविभज्य भक्ष्यपेयानि द्रव्याणि यो भुङ्क्ते सः 'संविभक्ता' 'च' 'दाता च' देयानां वस्तूनां 'भोगवान्' भोगी तथा 'सुखवान् नरः' 'अहिंसकः च एव' यः 'भवति' सः 'परं' 'आरोग्यम्' अनामयं 'अश्नुते' भुङ्क्ते । १ ॥

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখ-

বান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন ॥ ১ ॥

সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব ও দাস দাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া তাহা যথাযোগ্যরূপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক; অশন বসন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আত্মম্ভরি হইবেক না। সমুদায়ই যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেক না; প্রত্যুত অবশ্য-পোষ্য ও আশ্রিতগণের অভাব সকল ন্যায়ানুসারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখভারে আক্রান্ত দীন দুঃখীদিগকে দান করিবেক। আপনাকেও ভোগসুখে বঞ্চিত করিবেক না; কৃপণতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশে আপনার শরীর ও মনকে ধর্ম্মানুমোদিত ভোগ ও সুখ দ্বারা পোষণ করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না ॥ ১ ॥

ॐ

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्दधानतयैव च ।

अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यते फलम् ॥ २ ॥

'पात्रस्य हि' 'विशेषेण' तारतम्यमपेक्ष्य तथा दातुः 'श्रद्दधानतया' श्रद्धावत्तया 'एव च' 'दानस्य' 'अल्पं वा बहु वा' 'फलं' 'प्रेत्य' लोकान्तरे 'अवाप्यते' प्राप्यते ॥ २ ॥

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দানক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

অল্পই হউক, আর অনল্পই হউক, যাহা দান করিতে সাধ্য হই-বেক, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবেক। দাতার শ্রদ্ধা ও পাত্রের উপযুক্ততা অনুসারে দানজনিত পুণ্যের তারতম্য হয়। যাচক-গণ উত্ত্যক্ত করিতেছে বলিয়া বিরক্তচিত্তে যে দান করা হয়, কেবল যাচকের উত্ত্যক্তি হইতে মুক্তি লাভমাত্রই তাহার ফল, তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাহাকে দান করিলে আলস্য বা অসৎ কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইবে, তাদৃশ অসৎপাত্রে দানও ধর্ম্মের অনু-মোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতৃগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা সেই ব্যক্তি দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিবেক ॥ ২ ॥

७२

दानान्न दुष्करं तात पृथिव्यामस्ति किञ्चन ।
अर्थे च महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २ ॥

तात इति स्नेहसम्बोधनं हे 'तात' 'दानात्' दानमपेक्ष्य 'दुष्करं' कर्म 'पृथिव्यां न अस्ति' 'किञ्चन' किमपि। 'च'

अन्वयः हेतौ यस्मात् 'अर्थे' लोकानां 'महती' अतीव 'तृष्णा' 'सः च' अर्थश्च 'दुःखेन लभ्यते' ॥ ३ ॥

হে তাত ! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই ; যে হেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয় ॥ ৩ ॥

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়া আছে ; ধনসম্পদ্‌ও অনায়াসলভ্য নহে। বহু আয়াসে ও বহু ক্লেশে ধন উপার্জ্জন হয় ; সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার বাধ্যতা নাই ও স্বার্থ নাই ; সে স্থলে অর্থদান কেবল ধর্ম্মার্থী ব্যতিরেকে আর কাহার সাধ্য হয় না ; এই জন্ম দান দুষ্কর কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পরম বন্ধু পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের উদ্দেশে অর্থ উপার্জন করেন, যিনি কেবল অর্থের জন্যই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন করেন না, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃতপুণ্য হন ॥ ৩ ॥

३४

अन्यायात् समुपात्तेन दानधर्मो धनेन यः ।
क्रियते न स कर्त्तारं त्रायते महतो भयात् ॥ ४ ॥

किन्तु 'अन्यायात्' अन्यायेन 'समुपात्तेन' संगृहीतेन 'धनेन'

'यः' 'दानधर्मः' दानलक्षणो धर्मः 'क्रियते' 'न' 'सः' दानधर्मः 'कर्त्तारं' दातारं 'महतः भयात्' पापजन्यात् 'त्रायते' रक्षति ॥ ४ ॥

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জন করিবেক না, তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না; প্রত্যুত তাহাতে অন্যায়জনিত মহৎপাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি ধন-দানে সামর্থ্য না থাকে, আর আর নানা উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখ-মোচন করিবেক; কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবেক না ॥ ৪ ॥

৬৫

न्यायोपार्ज्जितवित्तेन कर्त्तव्यं ह्यात्मरक्षणम् ।
अन्यायेन तु यो जीवेत् सर्व्वधर्म्मबहिष्कृतः ॥ ५ ॥

यतश्चैवमतः 'न्यायोपार्जितवित्तेन' न्यायप्राप्तधनेन 'आत्मरक्षणं' 'कर्त्तव्यं' मानवता। 'अन्यायेन तु यः' 'जीवेत्' वर्त्तेत सः 'सर्वधर्मबहिष्कृतः' सर्वस्माद्धर्मान्निराकृतः ॥ ५ ॥

কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয় ॥ ৫ ॥

আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জন করিবেক না। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। যদি অন্যায়পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু, এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন ॥ ৫ ॥

৩৬

शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धर्मनित्यता।
यथार्हं प्रतिपूजा च सर्वभूतेषु वै सदा ॥ ६ ॥

'शक्त्या' आत्मनो यथाशक्त्या 'अन्नदानं' 'सततं' 'तितिक्षा' द्वन्द्वसहनं 'धर्मनित्यता' धर्मे नित्यानुष्ठानभावः। 'यथार्हं' यथायोग्यं 'वै' एव 'सर्वभूतेषु' 'सदा' 'प्रतिपूजा च'। एतत् सर्वं कार्य्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক ॥ ৬ ॥

ক্ষুধার ক্লেশে মনুষ্য আশু অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। সংসারের নানাবিধ জ্বালা সহ্য করিয়াও মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্নাভাবে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, অতএব অগ্রে ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্নদান করিবেক। ঈশ্বর যে উদ্দেশে পরস্পরবিরুদ্ধ শীত ও গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশেই সুখ ও দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ প্রেরণ করিতেছেন; অতএব তিতিক্ষা অভ্যাস করিবেক; সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে যাহা সেব্য ও যাহা ত্যাজ্য, তাহা পৃথক্ করিতে পারিবে; যাহা প্রতিবিধেয়, তাহার প্রতিবিধানে সামর্থ্য জন্মিবে; যাহা অপ্রতিবিধেয়, তাহাতে অতিক্লেশ উৎপন্ন হইবে না। অহরহঃ ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ও কল্যাণকর ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। গুরুজনদিগকে স্নেহের বিনিময়ে ভক্তি করিবে, বন্ধুজনদিগকে প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি প্রদর্শন করিবে, স্নেহাস্পদদিগকে ভক্তির বিনিময়ে স্নেহদান করিবে। কি আত্মীয় কি উদাসীন, সকলকেই ভদ্রতা সহকারে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিবে ॥ ৬ ॥

৬৩

देशमार्त्तस्य शयनं परिश्रान्तस्य चासनम् ।

तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम् ॥ ७ ॥

দানবিশেষমাহ। 'আর্ত্তস্য' পীড়িতস্য 'শয়নং' শয্যা 'দেয়ং' তথা 'পরিশ্রান্তস্য চ আসনং' 'তৃষিতস্য চ' 'পানীয়ং' জলং 'ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্' ॥ ৭ ॥

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক ॥ ৭ ॥

যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহাই দান করিবেক। এইরূপ সময়োচিত দানেই গৃহীতা যথার্থ উপকৃত হয় এবং দাতা দ্বিগুণ ফল লাভ করেন। অতএব যাহার যেরূপ অভাব তাহাকে সেইরূপ দান করিবেক। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ দান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৩৮

অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুলভঃ সর্ব্ববস্তুষু।

ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্ ॥৮॥

'সর্ব্ববস্তুষু' মধ্যে 'অন্নদঃ' অন্নস্য দাতা 'সুলভঃ' সন্ 'সুখম্' 'আপ্নোতি' প্রাপ্নোতি। 'ভূমিদানাৎ পরং ন অস্তি' 'বিদ্যাদানং' তু 'ততঃ অধিকম্' ॥ ৮ ॥

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অন্য বস্তুসকলের দাতা

অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট॥ ৮ ॥

কেবল অর্থই যে দানের বস্তু এরূপ মনে করিবেক না। অন্নদান দাতাকে তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত করে; ভূমিদান অতি মহৎ, কেন না চিরকাল সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে; বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে গৃহীতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়॥ ৮ ॥

৯

औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यङ्गं प्रतिश्रयम् ।
दानान्येतानि देयानि ह्यन्यानि च विशेषतः ।
दीनान्धकृपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ९ ॥

'औषधं पथ्यम् आहारं' 'स्नेहाभ्यङ्गं' तैलाभ्यङ्गं 'प्रतिश्रयम्' आश्रयं 'दानानि एतानि' 'हि अन्यानि च विशेषतः' 'श्रेयस्कामेन' श्रेयोभिकाङ्क्षिणा 'धीमता' दीनान्धकृपणादिभ्यः' 'देयानि' ॥ ९ ॥

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান্ দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা-পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার ম্রক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য,

ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন ॥ ৯ ॥

অসৎ পাত্রে দান করিবেক না। যাহারা দান লইয়া অসৎ কর্ম্মে ব্যয় করে, তাহাদিগকে দান করিবেক না। যাহারা পরিশ্রমে অসমর্থ, দান গ্রহণ ব্যতীত যাহাদিগের অন্য উপায় নাই, যাহারা আপনার শক্তিতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না; তাহাদিগকে যথাযোগ্য দান করিয়া দানের সার্থকতা করিবেক ॥ ৯ ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।
मध्वापातो विषास्वादः स धर्म्मप्रतिरूपकः ॥ १० ॥

'स्वजने' अवश्यपोष्यपितृमातादिजने 'दुःखजीविनि' दुःखेन जीवनधारिणि सत्यपि यः 'शक्तः' दानक्षमः 'परजने' इतरस्मिन् असम्बद्धे जने 'दाता' ददाति। तस्य 'सः' दानविशेषः 'धर्म-प्रतिरूपकः' न तु धर्म एव यतः 'मध्वापातः' मधुरोपक्रमः प्रथमं यशस्करत्वात् 'विषास्वादः' विषान्तफलः तस्मादेतन्न कार्य्यम् ॥ १० ॥

যে দান-ক্ষম ব্যক্তি দুঃখ-জীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পর জনকে দান করে, তাহার সে দান-

ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে, তাহা আপাতত মধু-সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল-সমান আস্বাদ হয় ॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অবশ্য-পোষ্য ব্যক্তি সকলের অভাব ও দুঃখ অগ্রে দূর করিবেক। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া অথবা কষ্ট হইতে মুক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না ॥ ১০ ॥

दशमोऽध्यायः।

१।

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्यात् शारीरमौषधैः।
न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पश्यन्तः परमाङ्गतिम् ॥ १ ॥

'प्रज्ञया' बुद्ध्या 'मानसं' 'मनोभवं' 'दुःखं हन्यात्' तथा 'शारीरम् औषधैः'। 'कृतप्रज्ञाः' कृतबुद्धयः 'परमां गतिं' 'पश्यन्तः' अनुभवन्तः सन्तः 'न शोचन्ति' ॥ १ ॥

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারী-

রিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না॥ ১॥

যেমন শারীরিক রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতি-কার করিতে হয়, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পরম গতি স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেক। সর্ব্বদা বিবেক সহ-কারে বস্তুবিচারে প্রবৃত্ত থাকিবেক। এই পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে সুখ ও শান্তির আশা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না। পৃথিবী আমাদিগের শিক্ষাস্থান, নিত্য সুখ ভোগ করিবার আয়তন নহে। একমাত্র পরমেশ্বর নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তির আলয়; তিনি আমাদিগের পরম লোক, তিনিই আমাদিগের পরম গতি। তিনি আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগের সমুদায় অবস্থা দেখি-তেছেন; আমাদিগের মঙ্গল হউক, ইহাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা; কি উপায়ে আমাদিগের সদ্গতি হইবে, তিনি তাহা জানিতেছেন। আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই নাই; পুত্রগণকে দুঃখভারে আক্রান্ত দেখিয়া পিতা কি উদাসীন আছেন? এই বর্ত্তমান অবস্থা কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপরে নিপতিত হইয়াছে? তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলকামনা কি স্তব্ধ হইয়া আছে? তাহা কখনই নহে। কেবল মোহাক্রান্ত হইয়াই আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই। অতএব বর্ত্তমান অবস্থাতেই সমুদায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না, সেই পরম গতি পর্য্যালোচনা করিয়া মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবেক॥ ১॥

८२

मानं हित्वा प्रियोभवति क्रोधं हित्वा न शोचति।
कामं हित्वाऽर्थवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत् ॥२॥

'मानम्' अभिमानं 'हित्वा' त्यक्त्वा 'प्रियः' सर्व्वेषां 'भवति'। 'क्रोधं हित्वा न शोचति'। 'कामं' वासनां 'हित्वा अर्थवान् भवति'। 'लोभं हित्वा सुखी भवेत्' ॥ २ ॥

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক ; ঈশ্বরের অনুগ্রহই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব, তদ্ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছুই নাই। কি ধন মান সৌন্দর্য্য, কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্ব্বিত হইতে দিবেক না। গর্ব্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেক। মঙ্গলময় ঈশ্বর গর্ব্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন এবং মনুষ্যেরাও তাহার প্রতি ঘৃণা করিতে থাকে।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে, পরে

অনুশোচনাতে দগ্ধ হইতে হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক।

বাসনা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়। যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, তিনি চিরকালই দুঃখী, চিরকালই দরিদ্র। অতএব যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ঐশ্বর্য্যবান্ এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী ॥ ২ ॥

[illegible]

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुर्निर्दयः स्मृतः ॥ ३ ॥

[illegible] 'लोभः' 'अनन्तकः' 'व्याधिः'। 'सर्वभूतहितः साधुः असाधुः निर्दयः स्मृतः ॥ ३ ॥

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ক্রোধের তুল্য অনিষ্টকারী শত্রু আর কেহই নাই; এবং

লোভের তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিও আর কিছুই নাই। ক্রোধ ও লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠুরতা মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ক্রোধ কেবল অন্যকে যন্ত্রণা দানে উৎসাহিত করে; লোভ আত্মম্ভরিতার নিকট সমুদায় সাধুগুণকে বলিদান দিতে বলে। নরহত্যা ও চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকর্ম্ম সকল ক্রোধ ও লোভ হইতে অনুষ্ঠিত হয়। অতএব ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবেক এবং সকলের প্রতি দয়াবান্ থাকিবেক ॥ ৩ ॥

[illegible]

দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।

ন চ সন্তপ্যতে দান্তো দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥

[illegible] শমপ্রধানঃ স- [illegible] পরিক্লেশং ন বিন্দতি ন লভতে। [illegible] 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং 'দৃষ্ট্বা' 'সন্তপ্যতে' [illegible] ॥ ৪ ॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। শান্ত-চিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হন না ॥ ৪ ॥

অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে

ও আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকেই যন্ত্রণা। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে ॥ ৪ ॥

[illegible]

ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ ॥ ৫ ॥

[illegible] ॥ ৫ ॥

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই ॥ ৫ ॥

পরশ্রীকাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না—তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত

উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষা-কারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। সকল প্রকার উন্নত লোককে তাহার শত্রুতুল্য বোধ হয়। অতএব বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা মহানুভাবতা বৃদ্ধি করিয়া ঈর্ষাকে জয় করিবেক। সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপ-নার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিবেক॥ ৫ ॥

६ष्ठ

मित्रध्रुक् दुःस्वभावश्च नास्तिकोऽथानृजुः शठः ।
गुणवत्सु च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमम् ॥ ६ ॥

'मित्रध्रुक्' मित्रं द्रुह्यतीति दुःस्वभावश्च 'नास्तिकः' नास्ति [illegible] [illegible] [illegible] 'पुरुषा-धमम्' 'आहुः' कथयन्ति ॥ ६ ॥

মিত্র-দ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব, নাস্তিক, কুটিল, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী; তাহাকে জ্ঞানীরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন॥ ৬ ॥

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হওয়া, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরায় তাঁহার

অনিষ্ট চেষ্টা করা মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়; মিত্রদ্রোহরূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাশূন্য হইবেক না; তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আত্মার নেতা হইয়াছেন; তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক এবং বিনীত হইয়া গুরু ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্ব্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধু গুণ সরলতার নিত্য সহচর, সরলতা সুরক্ষিত হইলেই তৎসমুদায় সুরক্ষিত হয় এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ় রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সমুদায় সদ্‌গুণ উৎপন্ন হইয়াছে; সদ্‌গুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাঁহারা সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া জগতের উপকার করিতেছেন; তাঁহাদিগের প্রতি সমাদর করিবে এবং মনুষ্য নির্গুণ হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিবেক না॥ ৬॥

৮৩

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ।

ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখম্ ॥ ৭ ॥

'অনর্থম্' অকার্য্যম্ 'অর্থতঃ পশ্যন্' 'অর্থং চ' কার্য্যম্ অপি 'অনর্থতঃ'। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ' 'বালঃ' অল্পপ্রজ্ঞঃ 'সুদুঃখং মন্যতে সুখম্'। ৭।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য-রূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে ॥ ৭ ॥

যেমন বালকেরা তীক্ষ্ণবিষ কাল সর্পকেও ধরিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, সে রূপ অজিতেন্দ্রিয় অল্পপ্রজ্ঞ লোকে বিপদ্‌কে সম্পদ্ বলিয়া বোধ করে। তাহারা পরিণাম দর্শন করে না; যাহা আপাততঃ তাহাদের প্রবৃত্তি সকলের তৃপ্তিকর, তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে আসক্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় ও কৃতপ্রজ্ঞ হইয়া পরিণাম দর্শন করিবেক। আমাদিগের জীবনের শেষ নাই; অনন্ত কাল আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত যোগ। এই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেক ॥ ৭ ॥

एकादशोऽध्यायः ।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १ ॥

'धृतिः' [illegible] 'क्षमा' [illegible] 'इन्द्रियनिग्रहः' [illegible] 'विद्या' । यथार्थाभिधानं 'सत्यम्' । [illegible] 'अक्रोधः' । [illegible] 'धर्म-लक्षणम्' ॥ १ ॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ॥ ১॥

সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা

করিবে। বিকারজনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয়, এই রূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক বাচনিক ও মানসিক দোষ সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্ব প্রকারে শুচি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে॥ ১॥

[illegible]

ह्रीमान् हि पापं प्रद्वेष्टि तस्य श्रीरभिवर्द्धते।
ह्रीर्हता बाधते धर्मं धर्मो हन्ति हतः श्रियम्॥ २॥

'ह्रीमान्' लज्जावान् 'हि पापं प्रद्वेष्टि' 'तस्य' ह्रीमतः 'श्रीः अभिवर्द्धते'। 'ह्रीः हता' 'धर्मं' 'बाधते' पीड़यति 'धर्मः' 'हतः' सन् 'श्रियं' 'हन्ति'॥ २॥

হ্রী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম-হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়॥ ২॥

অন্যের মুখ হইতেও একটী অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করে

এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করে—তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার স্ত্রী নষ্ট হয় তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে, ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীকে রক্ষা করিবেক ॥ ২ ॥

৫০

অনসূয়ঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।

সুখানি ধর্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥ ৩ ॥

গুণেষ্বপি দোষাবিষ্করণম্ অসূয়া ন অসূয়ঃ 'অনসূয়ঃ' 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকারস্মরণধর্মা 'চ' 'কল্যাণানি চ' শুভকরাণি চ কর্মাণি যঃ 'সেবতে' করোতি, সঃ 'নরঃ' 'সুখানি ধর্মম্ অর্থং চ স্বর্গং চ লভতে' ॥ ৩ ॥

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন ॥ ৩ ॥

কাহারও গুণের উপর দোষারোপ করিবে না এবং উপকারীর প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে; তাহা ব্যতিরেকে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় পবিত্র হয়

না এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মনের বিষয় সুখ, সংসারের উন্নতি, আত্মার ধর্ম্ম ও অনন্ত কালের সদ্গতি এই চতুর্বর্গ মনুষ্যের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ ॥ ৩ ॥

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।
दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥ ४ ॥

[illegible] कल्पते समर्थं भवति ॥ ४ ॥

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতি-পালিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

যখন সকলে দণ্ডভয়ে নয়, কিন্তু সমবেত হইয়া হৃদয়ের প্রেমে, সাধুভাবে, ধর্ম্মের আদেশে ঈশ্বরের উদ্দেশে সংসারের তাবৎ কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি পরাকাষ্ঠা ধারণ করিবে। সে দিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব, এখনো সাধু লোক অপেক্ষা অসাধু লোকই অধিক। সাধু ব্যবহার অপেক্ষা

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। অসাধু ব্যবহারই বিস্তর, অতএব প্রজারা রাজদণ্ডেরই শাসনে অদ্যাপি এই পৃথিবীতে কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম অর্থ সুখ-ভোগ করিতে পাইতেছে ॥ ৪ ॥

५

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ॥ ५ ॥

यस्मात् 'लोके' 'अधर्मदण्डनं' 'यशोघ्नं' यशोहन्तृ 'कीर्ति-नाशनं' च जीवतः ख्यातिर्यशः मृतस्य ख्यातिः कीर्तिरित्यनयोः पृथङ्निर्देशः, 'परत्र अपि' परलोकेऽपि 'अस्वर्ग्यं' च स्वर्ग-प्रतिबन्धकञ्च तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ॥ ५ ॥

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহ লোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয় এবং পর লোকে স্বর্গ-হানি হয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য বিস্তার করা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য ; ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথাচরণ করিবেক না ॥ ৫ ॥

६३

क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमा हि परमं धनम् ।

क्षमा गुणोह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ६ ॥

'लोके' भुवने 'क्षमा' 'वशीकृतिः' वशीकरणम् अवश्यं वशं करोति अनया । 'क्षमा हि परमं धनम्' । 'क्षमा' 'हि' अशक्तानां 'गुणः' 'शक्तानां भूषणं क्षमा' ॥ ६ ॥

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন ;

ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ থাকিবে ; বৈরনির্যাতনের সংকল্প একবারে পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যপকার করিবার সামর্থ সত্বেও অন্যকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য । আমার অপকার হয় হউক, কিন্তু যেন আমা দ্বারা অন্যের অপকার না হয়, এইরূপ কামনা স্বর্গীয় ক্ষমাগুণ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

६४

यथैवात्मा परस्तद्वत् द्रष्टव्यः शुभमिच्छता ।

सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥ ७ ॥

'शुभम् इच्छता' जनेन 'यथा एव आत्मा' 'परः' 'तद्वत्'

तथा '[illegible]' । तस्मात् आत्मनः परस्य च 'सुखदुःखानि' सुखानि दुःखानि च 'तुल्यानि' 'यथात्मनि तथा परे' ॥ ७ ॥

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন ; কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান ॥ ৭ ॥

আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যেরূপ, অন্যের পক্ষেও সুখ দুঃখ সেইরূপ ; অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্যের নিকট হইতে অপহরণ করিও না এবং যাহা আপনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্যের উপর নিক্ষেপ করিও না। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর। তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে ; কেন না সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায় ॥ ৭ ॥

९५

मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्ट्रवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ८ ॥

'परदारान्' परकलत्राणि 'मातृवत्' मातेव 'परद्रव्याणि' 'च' 'लोष्ट्रवत्' मृत्पिण्डसमानि । 'आत्मवत्' स्वोपमानि 'सर्व्व भूतानि' सर्व्वप्राणिनः 'यः पश्यति' 'सः' एव 'पश्यति' यथार्थदर्शीनेति यावत् ॥ ८ ॥

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন ; তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৮ ॥

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেইরূপ পরদ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেইরূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

ॐ

अन्यान् परिवदन् साधुर्यथा हि परितप्यते ।
तथा परिवदन्नन्यांस्तुष्टोभवति दुर्ज्जनः ॥ १ ॥

'यथा हि 'अन्यान्' परिवदन्' परीवादेन कश्चित्पुमान् 'साधुः' 'परितप्यते' परितापान्वितो भवति। 'तथा परिवदन् अन्यान् तुष्टः भवति 'दुर्जनः' ॥ १ ॥

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন ; দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয় ॥ ১ ॥

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না, কেন না মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করেন ; এই জন্য তিনি কাহারও সদ্‌গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন ; তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি আহ্লাদের সহিত কাহারও দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন, এইজন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান ; সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয়

অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে ॥ ১ ॥

विपत्स्वव्यथोदक्षोनित्यमुत्थानवान्नरः ।
अप्रमत्तोविनीतात्मा नित्यं भद्राणि पश्यति ॥ २ ॥

यः 'विपत्सु' 'अव्यथः' व्यथारहितः 'दक्षः' कुशलः 'नित्यं' सदा 'उत्थानवान्' उद्योगी 'नरः'। 'अप्रमत्तः' प्रमादरहितः 'विनीतात्मा' विनीतस्वभावः स 'नित्यं' 'भद्राणि' कुशलानि 'पश्यति' ॥ २ ॥

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদরহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন ॥ ২ ॥

যাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপৎকালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে। অতএব যোদ্ধারা যেমন সংকটসংকুল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অব্যাকুল চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি শিক্ষা করে, সেইরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে থাকিবে। তাহা হইলে যতই বিপদ্ উপস্থিত হউক, একবারে হতবুদ্ধি করিতে পারিবে না। ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়াছেন, দিন দিন তাহার বৃদ্ধি

করিয়া অধিকাধিক দক্ষতা উপার্জন করিতে থাকিবেক। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিয়ত উদ্যমশীল থাকিবে। মত্ততা ও অন্যমনস্কতা পরিত্যাগ করিয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তুমি একটী পদও নিক্ষেপ করিতে পার না; শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব তাঁহাকে সকলের মূল জানিয়া অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে॥ ২॥

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥ ৩॥

'বহবঃ' 'রাজানঃ' 'অবিনয়াৎ' অবিনয়দোষাৎ 'সপরিচ্ছদাঃ' হস্ত্যশ্বকোষাদ্যনেকধনযুক্তা অপি 'নষ্টাঃ' রাজ্যাদ্বিযুক্তাঃ। কিন্তু 'বনস্থাঃ অপি' কৃতারণ্যবাসা অপি বহবঃ 'বিনয়াৎ' রাজ্যানি রাজ্যানি 'প্রতিপেদিরে' প্রাপ্তবন্তঃ। তস্মাৎ বর্ত্তমা [illegible]॥ ৩॥

অবিনয়-দোষে অশ্ব রথাদি বহু পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয়গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন॥ ৩॥

বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয় গুণে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্‌গুণ প্রদান করিবেন, এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করিবেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহঙ্কার করিবে না ॥ ৩ ॥

যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪ ॥

'যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ' 'অস্য' কর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ 'অন্তরাত্মনঃ' ক্ষেত্রজ্ঞস্য 'পরিতোষঃ' 'স্যাৎ'। 'তৎ' কর্ম্ম 'প্রযত্নেন' যত্নাতিশয়েন 'কুর্ব্বীত' কুর্য্যাৎ। 'বিপরীতং তু' এতস্য 'বর্জ্জয়েৎ' শ্রেয়োর্থী চেৎ ॥ ৪ ॥

যে কর্ম্ম করিলে আত্ম-প্রসাদ হয়, অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহা করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৪ ॥

অন্তরাত্মার পরিতোষ—আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল;

আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়; আত্মা প্রসন্ন থাকিলে আর সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়সুখে মন সুখী হইতে পারে; কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে, তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্মপ্রসাদের হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪ ॥

৫০

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অপি চ 'ধর্ম্মকার্য্যং' ধর্ম্মাদিকং 'শক্ত্যা' 'যতন্' প্রযত্নং কুর্ব্বন্ 'চেৎ' যদি 'মানবঃ' 'নো' ন 'প্রাপ্নোতি'; তদা 'তৎ পুণ্যং' তস্য ধর্ম্মস্য ফলং 'প্রাপ্তঃ ভবতি'। 'অত্র' 'মে' মম 'সংশয়ঃ' 'ন অস্তি' ॥ ৫ ॥

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও পুণ্যলাভ

হইবে। ঈশ্বরের অশেষ কার্য্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন না; তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তাহা অকপটে নিয়োগ করুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন ॥ ৫ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः।

१०१

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु।
संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ १ ॥

'इन्द्रियाणां' 'विषयेषु' 'अपहारिषु' अपहरणशीलेषु 'विचरतां' वर्त्तमानानां 'संयमे' 'विद्वान्' 'यत्नम्' 'आतिष्ठेत्' कुर्य्यात् 'यन्ता इव' सारथिरिव 'वाजिनां' रथनियुक्तानामश्वानाम् ॥ १ ॥

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন করিবেন ॥ ১ ॥

যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অসৎ ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে বিনিয়োগ করিবেক না। পবিত্র বিষয় উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অহরহঃ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ ১ ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ २ ॥

यस्मात् 'इन्द्रियाणाम्' अवशीकृतानां 'हि' 'चरतां' स्वच्छन्दं विषयेषु गच्छतां 'यत्' यदि 'मनः' 'अनुविधीयते' अनुकूलं भवति तदा 'तत्' मनः 'अस्य' पुरुषस्य 'प्रज्ञां' ज्ञानं 'हरति'। यथमिव 'अम्भसि' समुद्रादिजलं प्रमत्तस्य कर्णधारस्य 'नावं' नौकां 'वायुः' हरति ॥ २ ॥

মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে ॥ ২ ॥

যখন যে প্রবৃত্তি উঠে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না; কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবেক। যদি মন বশীভূত থাকে,

তাহা হইলে অপবিত্র বিষয় সকল ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইলেও মনুষ্যকে পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। যখন প্রলোভন-সংকুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপমোহে নিমগ্ন হয় ॥ ২ ॥

१०७

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

किमिन्द्रियसंयमेन विषयोपभोगादेव तत्कामनिवर्त्तनम् इत्याशङ्क्याह । 'जातु' कदाचिदपि 'कामानां' विषयाणाम् 'उपभोगेन' 'कामः' अभिलाषः 'न' 'शाम्यति' शमं नोपैति । किन्तु 'भूय एव' अधिकाधिकमेव 'अभिवर्द्धते' वृद्धिमेति । 'हविषा' घृतेन 'कृष्णवर्त्मा' अग्निः 'इव' । यामभोगस्यापि प्रतिदिनं तदधिकभोगवाञ्छादर्शनात् ॥ ३ ॥

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে ॥ ৩ ॥

বিষয় ভোগ পরিতৃপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সংযত হইয়া আসিবে অতএব যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-সংযমে প্রয়োজন নাই এরূপ মনে করিবেক না ; যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয় ভোগের কামনা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, অন্তঃকরণ ততই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে। অতএব কদাপি ইন্দ্রিয়-দমনে ও মনঃসংযমে শৈথিল্য করিবেক না ॥ ৩ ॥

१०४

इन्द्रियाणान्तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्।
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम् ॥ ४ ॥

एकेन्द्रियासंयमोऽपि महान् व्यतिकर इत्याह। 'सर्वेषाम्' 'इन्द्रियाणां तु' मध्ये 'यदि एकम्' 'इन्द्रियं' 'क्षरति' विषयप्रवणं भवति। 'तेन' द्वारभूतेन 'अस्य' विषयपरस्य मानवस्य 'प्रज्ञा' बुद्धिः 'क्षरति' इन्द्रियान्तरैर्नावतिष्ठते। अत्र दृष्टान्तः 'दृतेः पात्रात्' चर्मनिर्मितोदकभाजनात् 'उदकम्' 'इव'। यथैकदेशस्थितेन छिद्रेण सर्वस्थमेव क्षरति एवमेकेन्द्रियासंयमविवरेण समस्तमेव बुद्ध्यादिकं ज्ञानामृतं क्षरतीति साम्यम् ॥ ४ ॥

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয় ; যেমন

চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃস্থত হইয়া যায়॥ ৪॥

অপবিত্র বিষয় অনেক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, আর এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন করিলেই মনুষ্যের পতন হয়; অতএব কোন ইন্দ্রিয়কেই যথেচ্ছরূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবেক না॥ ৪॥

১ । ৫

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥ ৫॥

ইদানীমিন্দ্রিয়সংযমোপায়মাহ। 'এতানি' ইন্দ্রিয়াণি 'বিষয়েষু' 'প্রজুষ্টানি' সক্তানি 'অসেবয়া' বিষয়াদিত্যাগেনৈব 'নিত্যশঃ' সর্ব্বদা 'সংনিয়ন্তুং' 'তথা' ন 'শক্যন্তে' 'যথা' 'জ্ঞানেন'। তস্মাদ্দোষদর্শনেন বিবেকিভিরিন্দ্রিয়সংযমঃ কার্য্য ইতি বাক্যার্থঃ॥ ৫॥

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না॥ ৫॥

বিষয়সুখের আস্বাদন একবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক্ করিয়া হেয় বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবেক ॥ ৫ ॥

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।

প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥ ৬ ॥

অবিদ্বাংসমিতি। [illegible] 'প্রমদাঃ' [illegible] 'লোকে' 'অবি-দ্বাংসং' [illegible] 'বিদ্বাংসমপি বা' 'কামক্রোধবশানুগং' কাম-[illegible] 'উৎপথং' [illegible] 'নেতুং' [illegible] 'অলং' সমর্থাঃ ॥ ৬ ॥

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক, বা বিদ্বান্ই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথ-গামী করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বান্ই হউন, বা মূর্খই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করি-বেক ॥ ৬ ॥

१०७

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान् संसाधयेदर्थानक्षिण्वन् योगतस्तनुम् ॥ ७ ॥

अतएव 'इन्द्रियग्रामं' बहिरिन्द्रियगणं 'वशे कृत्वा' 'तथा' 'मनः' 'च' 'संयम्य' 'सर्वान्' 'अर्थान्' पुरुषार्थान् 'संसाधयेत्' 'योगतः' उपायेन 'तनुं' शरीरञ्च 'अक्षिण्वन्' अपीड़यन् सन् ॥ ७ ॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করা পুরুষার্থ সাধনের প্রকৃত উপায় নহে, তাহাতে মনুষ্য নিস্তেজ হইয়া যেমন পাপাচরণে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যাচরণেও অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব মন ও ইন্দ্রিয় সকল যাহাতে অপবিত্র বিষয়ভোগে উন্মুখ না হয় এইরূপে বশীভূত করিয়া, উপযুক্ত উপায় দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোকলোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর মনুষ্যকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু

তাঁহার এমনি করুণা যে তাহার সঙ্গে বিষয় সুখ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ বিষয়সুখের উপভোগেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অবনতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

१४

यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु कर्हिचित् ।
कर्म्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १ ॥

'यदा' यस्मिन् काले मनुष्यः 'कर्म्मणा मनसा वाचा' 'सर्व-भूतेषु' 'कर्हिचित्' कदापि 'पापं' 'न कुरुते' 'तदा' 'ब्रह्म' 'सम्पद्यते' प्राप्नोति ॥ १ ॥

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন; তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ১ ॥

কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবেক না; কাহারও অনিষ্টচিন্তা করিবেক না; অন্যের অনিষ্টাচরণের বাক্যও পরিত্যাগ করিবে। অন্যের প্রতি পাপাচরণ করিলে আপনাকেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন করা হয়। অতএব কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবেক। তাহাতে পুণ্যবান্ হইয়া পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক ॥ ১ ॥

পুণ্যং কুর্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে ॥ ২ ॥

'পুণ্যং কুর্বন্' 'পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ নরঃ 'পুণ্যস্থানং' গচ্ছতি স্ম। যতঃ 'পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি' লোকানাম্ অতঃ 'পুণ্যং' 'প্রাণদং' প্রাণদাতৃ ইতি 'উচ্যতে' ॥ ২ ॥

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ২ ॥

অন্নপান যেমন দৈহিক জীবনকে পোষণ করে, সেইরূপ পুণ্য দ্বারা আত্মার জীবন রক্ষিত হয়। অতএব যে সকল কর্ম্মে পুণ্য লাভ

হইবে, তাহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেক। যেমন নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইবেক, সেইরূপ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিবেক। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহকালে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন॥ ২॥

[illegible]

[illegible] 'সাধন' [illegible] ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে; তাহার সদ্‌গুণ-সকল নষ্ট হয়॥ ৩॥

চিন্তাস্রোত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া নিরবলম্ব থাকে না। মনুষ্য যখন সদ্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সদ্ভাব সকল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম্ম সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে; কিন্তু যখন তিনি অসদ্ বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার অসদ্ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে পাপালাপ ও

পাপকর্ম্মে উৎসাহিত করে। অতএব পাপচিন্তা উদিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করিবেক। পাপচিন্তা প্রবল হইলে মনুষ্য ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাপেতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপাচরণ করিয়া পাপেতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার আর সমুদায় সাধুগুণ তিরোহিত হইয়া যায়। চিন্তাকে সর্ব্বদা সাধু বিষয়ে নিয়োগ করিয়া রাখিবেক এবং পাপালাপ ও পাপকর্ম্ম সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৩ ॥

१११

ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक्कर्म्मबुद्धिभिः ।
ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम् ॥ ४ ॥

'ये' 'महात्मानः' अत्युन्नतबुद्धयः 'मनोवाक्कर्मबुद्धिभिः' करणभूतैः 'पापानि न कुर्वन्ति'। 'ते' एव 'तपन्ति' तपः कुर्वन्ति। अपि तु ये 'शरीरस्य शोषणं' साधयन्ति ते 'न' तपन्ति ॥ ४ ॥

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না ॥ ৪ ॥

পাপকামনা, পাপবুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিবে। সর্ব্ব প্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই তপস্যা। উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে পরিশুষ্ক করিলে তপশ্চর্য্যা হয় না ॥ ৪ ॥

১১২

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মমেবোপজীবতি।

ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি ॥ ৫ ॥

'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী 'ধর্ম্মেণ' সহ 'রমতে' বিহরতি 'ধর্ম্মং' চ এব উপজীবতি' ধর্ম্মেণৈব লব্ধেন জীবনোপায়রূপেণ প্রাণান্ ধারয়তি লব্ধধনেন 'এবং' 'হি' ইত্থমেব প্রকারেণ 'ধর্ম্মাত্মা' ধর্ম্মস্বভাবঃ 'ভবতি'। 'চিত্তং চ' 'অস্য' ধর্ম্মপরস্য 'প্রসীদতি' প্রসন্নোভবতি ॥ ৫ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্ম-পথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হন এবং ইহাঁর চিত্ত প্রসাদ লাভ করে ॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য বিবেক সহকারে পাপের মলিনতা ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকেন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি পাপাচারজনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণভঙ্গুর সুখ পরিত্যাগ করিয়া অমূল্য আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন। অতএব ধর্ম্মানু-

স্থানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেক না ও পাপ-কর্ম্মে আপাততঃ সুখ লাভের সম্ভাবনা দেখিলেও লুব্ধ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না। প্রত্যুত প্রজ্ঞা সহকারে পাপ ও পুণ্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেক ॥ ৫ ॥

१२६

यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः।

तेन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या ॥ ६ ॥

तथाहि 'यस्य आत्मा' 'पापात्' 'विरतः' निवृत्तः 'कल्याणे' शुभे 'च' 'निवेशितः' संस्थितः 'तेन' विवेकिना 'सर्वं' निखिलम् 'इदं' 'बुद्धं' ज्ञातम्। तत् बोधनमाह 'या' 'प्रकृतिः' याथात्म्य-रूपा या 'च' 'विकृतिः' विपरीता ॥ ६ ॥

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে; তিনি জানেন যে কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥

আত্মা যাবৎ পাপেতে প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ তাহার বুদ্ধি বিপরীত দর্শন করে। তখন পাপাচরণকেই সুখ লাভের হেতু বলিয়া বোধ হইতে থাকে; ধর্ম্মের সুমধুর আস্বাদন তিক্ত বোধ হয়; পাপাচারের প্রতিপোষক অসাধুগণই প্রণয়ভাজন হয়; সাধুগণের সংসর্গ

বিরক্তি উৎপাদন করে; ঈশ্বর ছায়ার ন্যায় ও ধর্ম্ম শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে; বর্ত্তমান সুখই সর্ব্বস্ব বোধ হয়; অনন্ত-জীবনের প্রতি দৃষ্টি অল্প হইয়া উঠে। আত্মা এইরূপ বিকারগ্রস্ত হইলে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণেতে অপনাকে নিযোজিত করিবে, তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সৎপথ ও অসৎপথ সহজে প্রদর্শন করিতে থাকিবে ॥ ৬ ॥

१।४

प्रज्ञाचक्षुर्नर इह दोषैर्नैवानुबध्यते।

विरज्यते यथाकामं न च धर्मं विमुञ्चति ॥ ७ ॥

'प्रज्ञाचक्षुः' ज्ञाननेत्रः 'नरः' 'इह' लोके 'दोषैः न एव अनुबध्यते' दोषानुबद्धो न भवतीत्यर्थः। 'यथाकामं' तथा 'विरज्यते' वीतरागो भवति 'न च धर्मं' 'विमुञ्चति' त्यजति ॥ ७ ॥

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন; তিনি আর ইহ লোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

অধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কল্যাণ লাভের

উপায়। যিনি জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রকৃতি ও পরিণাম যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের প্রতি জাত-রাগ ও অধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন; সুতরাং তিনি আর কোন দোষে আবদ্ধ হন না। অতএব জ্ঞান দ্বারা পাপবিরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ পরিবর্দ্ধিত করিবেক। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম্মের অননুমোদিত বিষয়-রাগ ও বিষয়-সেবা স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

২১৫

बाध्यमानोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति।

चोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्मा शुभमिच्छति॥ ८॥

यो वै 'पापात्मा' पापाचरणशीलः सः 'पापेभ्यः' 'बाध्यमानः' निषिद्धमानः 'अपि' दण्डैः 'पापम्' एव 'इच्छति' कर्तुमिति शेषः। यस्तु 'शुभात्मा' धर्मानुष्ठानशीलः सः 'पापेन' 'चोद्यमानः' प्रेर्यमाणः 'अपि' लोकैः 'शुभम् इच्छति'॥ ८॥

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্ম-শীল শুভাত্মাকে পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন ॥ ৮ ॥

পাপাচারণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া

অনায়াস-সাধ্য নহে এবং পুণ্য কর্ম্ম করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, পাপকর্ম্মে সহসা তাহার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না; অতএব দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করাই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উৎকৃষ্ট উপায়। প্রথমে যদি কষ্ট হয়, তাহা সহ্য করিয়াও ধর্ম্মাচরণ অভ্যাস করিবেক, পরিশেষে তাহা অতি সহজ হইয়া উঠিবে ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোবধীৎ ॥ ৯ ॥

'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' অতিক্রান্তঃ সন্ 'হন্তি' 'এব' অতিক্রান্তারম্। 'ধর্ম্মঃ' 'রক্ষিতঃ' সন্ 'রক্ষতি'। 'তস্মাৎ ধর্ম্মঃ' 'ন হন্তব্যঃ' নাতিক্রমণীয়ঃ সর্ব্বৈঃ। 'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' সন্ 'নঃ' অস্মান্ 'মা বধীৎ' ন হন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে উলঙ্ঘন করে, সে ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পালন করে; সেই উন্নতি লাভ করে; ঈশ্বর আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অতএব তাঁহার শুভ অভিপ্রায় ও অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রাণপণে ধর্ম্মকে প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইবেক। অধঃপথে নিপতিত হইবার জন্য ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিবেক না ॥ ৯ ॥

११७

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १० ॥

'एकः' केवलं 'धर्मः' 'एव' 'सुहृत्' मित्रं 'यः' 'निधने अपि' मरणे च सति 'अनुयाति' अभीष्टफलदानार्थमनुगच्छति ; 'हि' प्रसिद्धौ 'अन्यत्' 'सर्वं' भार्य्यापुत्रधनादि 'शरीरेण समं' शरीरेण सह 'नाशं' 'गच्छति' अतः पुत्रादिस्नेहापेक्षया धर्मो न हन्तव्यः ॥ १० ॥

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ-কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায় ॥ ১০॥

মৃত্যুর পর যে সকল বিষয়ের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মের অনুরোধে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেক না। এখানকার আর কিছুই সঙ্গে যাইবেক না, কেবল আমাদের পুণ্য ও পাপ সহগামী হইবে। পুণ্য বন্ধুর ন্যায় সহায় হইয়া উন্নতিতে লইয়া যায়, পাপ

শক্রর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। অতএব চিরজীবন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক এবং আর সমুদায় অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইবেক ॥ ১০ ॥

११८

न धर्मोऽस्तीति मन्वानाः शुचीनवहसन्ति ये ।
अश्रद्दधाना धर्मस्य ते नश्यन्ति न संशयः ॥ ११ ॥

'न धर्मः अस्ति इति' 'मन्वानाः' मन्यमानाः 'शुचीन्' शुद्धान् धर्मिष्ठान् 'ये' 'अवहसन्ति' उपहसन्ति येऽपि 'धर्मस्य' 'अश्रद्दधानाः' अश्रद्धावन्तः 'ते नश्यन्ति न संशयः' ॥ ११ ॥

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায় ॥ ১১ ॥

কখন 'ধর্ম্ম নাই' এরূপ মনে করিবেক না এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবেক না। যদি কখন ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাবধান হইবেক। যেমন জড়রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মনিময় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা

সেইরূপ আত্মা সকলের নিয়ন্তা ; ইহার কুত্রাপি অরাজকতা নাই। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান্ অবশ্যই পুরস্কৃত হইবেন ॥ ১১ ॥

११९

सुखं ह्यवमतः शेते सुखञ्च प्रतिबुध्यते ।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन् अवमन्ता विनश्यति ॥ १२ ॥

'सुखं हि' यथा भवति तथा 'अवमतः' अवज्ञातः 'शेते' निद्राति। 'सुखं च' 'प्रतिबुध्यते' जागर्त्ति। 'सुखं चरति लोके अस्मिन्'। 'अवमन्ता' अवज्ञाता तु 'विनश्यति'। तस्मात् तन्न कार्य्यमित्यभिप्रायः ॥ १२ ॥

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় এবং সুখেতে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করে ; কিন্তু যে অপমান করে, সেই বিনাশ পায়॥ ১২ ॥

কাহাকেও অবমাননা করিবেক না ; যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয়, তাহার বাস্তবিক কোন অনিষ্ট হয় না ; কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে, সেই অপরাধী হয় ॥ ১২ ॥

१२०

पापं कुर्व्वन् पापकीर्त्तिः पापमेवाश्नुते फलम् ।

पुण्यं कुर्व्वन् पुण्यकीर्त्तिः पुण्यमत्यन्तमश्नुते ॥ १३ ॥

'पापं कुर्वन्' 'पापकीर्त्तिः' सन् 'पापम्' 'फलम्' 'अश्नुते' भुङ्क्ते । 'पुण्यं कुर्वन्' 'पुण्यकीर्त्तिः' सन् 'अत्यन्तं' 'पुण्यम्' 'अश्नुते' ॥ १३ ॥

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

পাপ কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া পাপকারীর অপকীর্ত্তি ঘোষণা করে, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরও তাহাকে দণ্ড দান করেন এবং পুণ্য কর্ম্ম করিলে মনুষ্যেরা পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র কীর্ত্তি প্রচার করে ও ঈশ্বর তাঁহাকে পুরস্কার করেন ; অতএব মনে করিও না যে, পাপ কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীতে সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারিবে এবং ইহাও মনে করিও না যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগই করিতে হয়। ঈশ্বর অধর্ম্মের প্রতিকূল ও ধর্ম্মের প্রতি অনুকূল, এবং তিনি মনুষ্যজাতিকেও স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষ ও পুণ্যের স্বপক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ পাপাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে দণ্ড দান করেন ও মনুষ্য বাহির হইতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে থাকে। এবং কেহ পুণ্যাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে পুরস্কৃত করেন, মনুষ্যেরা বাহির হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে থাকে। মনুষ্যজাতির বিচারদোষে সময়ে সময়ে

ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরপ্রসাদে ক্ষণকাল পরেই পুণ্য কর্ম্ম দ্বিগুণ তেজে দীপ্তি পাইতে থাকে, পাপকর্ম্ম দ্বিগুণ ঘৃণার সহিত পদতলে দলিত হইয়া যায়; কুজ্ঝটিকা কত ক্ষণ দিবাকরকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে? অতএব পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে দীপ্তি লাভ করিবেক॥ ১৩॥

१२१

तस्मात् पापं न कुर्वीत पुरुषः शंसितव्रतः।

पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः॥ १४॥

'तस्मात्' 'पुरुषः' 'शंसितव्रतः' प्रशंसितव्रतः सन् 'पापं न कुर्वीत'। किञ्च 'पापं' 'पुनः पुनः' 'क्रियमाणं' सत् 'प्रज्ञां' बुद्धिं 'नाशयति'। बुद्धिनाशात् स चैव प्रणश्यति मानवः। अतएवोज्झित्वा पापसम्बन्धं धर्माचरणमेव श्रेयोऽर्थिभिः कार्य्यमित्यर्थः॥ १४॥

অতএব পুরুষ দৃঢ়-ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না।
পুনঃপুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়॥ ১৪॥

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয় লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে। পাপের মোহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপ

ত্যাগের কঠোর প্রতিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়, এবং বলপূর্ব্বক মনু-ষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। পাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে বুদ্ধি বিবেক সকলই দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দৃঢ়ব্রত হইবেক, তদ্ব্যতীত পাপ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই পরিপূর্ণ হইবে না ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्दधान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥ १ ॥

यो हि 'प्रशस्तानि' कृतियोग्यानि शुभानि कर्माणि 'निषे-वते' करोति 'निन्दितानि' पुनः 'न सेवते' योऽपि 'अनास्तिकः' नास्तिक्यरहितः 'श्रद्दधानः' श्रद्धावान् तस्य 'एतत्' 'पण्डित-लक्षणम्' ॥ १ ॥

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিলে হৃদয় প্রশস্ত হয় এবং সৎকর্ম্মে স্পৃহা ও অসৎকর্ম্মে ঘৃণা, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া জ্ঞানবান্ হইবেক ॥ ১ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] হুধা

[illegible]

[illegible] ২ ॥

ধর্ম্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেক। বিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

[illegible]

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसम्भवम् ।

कर्मजा गतयोनृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

'शुभाशुभफलं' सुखदुःखफलकं 'मनोवाग्देहसम्भवं' मनोवाग्देहसम्भूतं 'कर्म'। तथाहि 'नृणां' मनुष्याणाम् 'उत्तमाधममध्यमाः' 'गतयः' 'कर्मजाः' कर्मजन्या एव भवन्ति ॥ ३ ॥

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্য-দিগের উত্তম, মধ্যম অধম তিন প্রকার কর্ম্ম-জনিত গতি হয় ॥ ৩ ॥

চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার, বাক্যোচ্চারণ ও শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল, এই তিন হইতেই শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। মন দ্বারাই হউক, বাক্য দ্বারাই হউক, আর শরীর দ্বারাই হউক, মনুষ্য যাহা কিছু করিবে, তাহার এক বিন্দুও বিফল হইবে না; একটি চিন্তাও বিফল হয় না, একটি বাক্যোচ্চারণও বিফল হয় না, একটি কর্ম্মও বিফল হয় না; সকল হইতেই কিছু না কিছু শুভ বা অশুভ উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে প্রবেশ করে, আত্মা তদনুসারে উত্তম বা মধ্যম বা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। চিন্তাতে, বাক্যেতে বা কর্ম্মেতে যে পরিমাণে পুণ্যাচরণ করিবে, সেই পরিমাণে আত্মাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে এবং যে পরিমাণে পাপ করিবে, সেই পরিমাণে মলিনতা উৎপন্ন হইবে। অতএব কায়মনোবাক্যে শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ ৩ ॥

১২৫

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्।

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म्म मानसम्॥ ४॥

'परद्रव्येषु अभिध्यानं' कथं परस्वमन्यायेन गृह्णीयामिति सङ्कल्पनम्। 'मनसा अनिष्टचिन्तनं' लोकानां 'वितथाभिनिवेशः च' नास्ति परलोको नास्ति जगतो मूलमात्मा एवमसत्याभिनिवेशः 'च' समुच्चयार्थः। एतदुक्तं 'त्रिविधं' त्रिप्रकारं अशुभफलं 'मानसं' मनोभवं 'कर्म' ॥ ४ ॥

পর-দ্রব্যলাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পরকালেতে অবিশ্বাস; এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণের কল্পনা করে, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে এবং 'ঈশ্বর নাই' 'পরলোক নাই' 'ধর্ম্ম নাই' এইরূপ মনন করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মনে মনে পাপকর্ম্ম করে। মনে মনে পাপের সংকল্প ও আলোচনা করিলে তাহা মানসিক কুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেন না তাহা কার্য্যেতে প্রকাশিত না হইলেও আত্মাকে কলুষিত করিয়া থাকে। যিনি পাপের দণ্ডদাতা, তিনি বাহিরের কার্য্যও দেখেন, অন্তরের ভাবও দেখেন ॥ ৪ ॥

১২৫

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।

অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥ ৫ ॥

'পারুষ্যম্' অপ্রিয়াভিধানম্ 'অনৃতম্' অসত্যভাষণং 'চ এব' 'পৈশুন্যং চ অপি' পরোক্ষে পরদূষণকথনঞ্চাপি। 'অসম্বদ্ধপ্রলাপঃ চ' নিষ্প্রয়োজনবাগ্বিন্যাসশ্চ। 'সর্ব্বশঃ' এতদেতৎ সর্ব্বং 'চতুর্বিধং', 'বাঙ্ময়ং' বাচিকম্ অশুভফলং কর্ম 'স্যাৎ' ॥ ৫ ॥

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পর-নিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম ॥ ৫ ॥

মানসিক দোষের ন্যায় বাক্যের দোষ হইতেও নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সেই অনিষ্ট মনুষ্যের আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

১২৬

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥

'অদত্তানাম্ উপাদানম্' অন্যায়েন পরস্বগ্রহণং 'হিংসা চ

হনন 'অবিধানতঃ' অবিধিনা। 'পরদারোপসেবা' চ' পরপত্নী-গমনঞ্চ এতৈঃ 'ত্রিবিধং' 'শারীরং' শরীরজনিতম্ অশুভফলং কর্ম 'স্মৃতং' ভূতম্॥ ৬॥

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পর-দার-সেবা; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম॥ ৬॥

শারীরিক কুকর্ম্ম-সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপন্ন করে। মানসিক কুকর্ম্ম কেবল কুকর্ম্মীর যন্ত্রণার কারণ হয়, শারীরিক কুকর্ম্ম অন্যান্য ব্যক্তিরও ঘোরতর অপকার করিয়া থাকে॥ ৬॥

২৮

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥ ৭॥

'এতৎ' 'ত্রিদণ্ডং' পূর্বোক্তানামেষাং শরীরবাঙ্মনসাং দমনত্রয়ং 'মানবঃ' 'সর্বভূতেষু' 'নিক্ষিপ্য' কৃত্বা আত্মনঃ 'কামক্রোধৌ তু সংযম্য'। 'ততঃ' তদনন্তরং 'সিদ্ধিং' মোক্ষপ্রাপ্তিলক্ষণাং 'নিয়চ্ছতি' লভতে॥ ৭॥

সকল প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন॥ ৭॥

মন হইতে দোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য মনকে দমন করিবেক। যে সকল চিন্তা, কল্পনা ও কামনা দ্বারা মন কলুষিত হয়, তাহা উদিত হইবামাত্রই ঈশ্বর-চিন্তা ও সাধু-সঙ্গ প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক উন্মূলিত করিবেক। বাক্যদোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবেক এবং হস্তপদাদি অঙ্গ সকলকে মানসিক অসদ্ভাবের অনুসরণ করিতে দিবেক না॥ ৭॥

২২৯

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥ ৮॥

পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমাহ। 'পাপং হি' 'কৃত্বা' অজ্ঞানপ্রমাদাৎ মোহাদ্বা পশ্চাৎ 'সন্তপ্য' তৎকারণেন হেতুনা সন্তাপং কৃত্বা 'তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে'। 'ন এবং' 'পুনঃ' অহং 'কুর্য্যাং' করিষ্যামি 'ইতি নিবৃত্ত্যা' 'তু' 'সঃ' 'পূয়তে' পূতো ভবতি॥ ৮॥

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়॥ ৮॥

মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ড ভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্য-পথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন; দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ড দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করেন। তখন মনুষ্য যদি আর পাপাচরণ না করিয়া সৎপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার আত্মাতে পবিত্রতা ও শান্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনুশোচনা এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন, প্রায়শ্চিত্তের এই দুই অঙ্গ। অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক ॥ ৮ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

১৭০

অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥ ১॥

'যঃ হি' 'নরঃ' 'অধার্ম্মিকঃ' অধর্ম্মেণ ব্যবহরতীতি 'যস্য চ' 'অপি' 'অনৃতং' মিথ্যাভিধানং 'ধনং' ধনোপায়ঃ। 'যঃ' 'চ' 'নিত্যং' 'হিংসারতঃ' পরদ্রোহকৃৎ। 'ন' 'অসৌ' 'ইহ' লোকে সুখম্ 'এধতে' সুখং যথা ভবতি তথা বর্দ্ধতে। তস্মাদেতন্ন কর্ত্তব্যমিতি নিন্দয়া নিষেধঃ কল্প্যতে॥ ১॥

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যাকথন যাহার ধন-লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত; সে ব্যক্তি ইহ লোকে সুখে বর্দ্ধিত হয় না॥ ১॥

অধর্ম্ম দ্বারা ঐহিক সুখ সচ্ছন্দতাও লাভ করিবার কামনা করিবেক না। অধর্ম্ম করিয়া কেহ ইহ লোকেও সুখে থাকিতে পারে না। ইহ লোকও ঈশ্বরের রাজ্য। তাঁহার ন্যায়-দণ্ড ইহ লোকেও সঞ্চরণ করিতেছে॥ ১॥

২

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।

অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২ ॥

'ধর্ম্মে' 'সীদন্ অপি' অবসন্নোঽপি সন্ 'মনঃ' কদাপি 'অধর্ম্মে' 'ন' 'নিবেশয়েৎ' ন সংযোজয়েৎ। 'অধার্ম্মিকাণাং' 'পাপানাং' পাপিনাং 'আশু' শীঘ্র 'বিপর্য্যয়ং' 'পশ্যন্' ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না ॥ ২ ॥

ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্ট ভোগ হইতেছে, শরীর ও মন অবসন্ন হইতেছে; এবং পাপকারী ব্যক্তি সহসা সুখসম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; ইহা দেখিয়া কদাপি ধর্ম্মকে নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করিবেক না ও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক না। ধার্ম্মিকের দীন-হীন অবস্থার মধ্যে অমৃত ফল ও পাপকারীর স্ফীত ভাবের মধ্যে সাংঘাতিক অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে; যথাযোগ্য কালে ধর্ম্মপরায়ণ আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইবেন ও পাপী হাহাকার করিবে। অতএব প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিবেক; এক পদও অধর্ম্মপথে নিম্নগামী হইবেক না ॥ ২ ॥

৩য়

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ৩ ॥

তদেব ব্যক্তীকরোতি। 'অধর্ম্মেণ' পরদ্রোহাদিনা 'তাবৎ' আপাততো গ্রামধনাদিনা 'এধতে' বর্দ্ধতে 'ততঃ' তেন চ 'ভদ্রাণি' পুত্রপশ্বাদীনি 'পশ্যতি' লভতে। 'ততঃ' তদ্ব লাৎ 'সপত্নান' শত্রূন্ 'জয়তি'। পশ্চাৎ কিয়তা কালেনাধর্ম্ম-পরিপাকবশাৎ 'সমূল' স্তু মূলেন সহ ধনাদিভিঃ সহিত 'বিন-শ্যতি ॥ ৪ ॥

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুদিগকে জয় করে ; পরে সমূলে বিনাশ পায় ॥ ৩ ॥

পাপীকে পাপের ফল এক দিন অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। পাপ দ্বারা মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, সেই পরিমাণে দুর্গতি ভোগ করিবে। সে যত উচ্চ স্থানে উত্থিত হইতেছে, পতনের সময়ে তাহাকে তত আঘাত সহ্য করিতে হইবে। যেমন স্থানবিশেষের বায়ু সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশি আন্দোলিত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ করিতে আইসে, সেইরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্য এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে যে, কেহ তাহার কোন স্থানে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেই চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য পাপী পাপাচার করিয়া চিরদিন জয় লাভ করিতে পারে না ; আপাততঃ তাহার যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক, এক সময়ে তাহা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত

হয় ও তাহার ঐশ্বর্য্যই কালফণী হইয়া তাহাকে দংশন করিতে থাকে। অতএব কদাপি সাংসারিক সুখলোভে পাপপথ আশ্রয় করিবেক না; পরিপূর্ণ ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে প্রতিপালন করিবেক ॥ ৩ ॥

१६६

धर्मं शनैः सञ्चिनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥

'धर्मं' 'शनैः' अल्पेनाल्पेन 'सञ्चिनुयात्' सञ्चितं कुर्य्यात् । तत्र दृष्टान्तः । 'पुत्तिकाः' पिपीलिकाप्रभेदाः 'वल्मीकम् इव' महान्तं मृत्कूटमिव । किमर्थं 'परलोकसहायार्थं' परलोके साहाय्यनिमित्तम् । कीदृशेनोपायेन 'सर्वभूतानि अपीडयन्' सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन् ॥ ४ ॥

কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া, পর লোকে সাহায্য-লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বাল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিবেক ॥ ৪ ॥

পুত্তিকাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক। তাহারা ক্ষুদ্র জীব হইয়া কেমন অল্পে অল্পে আশ্চর্য্য বল্মীক নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেইরূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া পর লোকের সম্বল আহরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

१२४

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ ५॥

'हि' यस्मात् 'अमुत्र' परलोके 'सहायार्थं' साहाय्यकार्य्यसिद्ध्यर्थं 'पिता माता च' तौ 'न' 'तिष्ठतः'। तथा 'पुत्रदारं' पुत्राश्च दाराश्च तत् 'न' तिष्ठति 'न ज्ञातिः'। 'धर्मः' तु 'केवलः' तस्य 'तिष्ठति'। अतस्तत्सञ्चयने महान् यत्नः कर्त्तव्यः॥ ५॥

পর লোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতিবন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন॥ ৫॥

যখন মৃত্যু আসিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিবে, তখন পৃথিবীর কোন বন্ধু আর কিছুমাত্র সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন কেবল ধর্ম্মই সান্ত্বনা ও আরামের পথ প্রদর্শন করিবে। অতএব পিতা মাতা প্রভৃতি সমুদায় বন্ধু বান্ধব অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক বলিয়া জানিবেক॥ ৫॥

१२५

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव तु दुष्कृतम्॥ ६॥

अपि च 'जन्तुः' प्राणी 'एकः' एव 'प्रजायते' उत्पद्यते। न बान्धवैः सह। 'एकः एव' च 'प्रलीयते' म्रियते; तथा 'एकः' 'सुकृतं' पुण्यफलम् 'अनुभुङ्क्ते'। 'दुष्कृतं' दुरितफलञ्च 'एक एव तु' भुङ्क्ते। न केनापि सह। तस्मात् धर्मेण न केनापि हेतुना धर्मः न त्याज्यः ॥ ५ ॥

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে ॥ ৬ ॥

কাহারও অনুরোধে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না। কোন কারণেই পাপাচরণ করিবেক না। যদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিবেক। কেন না ধর্ম্মহীন হইলে যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহই থাকিবে না এবং তাহার সহভাগীও আর কেহই হইবে না। পাপপুণ্যের ফল মনুষ্য একাকীই ভোগ করিতে থাকিবেন ॥ ৬ ॥

१२५

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ७ ॥

যতশ্চ 'মৃতং' মনঃপ্রাণাদিরহিতং 'শরীরং' 'কাষ্ঠলোষ্টসমং' কাষ্ঠলোষ্টবৎ 'ক্ষিতৌ' ভূমৌ 'উৎসৃজ্য' ত্যক্ত্বা 'বিমুখাঃ' পরাঙ্মুখাঃ সন্তঃ 'বান্ধবাঃ' 'যান্তি' গৃহান্ প্রতিগচ্ছন্তি। 'ধর্ম্মঃ' 'তু' 'তং' 'অনু' সহ 'গচ্ছতি' ॥ ৭ ॥

বান্ধবেরা ভূমি-তলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠলোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মের তুল্য বন্ধু আর কেহই নাই। মৃত্যু হইলে পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুগণ মৃত শরীর শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইবেন, আত্মা একাকী লোকান্তরে উপনীত হইয়া কেবল সঞ্চিত ধর্ম্ম-বলে সদ্গতি লাভ করিবে। এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিবেক না ॥ ৭ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।

ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ আত্মনঃ সহায়ার্থং 'ধর্ম্মং' 'নিত্যং' 'শনৈঃ' সঞ্চিনুয়াৎ। 'হি' যস্মাৎ 'ধর্ম্মেণ' এব 'সহায়েন' 'দুস্তরং' তমঃ অজ্ঞানং 'তরতি' অতিক্রামতি। অতিক্রম্য চ তন্ময়মনন্ত-সচ্চিদানন্দং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপং পরমানন্দং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অতএব আপনার সহায়ার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

ইহ লোকে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কে সুখী হইতে পারে? পরলোকে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিসের দ্বারা জীব সান্ত্বনা লাভ করিবে? ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মনুষ্যদিগের মনুষ্যত্ব আর কি প্রকারে উপার্জিত হইবে এবং দেবগণের দেবত্বই বা আর কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে? ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল। ধর্ম্মই পুরুষদিগের পৌরুষ, ধর্ম্মই নারীগণের অলঙ্কার। ধর্ম্মই সুখ লাভের উপায়, ধর্ম্মই আত্মপ্রসাদের আকর, ধর্ম্মই ব্রহ্মানন্দ লাভের হেতু। মনুষ্য কেবল ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর তিমিররাশি উত্তীর্ণ হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সমাগত হয়েন ॥ ৮ ॥

১২৮

এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনম্।
এবমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যম্ ॥ ৯ ॥

'এষঃ' 'আদেশঃ' কর্ত্তব্যবিধিঃ 'এষঃ উপদেশঃ' শিষ্যাদানং 'এতৎ' 'অনুশাসনং' সমাখ্যাবচনম্। 'এবং' যথোক্তম্ 'উপাসিতব্যং' 'এবম্ উপাসিতব্যম্' পুনর্ব্বচনং সমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৯ ॥

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই

প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৯ ॥

মনের সহিত পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবেক এবং সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক। ইহাই তাঁহার পূজা। ইহাই মনুষ্যের কৃতার্থ হইবার উপায়। ইহা দ্বারাই পারত্রিক ও ঐহিক মঙ্গল লাভ হইবেক। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুজ্ঞা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষাদান, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রমাণ। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকে জীবের গত্যন্তর নাই ॥ ৯ ॥

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ।

আমি ঋত বলিব, আমি সত্য বলিব, সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ । হরিঃ ওঁ ।

সমাপ্তশ্চায়ং ব্রাহ্মধর্ম্মঃ ।

ब्राह्मधर्म्मग्रहणम्।

ओं तत्सत्।

१ ओं ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनासीत्। तदिदं सर्वमसृजत्।

२ तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रं निरवयवमेकमेवाद्वितीयं सर्वव्यापि-सर्वनियन्तृ-सर्वाश्रय-सर्ववित्-सर्वशक्तिमद्-ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति।

३ एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति।

४ तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य-साधनञ्च तदुपासनमेव।

अस्मिन् ब्राह्मधर्म्मबीजे विश्वस्य ब्राह्मधर्म्मं गृह्णामि।

१ ओं सृष्टिस्थितिप्रलयकर्त्तरि मुक्तिकारणे सर्वज्ञे सर्वव्यापिनि पूर्णानन्दमङ्गले निरवयवएकमात्राद्वितीये परब्रह्मणि प्रीत्या तत्प्रियकार्य्यसाधनेन च तदुपास्यामि।

२ सर्वस्रष्टृ परब्रह्मेति सृष्टं किञ्चिन्नाराधयिष्यामि।

३ अरुग्णोऽविपन्नश्चेत् प्रतिदिनं यदा चित्तैकाग्रता तदा श्रद्धया प्रीत्या च परब्रह्मणि मनः समाधास्यामि।

४ सदनुष्ठानाय च यतिष्ये।

५ दुष्कृतिभ्यो निवृत्तौ यत्नवान् भविष्यामि।

६ यदि मोहात् कुकर्म्म किञ्चित् कृतं स्यात् तदैकान्त-तस्मान्मुक्तिमन्विच्छन् न प्रमदिष्यामि।

७ वर्षे वर्षे मदीये च तावत् धार्मिकशुभकर्म्मणि ब्राह्मसमाजाय दास्यामि।

हे परमात्मन् मां प्रति एतत् परमधर्म्मप्रतिपालन-सामर्थ्यमर्पय।

ओं एकमेवाद्वितीयम्

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ।

ওঁ তৎসৎ ॥

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

আমি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল-দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, এক-মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর অরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি-

দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্! সম্যক্ রূপে এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

प्रतिज्ञास्मरणार्थश्लोकाः ।
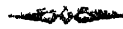
यद्ब्रह्म जगतीजन्मस्थितिभङ्गादिकारणम् ।
अनन्तञ्च ज्ञानरूपमेकं ब्रह्म सनातनम् ॥
[illegible] तस्य प्रियकार्य्यसिद्धिभिर्यथा ।
उपास्यं तस्यता नान्यत् सृष्टं किन्तु तत्क्रिया ॥
यदा कदा [illegible] रीश्वरान् ।
अकुर्यामिति [illegible] समाधास्ये तदैश्वरे ॥
सदनुष्ठाननिरतो विरतश्च तथाऽसतः ।
सर्वदाहं भविष्यामि प्रीणनाय परात्मनः ॥
अज्ञानाद् यदि वा मोहात् कुर्य्यां कर्म्म विगर्हितम् ।
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् नाचरिष्यामि तत् पुनः ॥
प्रतिवर्षं तथा चैव मद्गृहे शुभकर्म्मणि ।
देयं ब्राह्मसमाजाय प्रतिज्ञानमिदं मया ॥

प्रातःकर्त्तव्यम ।

लोकेश चैतन्यमयाधिदेव

मङ्गल्य विष्णो भवदाज्ञयैव ।

हिताय लोकस्य तव प्रियार्थं

संसारयात्रामनुवर्त्तयिष्ये ॥

হে লোকেশ চৈতন্যময় অধিদেব! হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।